আমরা ছ'টি প্রাণী : পাঁচটি চরিত্র ও একজন কথক। অবশ্য কথক নিজেও আমাদেরই একজন। আমাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী দুইই আছে। কিন্তু আমরা ঠিক সাধারণ নরনারী নই ; বোধ হয়, আমাদের মত কোনো লোক সচরাচর আপনার নজরে পড়ে না। যদি আমাদের কথা শুনে আপনার এমন কাউকে মনে পড়ে, যাকে আপনি জানতেন বা যার কথা শুনেছেন কিংবা যে হয়ত আপনার স্বপ্নের দেখা লোক, তা হ'লে বুঝতে হবে, আমরাও নিশ্চয়ই খুব বেশী অসাধারণ লোক নই।

আমাদের গল্পও এমন কিছু নতুন নয়। নতুন হ'লে, কেউ আমাদের নিয়ে গল্প বলে, এটা আমরা হয়ত চাইতামই না। গল্পের মজাই হচ্ছে এই যে, গল্প যত বেশী পুরানো হয়, ততই সেটা আবার নতুন ক'রে বলবার যোগ্য হয়ে ওঠে। আগে যা করা হয়েছে, ভবিষ্যতে তাই আবার নতুন ক'রে করা হবে ; কেননা, এ পৃথিবীতে কিছুই নতুন নয়।

আমাদের বিদেশী নাম দেখে ভড়কে যাবেন না। আমরাও আমেরিকার লোক—অবশ্য জন্মসূত্রে নই, স্বেচ্ছায় আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ ক'রে। আমরা আমাদের জন্মভূমি ছেড়ে আমেরিকাতে এসেছিলাম। আমেরিকা আমাদের গ্রহণ করেছিল ; আমাদের কঠিন পরিশ্রম করিয়েছিল ; আমাদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলবার রসদ জুগিয়েছিল। আমাদের মধ্যে যারা তা' পারিনি, তাদের ক্ষমা করবেন। যেখানে আমাদের শক্ত হওয়া দরকার ছিল, সেখানে আমরা নিশ্চয়ই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

আমরা যে-ধরণের লোক, তাতে অন্য কোথাও আমাদের গল্প সম্ভব হ'ত না। আমাদের গল্প সমস্ত আমেরিকার বৃহত্তর গল্পেরই একটি অংশ।

আমরা কি থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম ? এবং মুক্তিলাভের পরই বা আমরা কি করেছিলাম ? আমেরিকা আমাদের গ্রহণ ক'রে অভাবের সময়ে আমাদের মুখে অন্ন দিয়েছিল ব'লে আমরা আমেরিকার কাছে ঋণী ; কিন্তু সে ঋণ কি আমরা শোধ করতে পেরেছি ? এই সব প্রশ্ন বিষয়বস্তুর মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছোয় ; তাই এদের জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না। আপনি যদি আর একটু এগিয়ে আমাদের গল্পগুলি আলাদা আলাদা পড়েন, তাহ'লে তারই ভেতর থেকে হয়ত জবাবগুলি পেয়ে যাবেন।

সূচীপত্র

কৃষকমাতা বিল্লিনা

১৯৪৮ সালের ১৫ই অক্টোবর বিকেল পাঁচটা নাগাদ যে-কেউ তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে গেছেন, তিনিই সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাটিকে তাঁর বাগানে কর্মব্যস্ত থাকতে দেখেছেন। খাটো, গোলগাল মানুষটি, বয়েসের ভারে সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছেন; শনের মত সাদা চুলগুলি মাথার পিছন দিকে সযত্নে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা; বার বার কেচে পরণের সুতী জামাটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। ঐ সময়ের মধ্যেই উনি রসুন-গাছ পোঁতা শেষ ক'রে ফেলেছেন—এই রসুন তাঁর ছেলেপুলে, নাতি-নাতনী এবং তাদের ছেলেপুলেরা খাবে; উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বহু জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে তারা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে তিনি তাঁর ছেলেদের নিয়ে আমেরিকার এই বাড়িটিতে বাস করতে শুরু করেছিলেন। তারা আজ অনেক দিন হ'ল এই বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে; তবু এই রকম ছোট ছোট কাজের মধ্যে দিয়েই তিনি আজও পর্যন্ত তাদের দরকারের ওপর নজর রেখে আসছেন।

বহুকাল ধ'রে সার দিয়ে তিনি যে চমৎকার কালো মাটি তৈরী করেছেন, তার ওপর রসুন-গাছের দীর্ঘ সারিটির দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। বরাবরের মত এবারেও তাঁর ছেলেরা বাড়িতে আসবে; তারপর নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাবার সময় তারা মায়ের বাগান থেকে রসুন এবং ফুলের সঙ্গে যার যা খুশী, তাই নিয়ে যাবে। এও তিনি জানেন, আগে থাকতে তাঁকে কিছু না জানিয়েই তারা প্রায়ই যখন-তখন এসে পড়ে। আমেরিকার প্রথম বসত-বাড়ির ছোট্ট জমিটুকু এবং তাঁর সঙ্গে তারা যে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা পড়ে আছে।

প্রত্যেক চাষীর মত হেমন্তকালের প্রথম দিনগুলিকে তিনি ভালবাসতেন। কেননা, এই সময়ে, একসঙ্গে গাছ পোঁতা এবং ফসল তোলার আনন্দ পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বছর ধ'রে তিনি এই সময়ে তাঁর বাগানের ফসল তুলে ভাঁড়ায়

ঘরের তাকগুলিকে ভর্তি ক'রে ফেলেছেন। তারপর হেমন্তের রোদে গরম মাটীর মধ্যে পুঁতেছেন রসুন, মটর, বীন এবং অন্য তরি-তরকারীর বীজ; এ-সব থেকেই পরের বসন্তকালের ফসল পাওয়া যাবে।

যতই দিন গেছে, ততই হেমন্তের প্রথম দিনগুলি তাঁর কাছে বেশী ক'রে অর্থপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। বহুদিন আগে তাঁর স্বামী যখন প্রথম এই বাড়ির পত্তন করেন, তখন তিনি পুঁতেছিলেন একটি আপেল, একটি ন্যাসপাতি এবং দুটি ইতালীয় কুল গাছ। গাছগুলি বেশ বেড়ে উঠে খুব ফল দিতে শুরু করেছিল। তাঁর মনে পড়ে, স্বামী তাঁর গাছগুলির কত যত্ন করতেন; আর প্রথম যখন গাছগুলিতে ফল ধরল, তখন তাঁর কি গর্ব! বহুদিন হ'ল তিনি মারা গেছেন এবং বহু জিনিসই তিনি রেখে গেছেন। কিন্তু তার মধ্যে ঐ ফলের গাছগুলিকেই বিম্বিনা ভালবাসেন; কেননা, তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে তিনি যে কত ভালবাসতেন, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে ঐ গাছগুলি। সেইজন্যেই বিম্বিনা একটা চাপা আনন্দ বুকে ধ'রে হেমন্তের ঐ প্রথম দিনগুলির জন্যে অপেক্ষা করেন—ঐ সময়েই গাছগুলি থেকে ফল পেড়ে নিয়ে তিনি ছেলেপুলেদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেন। ব্যাপারটা প্রায় একটা বার্ষিক উৎসবে দাঁড়িয়ে গেছে; এই সময়টা ছেলেরা অনেক সময় কয়েক-শো মাইল মোটর চালিয়ে বাড়িতে এসে হাজির হয় হাসিমুখে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে।

"মা, ফল পাকলে আমাকে খবর দিও", ছেলেদের কাছ থেকে এ অনুরোধ প্রতি বছর গ্রীষ্মের শেষে তাঁর কাছে আসবে, এ তাঁর এক রকম জানাই ছিল।

এই হেমন্তের সন্ধ্যায় তিনি তাঁর বাগানের তরিতরকারী দিয়ে একটি সুপ তৈরী ক'রে ঘরে-তৈরী রুটি দিয়ে তা খেয়েছিলেন। তারপর ডিসগুলি ধুয়ে রান্নাঘরটি পরিষ্কার করে বেরিয়ে পড়েছিলেন অল্প দূরের হলঘরটিতে যাবার জন্যে। 'ঐখানটিতেই তাঁদের সামাজিক সঙ্ঘের সভ্যরা এসে জড়ো হয়। পথে যেতে যেতে পুরোণো প্রতিবেশী, পিত্রো ফর্নিলির সঙ্গে দেখা; সে তখন মাঠ থেকে তার গরুটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

"এই যে বিম্বিনা! গির্জেয় যাবার জন্যে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়েছ বুঝি?"

"ঠাট্টা কোরো না, পিত্রো। সকলেই জানে, আমার সেই বন্ধু ভদ্রলোকটি আমার জন্যে গ্রামে অপেক্ষা করছে।"

ঐ রাত্রেই ন'টা বেজে দশ মিনিটের সময়, যখন ক্লাবের মিটিংটি প্রায় শেষ

হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময়ে, একজন সভ্যের হাতের মধ্যেই শ্রীমতী বিম্বিনা হঠাৎ মারা গেলেন।

সমস্ত দিনের কাজের শেষে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়লেন—তাঁর মত কাজের লোকের পক্ষে যোগ্য মৃত্যুই বটে!

চুয়াত্তর বছর শ্রীমতী বিম্বিনা বেঁচে ছিলেন। অনেকগুলি দেশ তিনি ঘুরেছেন। তাঁর ছয় ছেলের বিবাহ দেখেছেন এবং তাদের প্রত্যেককে নিজের নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হ'তেও দেখেছেন। তাঁর ষোলটি নাতি-নাতনী এবং তাদের ছেলেমেয়েদের ফরাসী এবং ইতালীয় ভাষার ছোট ছোট মিষ্টি গানও শিখিয়েছেন—এই গানগুলি তাঁর নিজের ছেলেদেরও খুব ভালো লাগত।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কঠিন পরিশ্রম ক'রে গেছেন। ইতালীতে একটি প্রবচন আছে, "লেখাপড়া যারা শিখতে পারেনি, হাতের কাজে তাদের দড় হ'তে হবে"; তিনি ছিলেন এর জীবন্ত নিদর্শন। তাঁর হাতগুলি ছোট হ'লেও বেশ পুরু ছিল—খুব বড় বড গাঁট, আর ফাটা চামডাওলা—হাত দু'খানি কোন দিনই অলস থাকেনি। হাত দুটি সুতো কেটেছে, কাপড় বুনেছে; বাগান করবার যন্ত্রপাতি ধরেছে, কোদাল এবং নিড়েন (fork) চালিয়েছে; গাছ থেকে আঙুর পেড়েছে, আঙুরের ক্ষেতের যত্ন নিয়েছে, কাপড় কেচেছে, মন-মন রুটি তৈরী করেছে, মেঝে ধুয়েছে এবং বহু রান্না রেঁধেছে। সবশেষে ঐ কর্মঠ হাত দু'টি—একটির সঙ্গে আর একটি নিবদ্ধ হয়ে বিশ্রাম নিয়েছে—মৃত্যুকালে যেমনটি হয়ে থাকে।

নতুন শতাব্দী শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক পৃথিবীর জনবহুল জায়গার দারিদ্র্যকে দূরে রেখে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছিল; শ্রীমতী বিম্বিনাও তাদেরই একজন। এরা সবাই আমেরিকাতে এসে উপস্থিত হয়েছিল; এরা জানত, এখানে কাজ আছে এবং যা সকলেরই কাম্য, সেই নিজস্ব বাসস্থান করবার উপায়ও আছে। কেউ কেউ যা জীবনে আশা করেনি, তার চেয়েও বেশী পেয়েছিল। শ্রীমতী বিম্বিনা কাজ পেয়েছিলেন; এবং কাজের মধ্যে দিয়ে পেয়েছিলেন তৃপ্তি।

ইতালীর টাস্কানি অঞ্চলের নিজের গ্রাম থেকে বিম্বিনা এসেছিলেন ওয়াশিংটন রাজ্যের এক গ্রামে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে। এত দীর্ঘ যাত্রাপথটি বড় সহজ নয়। তার ওপর সঙ্গে ছিল পনেরো থেকে তিন বছর

বয়েসের তাঁর পাঁচটি ছেলে। আটলান্টিকের ঝড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে তাঁর যেমন করেছিল ভয়, তেমনি এসেছিল ক্লান্তি। একটা নোংরা পুরোণো জাহাজে উনিশ দিন ভীড়ের মধ্যে কাটাবার পর তাঁরা আমেরিকা পৌঁছুতে পেরেছিলেন। তার পরেই শুরু হয়েছিল মহাদেশের মধ্যে দিয়ে বিভ্রান্তকারী যাত্রা,—মাঠঘাট, পাহাড়পর্বত, নদীনালা পেরিয়ে; ছ'টি দিন ধ'রে অপরিচিত লোকেদের মাঝে—এদের ভাষাও ওঁর জানা ছিল না।

তাঁর স্বামী যে ছোট্ট বাড়িটি তৈরী করেছিলেন, যে গ্রামটিতে বাড়িটি ছিল, এবং তার চতুর্দিকের যে পরিবেশ, তার কোনটাই প্রথম দৃষ্টিতে এই বিদেশিনী মহিলার স্বপ্নের আমেরিকার সঙ্গে একটুও মেলেনি। শহরটার মধ্যে একটা বন্ধ অমানুষিক ভাব ছিল—যেন কোনো যাযাবর জাতি অল্পকালের আশ্রয় হিসেবে শহরটিকে খুব তাড়াতাড়ি গ'ড়ে তুলেছে। শহরের পেছন দিকের বন, কদাকার কাঠের ফ্রেমের বাড়ি, ঘাসঢাকা পথ এবং শহরের ধারের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ইতালীয় গ্রামাঞ্চল থেকে এতই ভিন্ন ধরণের যে, এই নতুন দেশটি তাঁর চোখে সমৃদ্ধ ব'লে ত' মনেই হ'ল না, বরং অপেক্ষাকৃত খারাপই ঠেকল।

কিন্তু শ্রীমতী বিম্বিনা শিগ্‌গিরই এই দেশের সম্ভাবনার দিকটা দেখতে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে বরণ ক'রে নিলেন। নতুন পরিবেশ তাঁকে যেন কর্মপ্রেরণা জোগাল। পথঘাটগুলোকে মেরামত করা দরকার; দরজার গোড়াতেই ঘাস জন্মেছে; যেমন-তেমন ক'রে কাঠের বাড়িগুলোকে তাড়াতাড়ি খাড়া করা হয়েছে—সব বিষয়েই অনেক-কিছু করবার আছে। স্থানীয় লোকেদের কাজ করবার অভ্যাসই নেই; আর যা-ও কিছু করে, সবই যেন দু'চার দিনের ব্যাপার—পাকা বন্দোবস্ত করবার মনোভাবই নেই। কিন্তু তাঁর চরিত্রের বনেদ ছিল আলাদা; তাই তিনি তাঁর নতুন বাসস্থলকে কৃতজ্ঞচিত্তে বরণ ক'রে নিলেন।

তিনি কাজ করবার পোশাক প'রে কাজে লেগে গেলেন। এক বছরের মধ্যে তিনি তাঁর সংসারের জন্যে যা জোগাড় করলেন, তা' তাঁর স্বামীর রোজগারের চেয়েও বেশী। গরু, শূকর, মুরগী ও খরগোসে খামারবাড়ি ভর্তি। বাড়ির সংলগ্ন যে-জমিতে কোনো দিন হাত পড়েনি, সেই-জমিতে একসঙ্গে ফলতে লাগল মানুষের এবং জীবজন্তুর খাদ্য। বাড়তি দুধ, ডিম মুরগী গাঁয়ের লোকেদের কাছে বিক্রী হ'তে লাগল। আবার কখনও-সখনও মাংসের

বদলে গাঁয়ের দোকান থেকে সংসারের দরকারী জিনিস আনানো হ'তে লাগল। যে-সব অবিবাহিত লোক তাঁর আনন্দময় পরিবারের মধ্যে থাকবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে পরিবারভুক্ত করা হ'ল; এরা আহারের জন্যে বেশ ভালই টাকা দিত। আবার কেউ কেউ মাত্র রবিবারের খাবার টেবিলে হাজির থাকতে পেয়েই সন্তুষ্ট হ'ত; তার ওপর তাদের কাপড় কেচে ইস্ত্রি ক'রে দেওয়া হ'ত।

শ্রীমতী বিম্বিনা নিজে এই সব কাজ করতেন; কেননা তাঁর স্বামী বারো মাস তিরিশ দিন—সে রোদই হোক, আর জলই হোক—কাঠচেরাইয়ের কারখানায় দিনে দশ ঘণ্টা ক'রে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতেন। তিনি মাঝেসাঝে সামান্য যেটুকু সাহায্য করতে পারতেন, তা বাদে সংসারের সমস্ত খাটাখাটুনিই—তাঁকে এবং ছেলেদের করতে হ'ত। এবং বিম্বিনা ভালো ক'রেই জানতেন ছেলেদের দিয়ে কি ক'রে কাজ করাতে হয়।

"স্কুলের পর সোজা বাড়ি চ'লে আসবে, নইলে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে দেব।"

খুব রাগতভাবে এই রকম কড়া হুকুম দিলে ছেলেরা না মেনে পারে না। এই জন্যেই ছেলে দু'টি খুব ছোটবেলা থেকেই সুন্দর রুটি তৈরী করতে শিখেছিল—এটা নিশ্চয়ই খুব দরকারী শিক্ষা। তারা বাগানের কাজ ক'রত, কাঠ সংগ্রহ ক'রত ও বাড়্‌তি খাবার বেচত। মেয়েরা বাড়ির অফুরন্ত কাজকর্ম করত এবং তাদের কাছ থেকে ন্যায়ত যেটুকু আশা করা যায়, তার চেয়ে বেশীই ক'রত। কিন্তু উপায় কি? কাজ যে ছিল প্রচুর—যতকাল মানুষ গরীব থাকে, ততদিন তাকে এ-অসুবিধা ভোগ করতেই হয়।

কর্মব্যস্ত জীবনের উত্তেজনার মধ্যে এবং চাষীর ঘরের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্তহীন ভাবনায় প'ড়ে শ্রীমতী বিম্বিনা তাঁর ছেলেদের এত বেশী খাটাতেন যে, পরে তিনি তার জন্যে আপসোস করেছিলেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর ছেলেমেয়েরা সকলেই স্বেচ্ছায় কাজ করত—এ জিনিসটা সচরাচর কিন্তু ছেলেদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। অভাব-অনটনের দেশে কাজ করা কতখানি পণ্ডশ্রম, সেকথা মনে রাখবার মত তাদের বয়স হয়েছিল; আর সেইজন্যেই নতুন বসবাসের জায়গায় কাজ করা মাত্রই হাতে হাতে ফল পাওয়ায় তারা একরকম মেতে উঠেছিল। কত ফলের গাছ ছিল, যার থেকে তারা থলে-ভর্তি আপেল, কুল আর ন্যাসপাতি পাড়ত। খরগোসকে খাওয়াবার জন্যে তারা হৈ-হৈ ক'রে মাঠ-ভর্তি

বুনো গাছ কাটত। রাশিকৃত আবর্জনা থেকে তারা খালি বোতল সংগ্রহ ক'রে বিক্রি করত।

যা-কিছু সুযোগ আসত, তারই সদ্ব্যবহার করত তারা—প্রত্যেকেই পরিশ্রম করত যেন এক একটি ক্ষুদে সৈনিক। কিন্তু তাহ'লেও তারা অল্প বয়সী। তাদের মা যদি তাদের কাছ থেকে তাঁর আশা অনুযায়ী কাজ আদায় না করতেন এবং তারা কতখানি কাজ করতে পারে, সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে তিনি যদি ভুল করতেন, তাহ'লে তারা শিগ্‌গিরই তাদের নতুন প্রতিবেশীদের মতই কুঁড়ে হয়ে পড়ত।

মানুষের চরিত্র অনুযায়ী তাকে ছোট্ট একটি নাম দিতে ইতালীয়রা খুব ওস্তাদ। ওঁর ইতালীয় বন্ধুরাই ওঁর নাম দিয়েছিল "বিম্বিনা"—টাস্কানির লোকেরা "ব্যাম্বিনা" কথাটিকে একটু বেঁকিয়ে এই কথাটা ব্যবহার করে—এর অর্থ হচ্ছে "ছোট্ট মেয়ে"। তাঁর উজ্জ্বলতা, তাঁর জীবনের প্রতি প্রীতি, পদস্থ লোকেদের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ সহজ ব্যবহার এবং সামাজিক যে-কোনো ব্যাপারে তাঁর যোগ দেবার আগ্রহ—এ সমস্তই এই নামটির ভিতর দিয়ে নিখুঁতভাবে প্রকাশ পায়। আর এই জন্যেই ছোটদের সমাবেশে সব সময়েই তাঁর ডাক প'ড়ত।

সবশেষ আমি তাঁকে দেখি, তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁরই এক নাতির আসন্ন বিবাহ উপলক্ষ্যে একটি প্রীতিভোজের আসরে। বাগদত্তা মেয়েটির বাপের সুদৃশ্য বাড়িতে পুরো ইতালীয় প্রথায় এই প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল। ইতালীয়দের মধ্যে রেওয়াজ অনুযায়ী অতিথিরা সপরিবারে এসে হাজির হয়েছিলেন। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেবুড়ো—সবাই ঘরের চারদিকে ঘিরে চুপ ক'রে বসেছিল; মনে হচ্ছিল, তারা কি করবে সেটা কেউ তাদের ব'লে দেবে ব'লে তারা অপেক্ষা করছিল।

নিমন্ত্রিতেরা সেই বড় ঘরটির চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন—কি ঝকঝকে মেঝে, কি রকম দামী গৃহসজ্জা, চলচ্চিত্রের ক্যামেরা ও তার অভিজ্ঞ চালক; যত অতিথি, তার দ্বিগুণ খাবার-ভর্তি টেবিল এবং বাদকবৃন্দ! সকলেই ছোট ছোট দল বেঁধে চুপ ক'রে বসেছিলেন এবং বাদকেরা যখন তাদের যন্ত্রসঙ্গীতের মারফত সবাইকে নাচ, গান ও হাসিতে মেতে ওঠবার জন্যে স্বাগত জানাচ্ছিল, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিনীত হাসি হাসছিলেন।

যাঁরা শ্রীমতী বিম্বিনাকে জানতেন, তাঁরা মনে মনে অপেক্ষা করছিলেন,

কতক্ষণে তিনি একটা কিছু ক'রে পার্টিটাকে চালু করবেন। অবশ্য তাঁদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ঝিমিয়ে-পড়া নীরবতাতে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠে নিজেই বাজিয়ে দলের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং অল্প কথাবার্তার পরেই একখানি ইতালীয় প্রেমের গান গাইতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বুড়ো—সবাই তাঁর সঙ্গে ঐ গান গাইতে আরম্ভ ক'রেছিল এবং তিনি যখন তাঁরই এক ছেলেকে নিয়ে নাচতে লাগলেন, তখন আর কেউই না নেচে থাকতে পারল না। গুরুগম্ভীর মুখ নিমেষে বদলে গেল এবং রাত তিনটে পর্যন্ত আনন্দের স্রোত বইতে লাগল।

শ্রীমতী বিম্বিনার আনন্দোচ্ছল প্রকৃতি আমেরিকাতে একটি সতেজ চারা-গাছের মতই বিকশিত হয়ে উঠল। এর কারণ হচ্ছে:—আমেরিকাতে সব সময়েই কোন না কোন কাজ করতে পাওয়া যায় এবং এই অভিজ্ঞতা জনাকীর্ণ ইতালীতে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তাঁর সংসারের প্রয়োজনকে মেটাতে পারবে, এমন কাজ তিনি খুঁজেছিলেন; সেই কাজ যখন মিলল, তখন তাই হ'ল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস। তাঁকে ভালো রকম জানা হচ্ছে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। যে-গ্রামে তিনি একদিন অপরিচিতের মতো এসেছিলেন, মানুষের মূল্য সম্বন্ধে একটি সচেতনতা তিনিই প্রথম সেখানে জাগিয়ে তোলেন এবং এরই জন্যে এ গ্রাম তাঁকে বহু দিন মনে রাখবে।

পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম যুগের ব্যবসায়ীদের মতই কাঠ চেরাইয়ের কারখানার কর্মকর্তারা ছিল স্বাধীন প্রকৃতির; কিন্তু তাঁরা দেখেছিল যে, এই ভদ্রমহিলা শক্তির কাছে সহজে নতি স্বীকার করেন না। তারা কেবল গ্রীস এবং ইতালী থেকে আগত বিদেশী কর্মী নিয়োগ করত; শ্রীমতী বিম্বিনা হয়ে উঠেছিলেন এদের মা। তখনও দেশে কর্মিসংঘ বা ইউনিয়ন গ'ড়ে ওঠেনি ব'লে মালিকদের ছিল অসীম ক্ষমতা।

যখন শ্রীমতী বিম্বিনা শুনতেন যে, কোন কর্মীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি মাত্র একটি বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রতেন:—লোকটি কি পরিশ্রমী ছিল? তা যদি হ'ত, তিনি সোজা কাঠ-চেরাই কারখানার কর্মাধ্যক্ষের কাছে চলে যেতেন। আইন যার পক্ষে, সে যেমন ক'রে হাসে, তিনিও তেমনি হেসেই ইতালীয়, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষার জগাখিচুড়ীর সাহায্যে তাকে এমন সোজাসুজি আক্রমণ করতেন যে, তারই জোরে ভদ্রলোক কর্মীটিকে আবার

কাজ দিতে বাধ্য হ'ত।

হয়ত' বরখাস্ত করায় সত্যিই যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু তা হ'লে কি হয়? শ্রীমতী বিম্বিনার শক্তির গোপন উৎস ছিল তাঁর মনে, যে-মন অত্যন্ত সাধারণ আইন-কানুন দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। তিনি বিচার করতেন হৃদয় দিয়ে, তাঁর মন দিয়ে নয়। তিনি খুব শিগ্‌গির সমস্যার মূলে পৌঁছুতে পারতেন এবং এমন যুক্তি খাড়া করতেন, যার কোনো জবাব দেওয়া যায় না। "অনেক কাজ রয়েছে, আর লোকটি হচ্ছে একজন ভাল কর্মী। তার ওপর তার স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াতে হ'বে। তা হ'লে বলুন?"

যেখানেই তিনি যেতেন, যে-কোনও বিষয়ে যে-প্রশ্নই হোক না কেন, তাঁর সনির্বন্ধ উপস্থিতির এমনই একটি আবেদন ছিল, যাকে সহজে উপেক্ষা করা যেত না। খুব বেশী কথা তিনি জানতেন না, তাই তাঁর বক্তব্যও ছিল কম। তবে অপরে যেখানে সচরাচর বহু কথার ভীড়ে আসল বক্তব্যকে হারিয়ে ফেলে, উনি সেখানে অল্প কথার সাহায্যে সোজা মূল বিষয়ে এসে পৌঁছুতেন। "বাচ্চাদের খেতে দিতে হবে! তা'হলে বলুন?" প্রশ্নকারীকে যখন অনেক কথা ব'লেও জবাব দিতে পারা যাবে না, তখন প্রশ্নটা একটু কঠিনই বৈকি! তা' ছাড়া বেশীর ভাগ সময়েই প্রশ্নটির সঙ্গে দয়াধর্মের কথা জড়ানো থাকত।

কারখানার আকস্মিক দুর্ঘটনায় যখন তাঁর স্বামী মারা যান, তখন তিনি সরকারের কাছে খেসারত দাবি করেন। এর জন্যে মৃত্যুটা যে দুর্ঘটনার ফলেই হয়েছে, সেটি প্রমাণ করার দরকার ছিল। অনেক সময়ে যেমন হয়ে থাকে, তাঁর দাবিটা যে আইনসঙ্গত, এ সম্পর্কে সরকারকে সন্তুষ্ট করার মত বিবৃতি ডাক্তাররা দিতে পারেন নি। তাঁর দাবিকে পেশ করার জন্যে তিনি যে-সব উকীল নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় ক'রে বলে দিলেন যে, এ সম্বন্ধে কিছুই করা যাবে না। এই শুনে তিনি নিজেই রাজধানীতে চলে গিয়েছিলেন। একটি মাত্র যুক্তি সম্বল ক'রে এবং ভগবানে বিশ্বাস রেখে তিনি হাসিমুখে ওয়াশিংটন রাজ্যের শ্রমিক-বীমার অধিকর্তার আপিসে ঢুকেছিলেন।

"আমার স্বামী কাঠ-চেরাইয়ের কারখানায় দশ বছর ধ'রে কাজ করেছেন। তিনি জীবনে কখনও অসুস্থ হন নি। একদিন দু'টি মালগাড়ীর কামরার মাঝে প'ড়ে তাঁর বুকের হাড় গুঁড়িয়ে যায়। তিনি আর কাজ ক'রতে ফিরে যাননি। ছ'মাসের মধ্যে তিনি মারা যান। আমায় এবং আমার ছেলেপুলেদের কে খেতে দেবে?"

ভদ্রলোক জীবনে অনেক রকম অনুরোধ শুনেছেন। রাজ্যের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে তিনি বহু আইনজীবির বিরুদ্ধে গেছেন; কিন্তু তাঁকে কখনও এত সংক্ষিপ্ত, এমন নতুন এবং এ-রকম অকাট্য যুক্তির জবাব দিতে হয়নি। তাঁর নিয়মাবলীর বইয়ে এ ধরণের যুক্তির কোনো জবাব লেখা ছিল না। কাজেই তাঁকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করতে হয়েছিল এবং তিনি শ্রীমতী বিম্বিনার বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। তবেই বলুন?

আনন্দ এবং সামান্য গর্বের সঙ্গেই তিনি আফিস থেকে বেরোলেন। সেই সময় পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে তাঁর পাওনা টাকা তাঁর পকেট বইয়েই ছিল। বাড়ি ফিরে তিনি সেই টাকাকে তাঁর এক উকীলের নাকের ডগায় ধ'রে বলেছিলেন, "উঃ! আমার যদি আপনার মত বিদ্যা থাকত!"

কোন লোক কয়েক বছর স্কুলে পড়ার বিদ্যে থাকা সত্ত্বেও যদি কোন দরকারী কাজে সাফল্যলাভ করতে পারত না, তা' হ'লে তার প্রতি তাঁর নিয়মিত মন্তব্য হ'ত: "আমার যদি তোমার মত বিদ্যা থাকত!" অবশ্য এ-মন্তব্য তিনি সচরাচর করতেন তাঁর ছেলেদের সম্পর্কে।

তাঁর ছেলেদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় হাতে যখন একটু অবসর পেয়েছিলেন, তখন শ্রীমতী বিম্বিনা প্রথম স্কুলে গেলেন—তাঁর বয়স তখন পঁয়ষট্টি বছর। তাঁর ছেলেদের পাহাড়ের ওপরের চৌকো গাড়িটায় নিয়ে যাবার জন্যে পঁচিশ বছর আগে তিনি যে পথ ধরে হাঁটতেন, নতুন পোশাক প'রে, মাথার সাদা চুলগুলিকে পরিষ্কার ক'রে আঁচড়ে নিয়ে সেই পথ ধ'রে তিনি হেঁটে গিয়েছিলেন। একটু ইতস্ততঃ ক'রে, মনের মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাব নিয়ে তিনি স্কুলের দরজাটি পার হয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছিলেন।

শ্রীমতী বিম্বিনা লেখাপড়া শিখবেন। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং সংবিধান নিজে প'ড়ে দেখবেন। তারপর তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক রূপে গৃহীত হতে চাইবেন—পঁয়ষট্টি বছর বয়সে!

অভিজ্ঞতাটি যেমন নতুন, তেমনি যথেষ্টই সাহসের পরিচায়ক। কিন্তু খুশী মনেই তিনি একে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষককে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু করে নিয়েছিলেন এবং যা-কিছু শিখতেন, তা'তেই তাঁর অদ্ভুত আনন্দ হ'ত। ক্লাশের মধ্যে তিনি হাসির ঢেউ তুলেছিলেন। মাঝে মাঝে যে-সব পার্টি হ'ত, তাতে তিনি গান গাইতেন, কফি তৈরী করতেন এবং রুটি সেঁকতেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন। তিনি নিজে স্বাধীনতার

ঘোষণাপত্র এবং সংবিধান খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। তারপর যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছিলেন, তখন সেই ছোট্ট মানুষটির মনে কি গর্ব। এতবড় কাজটা দেরীতেই করেছিলেন বটে, কিন্তু এটা তাঁর জীবনে একটা মস্ত বড় জয়; তাই এতে তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। কেননা, কর্ম-জগতে যদিও তিনি একটা প্রচণ্ড আস্থা এবং সুনিপুণ দক্ষতা আনতে পেরে-ছিলেন, তবু শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর নিজেরই একটা সন্দেহ ছিল। অবশ্য শিক্ষিত লোকেরা বহু সময়ে তাঁকে নিরাশ করলেও শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। কাজেই যে স্বাস্থ্যময়ী কৃষক রমণীর শক্ত পুরু হাত কোনোদিন বই ধরেনি, তিনিই যে একদিন লেখাপড়া শিখতে পারবেন, এই তথ্যটি আবিষ্কার ক'রে তাঁর মনে খুশীর অবধি ছিল না।

ইংরেজী ভাষা পড়তে, লিখতে এবং বলতে পারার ওপর তাঁর যে বিশেষ শ্রদ্ধা, তার একটা সঙ্গত কারণ ছিল। তিনি দেখেছিলেন যে, তাঁর আশাআকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যমকে ঠিকমত রূপ দেবার ও ঠিকপথে চালিত করবার ক্ষমতা একমাত্র শিক্ষা থেকেই আসতে পারে। যতই দিন যেতে লাগল, ততই তিনি বেশী স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেলেন, শিক্ষা থাকলে তিনি আরও কত কি করতে পারতেন। এই একটি অভাব না থাকলে তাঁর জীবন পরিপূর্ণতায় ভ'রে উঠত।

কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও শ্রীমতী বিম্বিনার প্রভাব ছিল অসামান্য। সে প্রভাবের কথা সহজে বর্ণনা করা যায় না। তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে তিনি সাধারণের কাজে খুব ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু কখনও নেতৃত্ব করেন নি। তিনি কখনও লোকজন নিয়ে দল গড়বার চেষ্টা করেন নি; কেননা এ-রকম দল সম্বন্ধে তাঁর মনে কেমন একটা সন্দেহের ভাব ছিল। যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাদের বহু রকম ছোটখাট কাজ তিনি সাধ্যমত ক'রে দিতেন। গান, রান্না, অর্থ-সংগ্রহ —এ-সব কাজ তিনি আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে করতেন এবং তিনি নিজের হাতে নানারকমের জিনিস বানাতেন।

প্রধানতঃ তিনি ছিলেন মা; এবং ভাল মা হ'তে গিয়ে তিনি একজন ভাল নাগরিক না হ'য়ে পারেন নি। তাঁর ছেলেদের তিনি সব সময়েই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন, সব সময়েই ভালোভাবে খেতে দিতেন; তারা সব সময়েই তাঁর বশে থাকত এবং তাদের বয়স অনুযায়ী কাজ তিনি তাদের দিয়ে সব

সময়েই করিয়ে নিতেন। কানের পেছনের ময়লাকে ঢেকে রাখার মত বাহ্যিক চাকচিক্যকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। ছেলেদের চান করবার সময় তাদের অন্তর্বাস পরিষ্কার আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখতে দেখতে তিনি তাদের মনে করিয়ে দিতেন, কেউ জানেনা কে কখন পথে ঘোড়ার চাট খেয়ে প'ড়ে গিয়ে অচেনা লোক দিয়ে ওপরের কাপড় জামা খোলাতে বাধ্য হবে। এই ভীতিজনক সম্ভাবনাকে মনে রেখে তাঁর ছেলেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার জন্যে সাবান এবং বাথ টবের ব্যবহার শিখেছিল—এবং এটা নিশ্চয়ই একটা খুব দরকারী শিক্ষা।

তাঁর নিজের এবং বাড়ীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাধাসিধে ভাব দেখলেই বোঝা যেত যে, এ জিনিসটা যত্ন ও বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল। আমেরিকাতে সচরাচর এটা দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর বাগানটি সযত্নরক্ষিত—ফসলও ফলত' প্রচুর। এ থেকে বুঝতে কষ্ট হ'ত না যে, তিনি মাটী ও মাটীর ফসলকে ব্যবহার ক'রে শেষ করবার জন্যেই আমেরিকাতে আসেন নি, তিনি এসেছেন কাজ করতে এবং সেই কাজের ফল উপভোগ করতে। তাঁর ভাঁড়ারের তাক সব সময়েই ভর্তি থাকত; মনে হ'ত, হঠাৎ ভারী তুষার-পাতের ফলে যদি বাড়ির বাইরে বেরোতে পারা না যায়, সেই কথা মনে রেখেই এই ব্যবস্থা।

সব অবস্থার জন্যেই প্রস্তুত থাকা উচিত—এই ছিল তাঁর জ্ঞানের চাবিকাঠি। তিনি সব সময়েই যে-সব নিয়ম পালন ক'রে চলতেন, তার থেকেই তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত: অপব্যয় করা অন্যায়। নিজের শক্তি থাকতে অপরের ওপর নির্ভর করা অন্যায়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় না করা অন্যায়। অতিথি হঠাৎ এসে পড়লে রুটি এবং মদ দিতে না পারা অন্যায়। আর্তকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করা অন্যায়।

এই নিয়মাবলী মেনেই শ্রীমতী বিম্বিনা কাজ করতেন এবং সঞ্চয় করতেন। প্রতি বছর হেমন্তকালে তিনি ছুটি গাছের কুল থেকে আচার তৈরী করতেন তাঁর ছেলেপুলে, নাতিনাতনী এবং বন্ধুবান্ধবের জন্যে। তাঁর মৃত্যুর পর দেখতে পাওয়া গেল, তাঁর তাক সেরা মদে ভর্তি, যে-সব মদ তাঁর বন্ধু ও ছেলেরা তাঁকে উপহার দিয়েছিল। আর আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে যে-সব তোরঙ্গ তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে ঠাসা রয়েছে সুন্দর সুন্দর কাপড়, যা তিনি মারা যাবার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে নিজের

হাতে বুনেছিলেন।

এই রকম সহজ কাজ দিয়েই শ্রীমতী বিম্বিনা তাঁর প্রতিবেশীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর গ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রায় তাঁর যে কতখানি প্রভাব ছিল, তা যে-সব লোক তাঁর মৃতদেহকে সমাধিক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁদের সামাজিক মর্যাদার প্রতি নজর ক'রে দেখলেই বোঝা যায়। এই দলে ছিলেন—জো তিক্কানী ও গুইদো গিলোনি—এঁরা দু'জনেই বিদেশাগত কর্মী; তিরিশ বছর ধ'রে তিনি এঁদের নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়ে এঁদের মা হয়ে ছিলেন। আর ছিলেন হেনরী ম্যাক্‌ক্লিয়ারি কোম্পানীর তিনজন কর্মকর্তা—ডিউক শেরউড, পিট টাউনসেণ্ড এবং আর্নেস্ট টিপ্‌ল্। এবং ছিলেন ম্যাক্‌ক্লিয়ারি ভ্রাতৃবৃন্দের শেষ জীবিত ব্যক্তি, লেন্ ম্যাক্‌ক্লিয়ারি নিজে; এঁরাই এই শহরের পত্তন করেন এবং এঁদের নামেই শহর।

একজন কৃষকরমণী, যিনি তাঁর সন্তানদের আহার্যের সন্ধানে আমেরিকায় এসেছিলেন, তাঁরই স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এই ছয় ব্যক্তিকে আমি যখন তাঁর সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম, তখন হঠাৎ আমার মনে একটি অনুভূতি জেগে উঠেছিল; এই অনুভূতি খানিকক্ষণের জন্যে আমার ব্যক্তিগত দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। ঐ ছ'টি লোক ইতালী এবং আমেরিকার, শ্রমিক ও মালিকের প্রতিনিধি। আমেরিকার ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমি এই অনুভূতির কথা চিন্তা করেছিলুম, তখন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের এই কথাগুলি আমার মনে পড়েছিল :

"এখানে মাত্র একটি জাতি নয়, বহু জাতির মিলনোদ্ভূত একটি জাতি।"

এই কথাগুলি চিন্তা করবার সময় আমি মনের মধ্যে শুনতে পেয়েছিলুম, আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের ও আমার জানা সকল খাঁটী আমেরিকানের কণ্ঠস্বর; এবং কিছুক্ষণের জন্যে আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে, আমার মায়ের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হচ্ছে।

লিওনার্ডো

সান মার্কো লা কাটোলা নামে উক্ত পার্বত্য শহরটি দক্ষিণপূর্ব ইতালীর ফোগিয়া রাজ্যে অবস্থিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বাতাস ও বৃষ্টি এই শহরের ওপরের দিকের মাটী ধুয়ে আর উড়িয়ে নীচের উপত্যকায় এনে জমা করেছে। এরই ফলে পাহাড়ের ওপরের চাষীদের ছোট ছোট জমিগুলো হয়ে পড়েছিল পাথুরে আর নেড়া। শত শত বছর জল এবং সার না দিয়ে চাষ করার দরুণ গ্রামের চারদিকের জমিগুলি এমনই অনুর্বর হয়ে পড়েছিল যে, এই জমি থেকে উৎপন্ন সামান্য ফসলের উপর নির্ভর করা গৃহস্থদের পক্ষে দায় হয়ে উঠেছিল।

এই সান মার্কো শহরে প্যাট্রিচেলী পরিবারের বাস ছিল। এই পরিবারটিতে ছিল পাঁচটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে লিওনার্ডোই সবচেয়ে ছোট। যখন সে সৈন্যবিভাগে তার শিক্ষা শেষ করতে ব্যস্ত ছিল, তখন তার দাদারা দেশ ছেড়ে চ'লে গেলেন। একজন গেলেন দক্ষিণ আমেরিকায়, আর তিন জন যুক্তরাষ্ট্রে। সকলেই ভেবেছিল, লিওনার্ডো তার বাপ-মা এবং বোনকে নিয়ে দেশেই থাকবে। চারটি ছেলেই বাঁধা মাইনের চাকরী পেয়ে গেছে। কাজেই তাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে প্যাট্রিচেলী পরিবারের বাকী ক'জন সান মার্কোতে থেকেও বেশ ভালো ভাবেই দিন কাটাতে পারত।

সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে লিওনার্ডো তাদের নিজেদের খামারে কাজ করতে আরম্ভ করল। লিওনার্ডো দেখতে যেমন সুপুরুষ যুবক, তেমনি লম্বা ও শক্তিশালী; কাজকে সে ভয় করত না; সে ছিল খুব হাসিখুশী, অনুসন্ধিৎসু এবং বুদ্ধিদীপ্ত। ছাড়া ছাড়া ভাবে সে সতেরো মাস স্কুলের পড়া পড়েছিল; অবশ্য এর মধ্যে বেশীর ভাগই শীতকালে; কেননা এই সময়টা ক্ষেতের কাজে তার মত ছোট ছেলের দরকার হ'ত না। লেখাপড়ার প্রতি তার ঝোঁক ছিল—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঝোঁক বেড়েই চলেছিল।

চার বছর সে তার বাবার সঙ্গে খেটেছিল। আমেরিকা থেকে তার

দাদারা যে টাকা পাঠাত, তাই দিয়ে তারা একটি ছোট্ট জমিও কিনেছিল। নিজেদের জমির ফসল থেকেই তাদের রুটি তৈরী হ'ত এবং তাদের গাছের আঙুর থেকেই হ'ত মদ। খাবার জিনিস প্রচুর জন্মাত; সময় সময় যা বাড়তি হ'ত, তা বাজারে বিক্রী করা হ'ত। এমন কি, ওরা একখানা খবরের কাগজও *কিনত—এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের ইতালীয় সমাজতন্ত্রী দলের নেতা, বিখ্যাত লেখক ও আইনজীবি ফিলিপ্পো টুরাটি যে-কাগজখানির প্রতিষ্ঠাতা ও মুদ্রাকর ছিলেন, সেই "লা ক্রিটিকা সোস্তালে" নামে কাগজখানা।

যে-সব যুবকের দেখবার মত চোখ আছে এবং যা দেখে, সে-সম্বন্ধে ভাববার মত মন আছে, তারা এমন একজন লোকের সন্ধান করে, যিনি তাদের স্বপ্নকে ভাষা দিতে পারেন, তাদের জীবনকে ঠিক পথে চালাবার নির্দেশ দিতে পারেন। লিওনার্ডো প্যাট্রিচেলী এই উদ্দেশ্যে নিজের জন্যে ফিলিপ্পো টুরাটিকে নির্বাচিত করেছিল। টুরাটিই তাকে সান মার্কো লা কাটোলার ফাঁদে না প'ড়ে আমেরিকাতে যাবার জন্যে প্রথম পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কেবল খাদ্যসমস্যার সমাধান করবার জন্যেই লিওনার্ডো আমেরিকাতে যায়নি—যখন সে আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়েছিল, তখনও আহারের সন্ধান তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তার ভাইয়েরা আমেরিকা থেকে যে সাহায্য পাঠাত, তার ওপর অনায়াসে নির্ভর ক'রে থাকা যেত। অন্ততঃ তার অবস্থায় অন্য যে-কোনো কৃষক পরমানন্দে সান মার্কোতেই নিজের জীবন কাটিয়ে দিত। কিন্তু লিওনার্ডোর অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তাদের নিজেদের জমিতে এবং নীচের উপত্যকার ধনী ভূস্বামীদের হয়ে তার বাপের সঙ্গে কাজ করতে করতে সে ক্রমেই বুঝতে পেরেছিল যে, ওখানে সে বৃথাই পরিশ্রম করছে। ওর ভাইয়েরা অনাহার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বাড়ি ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল; আবার তাদের সাহায্য পেয়েই পরিবারের বাকী লোকদের ভরণপোষণ চলছিল। প্রতিদিন বহুক্ষণ ধ'রে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও তাকে ভাইয়েদের বদান্যতার ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে হ'ত; অথচ তখন তার বয়েস কুড়ি বছর এবং সে সৈন্যদলে কাজ করে এসেছে।

লিওনার্ডো দেখতে পেল যে, অন্য কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই কোন লেখাপড়া জানত না; কিংবা মাত্র দেনার খাতায় নিজেদের নামটুকু সই করতে জানত। শীতকালের পক্ষে তাদের কাপড় চোপড় সামান্যই ছিল; বাড়িঘরদোর জরাজীর্ণ—শীতের হাত

থেকে বাঁচবার কোনো উপায় নেই। খাওয়াও একঘেয়ে। সাবান-জলের ব্যবহার করতে পেত বৎসরান্তে। চিকিৎসা করাবার কোনো সামর্থ্য ছিল না; কঠিন অসুখ হ'লে মৃত্যু ছিল অবধারিত।

সে দেখল, ওখানে পরিশ্রম ক'রে যুদ্ধ করা নিরর্থক। ওখানে বড়লোকদের অপ্রতিহত ক্ষমতা; আর গরীবের দল কিছুই গায়ে মাখে না; কেননা তারা অশিক্ষিত এবং তাদের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা নেই। সে বেশ বুঝতে পেরেছিল যে, আমেরিকা সম্বন্ধে সে যা শুনেছে, ঠিক সেইরকমভাবে সমাজটাকে পুরোপুরি নতুন ক'রে গড়তে হবে; তবেই সে যে-জগতে বেঁচে থেকে তার ছেলেপুলেদের মানুষ করতে চায়, সেই জগতের সৃষ্টি হবে। এ খালি দু'মুঠো খেতে পাওয়ার প্রশ্ন নয়। বহু কৃষকই ত' দুঃখের অন্ন খেয়ে বেঁচে থেকেছে; তার নিজের খাদ্য ত' তার কাছে বিস্বাদ ঠেকতই। যেখানেই সে যাক না কেন, সহজেই সফল হবে, এ আশা সে করেনি; তবে তার পরিশ্রমের যথার্থ ফলটা কি হয়, তা সে যাচাই ক'রে দেখতে চেয়েছিল।

টুরাটি তাকে যে-সামাজিক আদর্শের কথা বলেছিলেন, তার তুলনা নেই। প্রতিটি কৃষক পাবে তার চাষের জমি। বড় লোকই হোক, আর গরীবই হোক, সকলের জন্যেই হবে শিক্ষার ব্যবস্থা। গরীবদের ওপর বড়লোকদের যে মারাত্মক আধিপত্য, তা ভাঙতেই হবে।

টুরাটির স্বপ্ন একদিন না একদিন সত্যে পরিণত হবে, লিওনার্ডোর এ-বিশ্বাস ছিল। অবশ্য এর জন্যে সময় এবং শ্রম—দুইই লাগবে এবং এর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যে বহু প্রাণকেই বলি হ'তে হবে। খালি নিজের জন্যে হ'লে সে সান মার্কোতেই থেকে যেত। কেননা, বয়েস হয়ে যাওয়ার দরুণ নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় তার নিজের ব্যক্তিগত কোনো লাভ হবে না, এ-কথা সে বেশ জানত। সে এমন লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিল, যা তাকে টুরাটির মত কাজে সারা জীবন কাটিয়ে দেবার উপযুক্ত করে তুলতে পারে। এ শিক্ষা পাবার সুযোগ তার হয়নি; কিন্তু তার ত' ছেলেপুলে হবে—এবং এই ছেলেপুলের ভিতর দিয়েই বাপের স্বপ্ন সফল হবে।

তার ভবিষ্যতের ছেলেপুলের কথা ভেবেই সে তার মা-বাপ ও সান মার্কোকে ছেড়ে তার দাদাদের মতো আমেরিকা যেতে মনস্থ করেছিল। সিদ্ধান্তটা খুবই কঠিন—কেননা সে জানত, তার বাপ-মাকে সে চিরকালের জন্যে ছেড়ে যাচ্ছে। পুরানো জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে সে নতুন জগতে নতুন ক'রে

বাসা বাঁধতে যাচ্ছে—এখানে তার ছেলেরা জীবনের শুরুতেই পরাজয়ের অভিশাপ বরণ না ক'রে পরিশ্রম ক'রে বেঁচে থাকতে পারবে।

আরও একটি কারণে সে চলে যাবার সিদ্ধান্ত করেছিল। ওদের শহরের একটি লোক এবং তার ন'টি ছেলের মধ্যে একটি ছেলে একটা খামারের একটি ছোট্ট জন্তু চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল; তাদের হয়ে টুরাটি যে-কথা বলেছিলেন, তা সে শুনেছিল।

বিচারককে টুরাটি বলেছিলেন, "এই লোকগুলি অপরাধী। চুরি সংক্রান্ত আইন এরা ভঙ্গ করেছে। জন্তুটাকে চুরি ক'রে তার গলা কেটেছে এবং বাড়ীতে এনে খেয়ে ফেলবার আগেই তারা ধরা পড়েছে। এই কাজের জন্যে তারা যে কৈফিয়ত দিচ্ছে, তাকে এক কথায় বলা যায়: ক্ষুধা। এই একটি মাত্র জিনিসের ছাপই দেহে চরিত্রে রয়েছে। বাপ-বেচারার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখুন—ফেটে, জীর্ণ হয়ে, বেঁকেচুরে যেন একটা কোদালের হাতল হয়ে পড়েছে। বয়েসের চেয়ে কাজের চাপে তার শরীরটা বেঁকে গেছে। ছেলেটার দিকে তাকান; দেখতে পাবেন, আঠারো বছরের যুবকের ধ্বংসাবশেষ। ওর চোখে আর গাল-তোবড়ানো মুখে পাপের চেয়ে ক্ষুধার চিহ্নই বেশী করে ফুটে উঠেছে। ওদের সাজা দিয়ে আমরা জেলে পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমরাই সেই রাজশক্তি, যারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছি, যার ফলে বাপ-ছেলেতে মিলে একসঙ্গে চুরি করতে বাধ্য হয়েছে।..."

টুরাটির শেষের কথা ক'টি লিওনার্ডোর মনে গভীরভাবে বসে গিয়েছিল; কথাগুলিকে সে কখনও ভুলতে পারেনি। আমেরিকাতে একজন বিদেশীর পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা খুবই শক্ত, এ-কথা সে জানত; কিন্তু এ-ও সে জানত যে, ওখানে উন্নতি করা সম্ভব। কাজেই যে-জগৎ একটি ভাল ছেলেকে চোর তৈরী করে, তার থেকে যে-জগৎ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেয়, সেই জগৎকেই লিওনার্ডো বেছে নিয়েছিল। তাই গিওভ্যানিনা নামে যে-যুবতীটিকে সে বরাবর ভালবেসে এসেছে, তাকেই ১৯০৭ সালে বিয়ে করবার দু' হপ্তা বাদেই সে আমেরিকা যাত্রা করেছিল।

চিকাগোতে এসে সে তার শ্বশুর এবং দাদাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই লিওনার্ডো একখানি চিঠি পেল। তাতে লেখা ছিল: "দেখ, হয়ত' আমার ভুলই হচ্ছে। তবু আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমার ছেলেপুলে হবে। ইতি—তোমার ভালবাসার গিওভ্যানিনা।"

'ভুল হ'তে পারে!' বলে কি? 'ভুল হ'তে পারে!'—নিশ্চয়ই একটি ছেলে হবে।

এই ধরণের বিশ্বাস ছিল তার প্রতিটি কাজেই। এ-রকম লোক জীবনে সাফল্যলাভ করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে; কিন্তু এরা যে বিশেষ শক্তিমান, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নিজের জন্মভূমি থেকে যে কখনও তিরিশ মাইলের চেয়ে বেশী দূরে যায়নি, এমন একটি চব্বিশ বছর বয়সের যুবকের কাছে সান মার্কো থেকে চিকাগোর দূরত্ব আদৌ অস্বাভাবিক ঠেকেনি। সে চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিল, শস্য, গরু-ভেড়া-শুয়ারের পাল, বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র, নদী, হ্রদ। সে মিসিসিপি অববাহিকার মাটির উর্বরতা বেশ ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছিল। তাই সে গিওভ্যানিনাকে লিখেছিল, "আমেরিকাতে জল ও জমি—দুই-ই আছে; এর বেশী আর কি চাই?" ভালো মাটি; ভালো বীজ। কাজেই এর পরের জিনিসটা নিশ্চয়ই আসবে।

কিন্তু লিওনার্ডো কৃষক হ'তে চায়নি। সে তার ছোট্ট বাগানটিকে প্রাণপণ যত্নে গ'ড়ে তুলেই সন্তুষ্ট ছিল। ঠিক দশটি বছর বাদে একদিন এই জল ও জমি এমন ক'রে তাকে প্রায় পর্যুদস্ত ক'রে ফেলেছিল যে, সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল তার অভিসম্পাতবাণীতে কেঁপে উঠেছিল।

তার ছিল শক্তিশালী ঋজু চেহারা; সুন্দর মাথাটি কালো চুলে ভর্তি। সে তার শ্বশুর ও ভাইদের সঙ্গে কাজে লেগে গেল। চিকাগো শহরের রাস্তাঘাট তৈরী করবার সব রকম যোগ্যতাই তার ছিল; যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবার মত গায়ের জোর এবং পায়ের দৃঢ়তা দুইই। কাজ করবার কৌশল সে সহজেই আয়ত্ত ক'রে নিয়েছিল; আর বাকী যা-কিছু দরকার, সে, তার নিজেরই ছিল—শক্তি, স্বাস্থ্য ও কাজের প্রতি অনুরাগ।

যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যবহার সে ভালো রকমই শিখেছিল। পরিকল্পনা এবং চিন্তার যা-কিছু, তা' করতেন ইঞ্জিনীয়ারেরা। আর বাকীটা করত লিওনার্ডো তার সুদক্ষ দু'টি হাতের সাহায্যে। দিনের শেষে মিলত খাদ্য ও বিশ্রাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের খাতায় কিছু জমাও প'ড়ত।

সিমেন্টের কাজ কিন্তু একটু ভিন্ন ধরণের। এর দিকে তাকালেই ক্লান্তি আসে; আর ভারী রবারের জুতো প'রে এর ভেতরে হাঁটা আরও ক্লান্তিকর। সিমেন্টভরা কোনো জিনিস দেখলেই মনে হয়, সেটা যেন মাটির সঙ্গে চেন দিয়ে

কাটা। সিমেন্ট মিশানো ভিজে কংক্রীটের মিশ্রনের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রচণ্ড। তাড়াতাড়ি না বিছিয়ে অল্প সময়ের জন্যেও যদি ফেলে রেখে দেওয়া হয়, তা হ'লে তা নিমিষে জমে শক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু সিমেন্ট দিয়ে কাজ করারও বিশেষ পদ্ধতি আছে এবং লিওনার্ডো তা শিখে নিয়েছিল। এবং তার পরেই ১৯০৭ সালের জুলাই থেকে ১৯০৯ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত আঠারো মাস ধ'রে সে চিকাগো শহরের রাস্তা তৈরীর কাজে নিযুক্ত ছিল। বৃষ্টিবাদলার জন্যে কয়েক সপ্তাহ নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা ছাড়া সে সপ্তাহে ছ'দিন এবং প্রায়ই রবিবারেও দিন দশ ঘণ্টা ক'রে পরিশ্রম ক'রত অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে।

তারপর ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে সমস্ত কাজ থামিয়ে দেওয়া হ'ল প্রচণ্ড শীতের জন্যে। লোকেদের বলা হ'ল, দু'তিন মাস তাদের কোনো কাজ নেই। লিওনার্ডো শেষবারের মত তার বাপ-মাকে দেখতে যেতে চেয়েছিল —বোধ করি, ঐ সঙ্গে তাঁদের ছোট্ট জমিটুকু এবং বাড়ীটাকেও ঠিকঠাক ক'রে দেবার ইচ্ছাও ছিল। তার আমেরিকার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে সান মার্কোকে শেষবারের মত দেখবার বাসনাও ছিল তার মনে। ইতালীতে গিয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে আসবার জন্যে সে মনস্থ করেছিল। ঠিক করেছিল যে, সে তার ছেলের প্রথম জন্মবার্ষিকী নাগাদ সান মার্কোতে পৌছুবে।

সান মার্কোতে ফিরে সে বেশ ভালো ক'রে বুঝতে পেরেছিল যে, আমেরিকাতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত ক'রে সে বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছে। আমেরিকা সম্বন্ধে তখন আর তার কোনো ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। চিকাগোতে আঠারো মাস ধ'রে যে কঠিন পরিশ্রম করেছিল, সে-রকম পরিশ্রম সম্ভবতঃ সে আগে কখনও করেনি। কিন্তু সেখান থেকে সে ফিরেছে পকেট-ভর্তি টাকা নিয়ে এবং সঙ্গে ভালো ভালো কাপড় জামা নিয়ে। মাসের পর মাস, নিয়মিতভাবে কোনো রকম বাকবিতণ্ডা না ক'রে সে বেশ ভালো মাইনে পেয়ে এসেছে। তা ছাড়া সে যে ক্রমেই উন্নতি করছে, এই নতুন অনুভূতি তার মধ্যে জেগেছিল। চিকাগোতে সে দেখেছে, তারই মত সামান্য লেখাপড়া শিখে বহু ইতালীয়ান ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে এবং নির্মাণ-ব্যবসায়ে অনেক এগিয়ে গেছে। তার নিজের যদিও বিশেষ কোনো উচ্চাশা ছিল না, তবু যা সে দেখেছে, তাই তাকে উৎসাহিত ক'রে তুলেছিল। সে ছ' থেকে আঠারো বছর বয়েসের ছেলের দলকে বেশ ভালো খেয়ে প'রে, বই এবং খাবারের কৌটো

হাতে নিয়ে খুশী মনে স্কুলে যেতে দেখেছে। এই দৃশ্যটিই সব চেয়ে বেশী ক'রে তার মনকে মাতিয়ে তুলেছিল।

আমেরিকাতে এ-জিনিস দেখবার পর লিওনার্ডোর চোখে সান মার্কোকে আরও খারাপ ঠেকেছিল। সান মার্কোর অসীম দারিদ্র্য থেকে ওখানে বেঁচে থাকাটাই তার চোখে সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে হয়েছিল।—আমেরিকার অভিজ্ঞতা না থাকলে সে এটা দেখতে পেত না।

দশ মাস পরে লিওনার্ডো তার স্ত্রী গিওভ্যানিনা এবং দুই ছেলেকে নিয়ে সান মার্কো ত্যাগ ক'রে ওয়াশিংটনের সিয়াট্লের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। সিয়াট্ল সম্বন্ধে তাদের বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না; মাত্র এটুকু জানত যে, প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর ওটি একটি ক্রমবর্ধমান বন্দর। লিওনার্ডো শুনেছিল যে, ওখানে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর ধ'রে এক নাগাড়ে কাজ হবে। এবং এই প্রতিশ্রুতিটাই তার কাছে আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজেই ১৯১০ সালের শরৎ সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা তৈরীর কাজে শ্রমিকের জীবন শুরু করবার জন্যে সে সপরিবারে সিয়াট্লে এসে হাজির হয়েছিল।

সেটা ছিল একটা ঠাণ্ডা বাদলার দিন। লিওনার্ডো যখন কাজ থেকে বাড়ী ফিরল, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে সে রান্নাঘরে ঢুকে কাঠ এবং কয়লার বড় উনুনটার কাছ-ঘেঁষে দাঁড়াল; আর হাত দুটোকে বাড়িয়ে দিল নিজের গাটাকে একটু গরম ক'রে নেবার জন্যে।

"গিওভ্যানিনা, এ বাটিটাতে কি রয়েছে?"

রাত্রির খাবার গোছাতে গোছাতে লিওনার্ডোর স্ত্রী উনুনের দিকে তাকাল।

"ওতে মিচেলের সজী রয়েছে।"

"আর এই প্যানে?"

"অ্যান্টোনিওর জন্যে মাংস।"

"আর এই ক্ষুদে প্যানটা?—এতে কি?

"আলফ্রেডোর খাবার জন্যে চাট্নি।"

"আর এতে কি রয়েছে?"

"মেটোর জন্যে বীণ সেদ্ধ।"

"আর এই চামড়া-চামড়া তরকারীটা?—ঠিক যেন অ্যাঞ্জিয়ার মুখ!"

"ওটা মাংস—অ্যাঞ্জিয়ারই জন্যে। কিন্তু এই তাড়াহুড়োর সময়ে তুমি আর আমাকে বকিও না। তুমি জিজ্ঞেস করবার আগেই আর কি কি হয়েছে

ব'লে দিচ্ছি—তাতে সময় বাঁচবে। আরও তিনটে বাটি রয়েছে : এইটেতে প্যাস্কেলের জন্যে আর এক ধরণের মাংস ; ঐটেতে গিসেপ্পিনোর জন্যে সজী দেওয়া মাংস ; আর ঐ ভাঙা-হাতলওলা জায়গাটাতে কন্স্ট্যান্সোর জন্যে একটা বিশেষ ধরনের তরকারী। আর আমাদের নিজেদের জন্যে তোমার পছন্দমত খুব কম মাংস আর বেশী সজী দিয়ে একটা তরকারী করেছি। এখন শুনলে ত' সব ? আজকের রাত্তির জন্যে তোমার এই অপদার্থ স্ত্রীটিকে মোট ন' রকম রান্না রাঁধতে হয়েছে। এখন লক্ষ্মীটি, আমাকে একটু কাঠ এনে দাও তো। তোমার যখনই খুশী হবে, তখনই এই খাবারের তালিকাটি তোমার কাছে আওড়াবার ফরমাস না ক'রে আমার এই ছোট্ট মাথাটির মধ্যেই ওটাকে থাকতে দিলে কি ভালো হয় না ?"

"যথা আজ্ঞা, দেবী ! তোমার হয়ে আমিই উনুনে কাঠ ভ'রে দেব। কিন্তু সোনামণি, মনে রেখো : এই লোকগুলিকে খাওয়াবার ভার তুমি নিজেই নিয়েছিলে। যেদিনই এদের তাড়াতে চাও, খালি মুখের কথাটি খসিয়ে আমাকে বোলো।" হাসতে হাসতে স্ত্রীকে এই খোঁচাটুকু দিয়ে সে কাঠ আনতে চলে গেল।

যথার্থই, এ জিনিসটা গিওভ্যানিনার ইচ্ছেতেই হয়েছিল। লিওনার্ডো নিয়মিতই কাজ করছিল ; কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার দিনে সাধারণ শ্রমিকের মাইনে খুব বেশী ছিল না। চাষীর ঘরেব অল্প বয়সী মায়েদের সমস্ত গুণই গিওভ্যানিনার ছিল। সে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, রান্নার কাজে পাকা, সংসার চালনায় দক্ষ এবং ভাল সেলাইয়ের কাজ-জানা লোক। লিওনার্ডোর উপার্জনে ওদের ছোট্ট পরিবারটির ভালোভাবেই চলে যেত। কিন্তু তা' থেকে কোনো রকম টাকা জমানো চলত না। অথচ ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়েছিল। ছেলেপুলে ও সান্ মার্কোর আত্মীয়স্বজনের চিন্তা ছাড়াও বড়ো হবার স্বপ্ন ছিল তাদের মনে। নিজের স্বামী ও দুটি বাচ্চাকে দেখাশুনা ক'রেও গিওভ্যানিনা মনে ক'রত, তার আরও কাজ করবার ক্ষমতা আছে এবং সেই জন্যে যেটা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত, সেই কাজ সে করবে ব'লে মনস্থ করেছিল। "বাড়ীর সকলের জন্যে যখন রাঁধতেই হয়, তখন চারজনের জন্যে রাঁধা যা, আটজনের জন্যেও তাই।" ব্যাপারটা তখন ঐরকম সোজাই মনে হয়েছিল।

লিওনার্ডো বাইরের লোককে বাড়ীতে স্থান দিতে চায়নি। ওতে বাড়ীর মধ্যে তার নিজের সংসারটিতে নিত্য বিরোধের সৃষ্টি হ'ত। তারা প্রায়ই

অশিষ্ট এবং অভদ্র আচরণ করত। তা' ছাড়া গৃহকর্ত্রী স্বেচ্ছায় তাদের অনেক কাজ ক'রে দিত ব'লে তারা তার ওপর খুব বেশী কাজ চাপাত।

নিজেদের দেশে লোকেরা সাদাসাটা একঘেয়ে খেয়েই বেঁচে থাকত। কিন্তু প্রাচুর্যের দেশে যা খেতে ইচ্ছে করে, তাই যথেষ্ট পাওয়া যায় ব'লে লোকগুলিকে খুশি করা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিটি লোক রোজ রোজ নতুন নতুন খাবার তৈরীর ফরমাস করত। চুক্তি হয়েছিল যে, বাইরের যারা থাকবে, তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের বাজার করে আনবে; এবং তাদের রান্না ক'রে দেওয়া ও কাপড় কেচে দেওয়ার জন্যে গৃহকর্ত্রীকে প্রত্যেক মাসে সাড়ে তিন ডলার ক'রে দিতে হবে। এ ব্যবস্থাটি খুবই গোলমেলে। লোকগুলো ভেবেও দেখতনা, তারা রাঁধুনীর ওপর কি দারুণ অত্যাচার করে; কেননা, ঐ মুখবোজা ভদ্রমহিলার কাছ থেকে তারা অনেক কিছু আশা করতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

গিওভ্যানিনা আটজন লোকের রান্না করত এবং তাদের কাপড় কাচত। তাদের প্রত্যেকের খাবার রাখবার জন্যে আলাদা আলাদা তাক ছিল। প্রত্যেকের যা যা দরকার, তার একটা ফর্দ রোজ তাকে তৈরী করতে হ'ত এবং যে যা খাবার ফরমাস দেবে, তাকে সেইমত কি বাজার আনতে হবে, তাও ব'লে দিতে হ'ত। প্রতি সন্ধ্যায় তাকে নিজেদের ছাড়াও আটজনের আট রকম রান্না রাঁধতে হ'ত। এবং এর বদলে ওরা মাসে পেত মাত্র আটাশটি ডলার!

এই ধরনের ব্যবস্থায় যে এই রকম অসুবিধা হবে এবং তার স্ত্রীর ওপর অন্যায় জুলুম হবে, এ-কথা লিওনার্ডো আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু নিজের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে খুব সদিচ্ছার সঙ্গেই তার স্ত্রী বলেছিল যে, সে সহজেই ঝক্কিটা সামলে নেবে। অবশ্য লিওনার্ডোও তাদের ভবিষ্যতের বহু পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্যে ব্যাঙ্কে একটি তহবিল খোলবার জন্যে খুবই উৎসুক হয়ে পড়েছিল। সেই জন্যে ওরা তিনটি অতিথিকে নিতে রাজী হয়েছিল। ক্রমেই সংখ্যাটি বেড়ে প্রথমে চার, পরে পাঁচ, তার পরে ছয় এবং শেষ পর্যন্ত আটে গিয়ে উঠেছিল। দু'বছর গিওভ্যানিনা কোনো রকম অভিযোগ না ক'রে কাজ ক'রে গিয়েছিল। এই দুটো বছর ওর খুব কষ্টে কেটেছে; কিন্তু তার বদলে ও ছ'শো ডলার জমাতে পেরেছিল।

একদিন রাত্রে যখন লোকজনেরা চ'লে গিয়েছিল এবং ছেলেরা শুতে গিয়েছিল, তখন ওরা রান্নাঘরের টেবিলের দু'ধারে মুখোমুখি বসেছিল। বাড়ী যখন নিস্তব্ধ, সেই সময় ওরা ঐখানে জানলার ধারটিতে ব'সে দু'জনে মিলে সাংসারিক কথাবার্তা কইত।

"কাল সন্ধ্যায় প্রত্যেকের পাতে কি কি তরকারী থাকবে, তাও জানতে চাও নাকি? জেনে রাখ, এরই মধ্যে ওদের হুকুম আমি পেয়ে গেছি", গিয়োভ্যানিনা বললে।

"গিয়োভ্যানিনা, তুমি জান, আমার কোন অভিযোগ নেই। তুমি অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছ এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছ। আমারই অন্যায় যে, এক বছর আগে তুমি যখন আবার সন্তানসম্ভবা হ'লে, তখন আমি ওদের যেতে বলিনি। কাল সন্ধ্যে বেলায় আমি ওদের বলে দেব, এই মাসের শেষেই ওরা যেন অন্যত্র খাবার বন্দোবস্ত করে। ওরা অবশ্য অনেক কাকুতি মিনতি করবে; চাই কি, টাকার অঙ্কটাও বাড়িয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু আমাদের শক্ত হ'তেই হবে। আসচে মাসের পয়লা এই টেবিলে কেবল তুমি, আমি, আর আমাদের ছেলেরা বসব।"

"তারপর? আমি খালি রোদ পোয়াব, আর মোটা হব? কেমন?"

"আমেরিকাতে কিছু বাড়তি টাকা রোজগার করবার আরও অনেক সুন্দর সুন্দর উপায় আছে।"

"লিওনার্ডো, তুমি বলতে চাইছ যে, তোমার মাথায় কোনো একটা মতলব আছে? ঠিক বলেছি না?"

"ঠিক তা নয়। তবে ডে স্ট্রীটের ভেতরে একখানা বাড়ী আছে, যার সঙ্গে খানিকটা জমি, আর একটা খামার রয়েছে।......"

"ও-বাড়ীটার কথা আমি সব জানি। এ-ও জানি যে, তুমি ঐ বাড়ীটা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছ। ওর ভাড়া খুব বেশী নয়। আমরা কয়েকটা জীবজন্তু পুষব, আর খুরপী-খোন্তা নিয়ে ফের বাগানের কাজ শুরু করে দেব। কেমন? এই তো তোমার মতলব?"

"প্রায় তাই। জমিটা খুব উর্বর—চার ফুট উঁচু ঘাস জন্মায়। ভাবছিলুম, একটা গরু, কয়েকটা খরগোস, আর যদি হয় ত' একটা ছাগলও পুষব। তা হ'লে আমরা দুধ বিক্রি করতে পারব। বসন্তকালে আর গরমের সময় খুব সকালে আর কাজের পর বাড়ীতে ফিরে আমি জমির কাজ করব। তা হ'লে

ফল বা আনাজপাতিও আমরা বেচতে পারব। কয়েক বছর বাদে ছেলেরাও আমাদের সাহায্য করবে। কি বল?"

"লিওনার্ডো, তুমি জান, কাজকে আমি ভয় খাই না। খানিকটা জমি থাকার মতলবটা ভালো। যতটা পারি, বাগানের কাজ করতে আমার আনন্দই হবে। কিন্তু গরু! ওরে বাবা! গরু সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এ-সব জিনিস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তুমি জান, মাত্র একটি প্রাণী সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে; সে হচ্ছে গাধা। কিন্তু গরু, দুধ, পনীর —এ-সব জিনিসের আমরা কি জানি?"

"যা জানিনা, তা শিখে নিতে পারি। আমি ত' এরই মধ্যে একটা গাইয়ের জন্যে বলেছি। একটা ভলো গাই কিনতে প্রায় একশো ডলার খরচ পড়বে। রোজ সে অনেকটা ক'রে দুধ দেবে। আর প্রায় আঠারো মাস অন্তর তার একটা ক'রে বাচ্ছা হবে। ঘাসের জন্যে ত' কোন খরচই নেই। গিওভ্যানিনা, এই উপায়ে আমরা কিছু টাকা জমাতে পারব।"

"জমি থেকে টাকা হবে, সে আমি জানি। আর বাগানের কাজ যে আমি যথাসাধ্য করব, সেটুকু তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পার। কিন্তু ভাবনা আমার ঐ গাইটাকে নিয়ে। একশো ডলার কিছু কম নয়। আচ্ছা, নতুন বাড়ীতে আমরা কবে যাচ্ছি?"

"হয়ত' আসচে মাসের পয়লা।"

"খুব ভালো। আমেরিকাতে এই হবে আমাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। আর মনে রেখ, এবারে এটা করতে চাইছ তুমি।"

একটি জিনিস ছাড়া খামারের কাজ বেশ ভালই ফল দিল। কিন্তু গাই সম্বন্ধে গিওভ্যানিনার ভীতি সত্যে পরিণত হ'ল। তাদের প্রথম গরুটি যদি মানুষ হ'ত, তাহ'লে ওটা নিশ্চয়ই পাগলা গারদে থাকত। সব জিনিসকেই সে ভয় খেত। গরুটা ভয়ের চোটে দিন দিন ক্রমেই রোগা হয়ে যেতে লাগল। শেষে হতাশ হয়ে লিওনার্ডো আর গিয়োভ্যানিনা গরুটাকে কসাইখানায় বেচে দিতে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু কোনো কসাইখানাই তাকে কিনতে রাজী হ'ল না। সমস্ত আশাই যখন তারা ছেড়ে দিয়েছে, সেই সময়ে একজন প্রতিবেশী কৃষক তাদের ঐ গরুটা আর নগদ কিছু মুদ্রার বদলে আর একটি গাই দিতে চাইল—সে-গাইটার প্রথম বাচ্ছা শিগ্‌গিরই ভূমিষ্ঠ হবে।

প্রথম গরুটা নিয়ে তাদের এত ভুগতে হয়েছিল যে, আর একটা নিতে

জুল ভের্ন

টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস আণ্ডার দি সী

অনুবাদক

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ : কলকাতা ৭০

লিখিয়ে নিল। এইবার তারা কাজ আরম্ভ করবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

ওপর ওপর দেখে কাজটিকে কঠিন ব'লে বোধ হয় নি। ওরা হিসেব ক'রে দেখেছিল যে, কাজটি দু'মাসে শেষ হবে এবং এতে প্রায় তিন হাজার ডলার লাভ হবে। তারা নিজেরাই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করবে এবং সেই সঙ্গে আরও দু'তিন জন অন্য লোক নিয়োগ করবে।

ওদের মধ্যে যেমন ছিল উত্তেজনা, তেমনি আত্মপ্রত্যয়; একটু ভয়ও যে না ছিল, তা নয়। ওরা যন্ত্রপাতি নিয়ে নিয়মিতভাবে কাজে লেগে গেল। প্রথম দিন বেশ ভালোভাবেই কাজ চলল। আল্গা এবং বেলে মাটি খুঁড়তে ওদের কোন অসুবিধা হয়নি; দিনের শেষে ওদের কাজ যতখানি এগিয়েছিল, ওরা ততখানি মোটেই আশা করেনি। খুশীতে ভরা মন নিয়ে ক্লান্তদেহে ওরা বাড়ী ফিরেছিল এবং ওরা কত টাকা রোজগার করবে এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কাজ পাবে, স্ত্রীদের কাছে সেই গল্প করতে করতে রাত্রির আহার সমাধা করেছিল।

পঁচিশ দিনের মাথায় কাজ অর্ধেকেরও বেশী শেষ হয়ে গেল। মাটি খোঁড়ার কাজটা অত সহজ হওয়া লিওনার্ডোর কাছে একটু গোলমেলে ঠেকেছিল। কয়েকটা জায়গায় মাটিটা যে নরম আর স্যাঁতসেঁতে, তাও সে লক্ষ্য করেছিল। এটা অন্য লোকেদেরও লক্ষ্য এড়ায়নি; তবে কেউই তাদের খারাপ সন্দেহের কথা ব'লে আগে থাকতে আতঙ্ক জন্মাতে চায়নি। লিওনার্ডোই প্রথম এই বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল—খাতখননকারীদের যা চিরশত্রু, সেই চোরাবালি আর জল! সেই গহ্বর থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সে শাপমন্যি দিতে দিতে সামনের দিকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল। যে মাটি এবং জলের জন্যে সান মার্কোতে সে ছিল লালায়িত, সেই মাটি এবং জলই তাকে এখন মেরে ফেলবার জোগাড় করেছিল। এত জোরে সে গালিগালাজ করছিল যে, তিরিশ গজ দূরের অ্যান্টনিওর চীৎকার বা খাতের সামনের দিক থেকে মেট্রোর বাবার চীৎকার তার কানে এসে পৌঁছোয়নি। তারাও সেই দুষ্টপ্রকৃতির শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিল। খাত খোঁড়াইয়ের কাজে তারা অভিজ্ঞ লোক; তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যজনক অবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল।

তারা যে ঠকে গিয়েছে, এ-কথা লিওনার্ডোর বুঝতে দেরী হয়নি; কিন্তু সে ঘামের বদলে রক্ত ঝরাবে, তবু কাজ ছাড়বে না। কাজ সম্বন্ধে তার দায়িত্ববোধ ছিল। কাজটা যদি সে না শেষ করে তা হ'লে চেষ্টা ক'রলে

সাফল্য লাভ করা যায় একথা কেউই বলত না। খাতের মধ্যে চোরা বালি আর জলকে ঠেকাবার একটি মাত্র রাস্তা হচ্ছে : খাতের দেওয়ালগুলিকে কাঠের বড বড় তক্তার সাহায্যে খাড়া রাখা, সমস্ত খাতটাতে জল যেতে না পারে, এমনভাবে কয়েকটা খণ্ডে ভাগ করা এবং যতটা গভীরতা দরকার ততদূর পর্যন্ত জল পাম্প ক'রে তুলে ফেলে নল বসিয়ে যাওয়া। তার সামর্থ্য থাকলে সে এ-কাজ করবে। এখন টাকাটা কোনো প্রশ্নই নয়। যখনি তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল, তখনি সে বুঝেছিল, সে দেউলে হয়ে গিয়েছে। তাই সে চোরাবালি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তার গভীরতাই বা কত, তা যাচাই ক'রে দেখবার জন্যে সোজাসুজি গর্ত খুঁড়ে দেখবার প্রস্তাব করেছিল। যেখানে সে নিজে চোরাবালির সন্ধান পেয়েছিল, সেইখানেই তারা কাজ শুরু করল।

কিন্তু সবই বৃথা। তারা চার দিন ধ'রে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে একশো ফুট অন্তর আরও তিনটে গর্ত খুঁড়েছিল, কিন্তু সব জায়গাতেই সমান অবস্থা; এক বালতি জল তুলে নিলে আর এক বালতি জল এসে তার স্থান অধিকার করে। কাজেই কাজটি সম্পন্ন করতে হ'লে এমন যন্ত্রপাতি দরকার, যা তাদের ছিল না এবং তা আনাতে গেলে খরচও পডবে পনেরো হাজার ডলারের কয়েক গুণ। পরিশ্রান্ত এবং অকৃতকার্য হয়ে তাদের বাড়ী ফিরতে হয়েছিল; সেখানে তারা তাদের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ডেকে বলেছিল, এ-যুদ্ধে তারা আপাততঃ হেরে গেছে। কিন্তু লড়াই তাদের চলতেই থাকবে।

জমির মাধ্যমেই আমেরিকাকে খুঁজে বার করবে, অথচ নিজের সত্তাকে পরিত্যাগ করবে না, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে-লোক নতুন এসেছে, তার জীবনে "পশ্চিম সিয়াট্‌লের অকৃতকার্যতা"—প্যাট্রিচেলী পরিবারে ব্যাপারটার এই নামকরণই হয়েছিল—খুব বড়ো রকমের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। এর তুলনায় আগেকার দুঃখকষ্ট অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হয়েছিল। লিওনার্ডো ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করতে বসে দেখল যে, তার তিন হাজার ডলার দেনা হয়েছে এবং সে এক মাসের পরিশ্রম ও জমানো দু'হাজার ডলার নষ্ট করেছে। দশ বছর আমেরিকায় বসবাসের পর চার ছেলের বাপকে ঐ অবস্থায় পড়তে হ'ল!

আর একটা ক্ষতিও তার হয়েছিল; অবশ্য তার দাম ধার্য করা সহজ না হ'লেও তাকে সেই ক্ষতি সহ্য ক'রে বেঁচে থাকতে হয়েছিল। তার শক্তি এবং প্রতিভার সম্যক বিকাশ যে-সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে হ'ত, সেই সব যন্ত্রপাতি

তাকে সাফল্য এনে দেয় নি; এবং সে যখন মুখ ফুটে বলতে পেরেছিল যে, সাফল্যলাভ করা অসম্ভব, তখন তার হার-ই হয়েছিল। সোজা কথায় ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়। এর ওপর ব্যবসা করবার প্রস্তাবটা সেই করে এবং গোড়া থেকে কাজটা দেখাশুনোর ভারও সেই নিয়েছিল; কাজেই পুরো দায়িত্বটা তারই ওপর, এটা সে উপলব্ধি করেছিল। তার আশা ছিল, সে কাজটাকে ভালোভাবে শেষ ক'রে সুনাম কিনবে এবং সেই সুনামের জোরে মাটির তলায় নলবসানোর ছোটখাট কাজ পাওয়া সম্ভব হ'বে। কিন্তু যেভাবে সে অকৃতকার্য হ'ল এবং ভারী দেনায় জড়িয়ে পড়ল, তাতে দ্বিতীয় বার কাজের চেষ্টা করার সপক্ষে কোনো রকম প্রেরণাই সে পেল না।

অবশ্য তার স্বপক্ষে ছিল তার অল্প বয়স, দৈহিক শক্তি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অটল বিশ্বাস—তার ওপর ছিল গিওভ্যানিনা।

জানালার ধারে রান্নাঘরের টেবিলের পাশে বসে ওরা বরাবরের মতো মতের আদান প্রদান ক'রে সমস্যার সমাধান করতে বসল। প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন "কেতাদুরস্ত" লোক প্যাট্রিচেলীর অংশীদারী কারবারটিকে দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ব্যাপারটা খুবই সোজা। আদালত তোমাকে সরকারীভাবে দেউলিয়া ঘোষণা করবে। তার ফলে তোমার যা-কিছু আছে, তাই তোমার পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে এবং তোমার আর কোনো দেনা রইল না ব'লে সরকারী ভাবে মেনে নেওয়া হবে।"

"এটা হয়ত' আইনসম্মত হ'তে পারে, কিন্তু এটা ন্যায়সঙ্গত নয়। লোকে আমাকে বিশ্বাস ক'রে টাকা ধার দিয়েছে। তিনজন লোকের একমাসের ক'রে মাইনে পাওনা আছে। এগুলো হচ্ছে দেনা এবং এ-দেনা শোধ করতেই হবে। না, না, লোককে ফাঁকি দেবার জন্যে আমি এমন আইনের আশ্রয় চাই না—আমার তা' দরকার নেই। সময় অবশ্য লাগবে; কিন্তু দেনার প্রতিটি ডলার আমি শোধ করব। খালি আমার স্বাস্থ্যটা ভাল থাকা দরকার।"

"আর আমাকে দরকার নেই?", গিওভ্যানিনা জিজ্ঞেস করল।

"তোমাকে?", জবাব দিল সে, "যা আমার রয়েইছে, তাকে ত' আমার নতুন ক'রে দরকার নেই।"

"কিন্তু যা তোমার আছে, তাকে ত' তুমি আরও ভালোভাবে ব্যবহার

করতে পার। দেখ, আমি ব্ল্যাকবেরার কাপড়কলে সেলাইয়ের কাজ পেয়েছি। সকালে আমি ওখানে কাজ করতে যাই।"

তাই সে যেত; বেশ কয়েক বছর ধ'রে একটানা সে কাজ করেছিল। লিওনার্ডো যেত জাহাজ মেরামতীর কাজে। তারা বাগানের কাজও খুব বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাদের বড় দুই ছেলের ওপরে তাদের ক্ষমতানুযায়ী সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল। নল বসানোর কাজে যে-তিনটি লোককে তারা নিযুক্ত করেছিল, নিজেদের মাইনে থেকে প্রথমেই তাদের পাওনা চুকিয়ে দিয়েছিল। এর পরে লোকজনেদের কাছে তাদের যে ঋণ ছিল, সেটা শোধ করেছিল। এবং সব শেষে ঋণদান-সমিতিকে তাদের দেয় তিন হাজার ডলার দিয়েছিল। যুদ্ধের দরুণ লোকেদের পারিশ্রমিক অনেক বেড়ে গিয়েছিল; এরই জন্যে রোজগার বেশী হওয়ায় ১৯২০ সালের শেষাশেষি তারা তাদের সব দেনা শোধ ক'রে নিজেদের বাড়ী করবার জন্যে এক টুক্‌রো জমিও কিনেছিল।

বাড়ী তৈরীর ব্যাপারটা একটা বিরাট দুঃসাহসের কাজ। বাড়ীটা তৈরী হবে পাহাড়ের ওপর—একটি বড় শক্ত, দোতলা বাড়ী; তাতে একটা বড় রান্নাঘর এবং মদের ভাঁড়ার সমেত মাটির নীচে একটি ঘর থাকবে। এই ঘরটিকেই পরে বাড়িয়ে নিয়ে তাতে ভূগর্ভে নলবসাবার যন্ত্রপাতি ও মেসিনপত্তর রাখার ব্যবস্থা হবে। দৈহিক শক্তিসম্পন্ন কৃষকদম্পতি ও তার ছেলেদের জন্যে এই বাড়ী।

তাদের মূল পরিকল্পনা বেশ ভাল এবং আকর্ষণীয়: কয়েক বছর ধ'রে বাড়ীটা খণ্ডে খণ্ডে তৈরী হবে কোন রকম দেনা না ক'রেই। সবে মাত্র দেনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনে আর কখনো টাকা ধার করবে না ব'লে লিওনার্ডো ও গিওভ্যানিনা প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাদের বাড়্‌তি টাকা দিয়ে তারা মাসে মাসে বাড়ী তৈরীর উপকরণ কিনবে ব'লে ঠিক করেছিল। নির্মাণ-কার্যের অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশের জন্যে তারা একটি ছুতোরের সাহায্য নেবে, আর বাকী কাজটা লিওনার্ডো নিজেই তার অবসর সময়ে করবে।

বাড়ী তৈরীর কাজে বেশী সময় দেবার জন্যে লিওনার্ডো বিকেল চারটে থেকে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত জাহাজ মেরামতী কাজ করত'। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে প্রায়ই সকাল সাতটার আগেই সে বাড়ীর কাজে লেগে যেত। এইভাবে সে কাজে বেরোবার আগে রোজ পাকা সাত ঘণ্টা ক'রে বাড়ীর কাজ করতে পারত। সে জোয়ান বয়েসের লোক এবং মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব,

ততখানি বলশালী। যে-বাড়ী একদিন তার নিজের হবে, সেই বাড়ী সে তৈরী করছিল; কাজেই খুশী মনে সে দীর্ঘ সময় ধ'রে কাজ করত'। এক্মাসের মধ্যে সে জমির নীচের ঘরটা শেষ ক'রে তার মেঝেটাও মোটামুটি তৈরী ক'রে ফেলেছিল। প্রতিবেশীরা সবাই চোখ মেলে দেখেছিল—কি মজবুত আর বড়ো বাড়ীখানা তৈরী হচ্ছে!

যে-সব প্রতিবেশী দেখতে এবং পরামর্শ দিতে আসত, তারা অনেক সময়ই সাহায্যও করত। এইভাবে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে নীচের তলাটা তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু এর পর থেকেই কাজ আর তাড়াতাড়ি এগোল না। ছুতোর মিস্ত্রী তাদের বলেছিল যে, যদি তারা তাদের গোড়ার মতসব মত কাজ করে, তাহ'লে বাড়ী শেষ হতে আরও একটি বছর লেগে যাবে।

সে বলেছিল, "ওপর তলার কাজ ঢিমে চালেই এগোয়; তাই প্রয়োজন মত টাকা ধার ক'রে সব মালমশলা একসঙ্গে এখুনি কিনে নিয়ে বেশী লোককে কাজে লাগিয়ে দিন।"

বেশ ভালো কথা; কেনই বা তা' করবে না? ওদের খুব সুনাম ছিল, বিশেষ ক'রে দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখিয়ে লিওনার্ডো পাওনাদার ফাঁকি দিতে চায়নি, এই কথা প্রতিবেশীরা জানবার পর থেকে। তার ওপর ওরা বেশ ভালোই মাইনে পাচ্ছিল; কাজেই ওদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ব'লেই মনে হয়েছিল।

গিয়োভ্যানিনা প্রস্তাব করেছিল, পাঁচ হাজার ডলার ধার নেওয়া যাক। এখন থেকেই আমরা মাসে একশো ডলার ক'রে শোধ করবার ব্যবস্থা করব। আমাদের বাড়্তি টাকাটা প্রতি মাসে বাড়ী তৈরীর উপকরণ কেনা, আর মজুরি দেবার জন্যে খরচ করলেও যা' হ'ত, এ-ও তারই সামিল হবে; অথচ এতে সুবিধা এই হবে যে, বাড়ীখানা অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই তৈরী হয়ে যাবে।

"তুমি সত্যিই তাই মনে কর? ভুলোনা যে, আমরা সবে একটা পাঁচ হাজার ডলার দেনা শোধ ক'রে উঠতে পেরেছি। ও-ধরণের একটা দেনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমি খুব সোয়াস্তি বোধ করি না।" এ-ব্যাপারে লিয়োনার্ডোর মনে একটা দ্বিধার ভাব ছিল; কিন্তু গিওভ্যানিনা জোর করতে লাগল।

"কিন্তু এবারের অবস্থাটা অন্য রকম। প্রথম বারে যখন আমরা ধার করেছিলুম, তখন সম্বল বলতে আমাদের আশা ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু

এখন আমাদের বাড়ী আছে। ধারের প্রতিটি ডলারের দাম এই বাড়ীটার মধ্যে পাওয়া যাবে। কাজেই ঠকবার সম্ভাবনা কারুরই নেই। ফের দুর্ভাগ্যের ধাক্কায় না পড়লে বাড়ীর দেনা পাঁচ বছরেই শোধ হয়ে যাবে।"

ঠিক পাঁচ বছরের মধ্যেই বাড়ীর দেনা সম্পূর্ণ শোধ হয়ে গেল। সেটা ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাস। আনন্দ প্রকাশের জন্যে প্যাট্রিচেলীরা আমেরিকার পদ্ধতিতে একটা 'ধন্যবাদজ্ঞাপক' ভোজের আয়োজন করেছিল; অবশ্য সে-ভোজে ছিল তাদের প্রিয় ইতালীয় খাদ্য।

সেই ধন্যবাদ দেওয়ার দিনটিতে অনেক কিছুর জন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার ছিল। সাধারণ নবাগতদের পক্ষে ১৯২০ থেকে ১৯২৬—এই ছ'টি বছর ছিল ঈশ্বরের করুণায় ভরা। ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বেশ মোটা মাইনেতে একটানা কাজ করেছিল। লিওনার্ডো আবার ভূগর্ভস্থ নালী তৈরীর কাজে যোগ দিয়েছিল। ওদের দু'জনের মিলিত আয় থেকে ওরা বেশ স্বচ্ছন্দেই একটা মোটা টাকা মাসের পর মাস জমাতে পেরেছিল। ছেলেরাও বেশ সবল যুবা পুরুষ হয়ে উঠেছে—সকলেই কষ্টসহিষ্ণু, দুঃসাহসী, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎযুক্ত সুকর্মী। বড় ছেলেটি খেলাধূলা এবং পড়াশুনা, দু'য়েই সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে বারো বছর ব্যাপী স্কুলের পড়া শেষ করেছে। সে এক বছর বাপের সঙ্গে খাদে কাজ করার পর ১৯২৬ সালের শরৎকালে ডাক্তারী শিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে। জনি গান-বাজনা শিক্ষা করছে এবং ছোট ছেলেগুলি স্কুলে ভালই লেখা-পড়া করছে। বাপ-মার সঙ্গে ছেলেরাও কাজ করার ফলে শিক্ষা ভালই হচ্ছিল। তার ওপর কুড়ি বছর আগে আমেরিকায় পদার্পণ করবার পর এই প্রথম তারা নিজেদের ছাদের তলায় মাথা গুঁজতে পেরেছে!

টেবিলের চারদিকে বসেছে প্যাট্রিচেলী পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন মিলে বারো জন, ছেলেদের শিক্ষক দু'জন, আর ওদের উৎসবে সাহায্যকারী জন-বারো বন্ধু। মেয়েরা প্রচুর পরিমাণ খাদ্য এবং নতুন তৈরী ভাঁড়ার থেকে প্রচুর মদ এনে হাজির করেছে।

ভোজের পর জনি প্যাট্রিচেলী ও তার এক জ্ঞাতিভাই কতকগুলি জনপ্রিয় ইতালীয় গান বাজিয়েছিল এবং শেষ করেছিল "সোরেন্টোতে প্রত্যাবর্তন" দিয়ে।

'ধন্যবাদজ্ঞাপক' দিনের পরের সোমবার প্যাট্রিচেলীরা একটি সরকারী আদেশপত্র পেল; তাতে যে-বাড়ী তৈরী করতে তারা তাদের শেষ ডলারটি

পর্যন্ত খরচ করেছে, সেই বাড়ীটি ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। তাদের কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। ঋণদান-সমিতি ১৯১৭ সালে প্রদত্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ এবং তার ওপর ন'বছরের সুদ দাবি করেছিল, যে দাবির পরিমাণ ছিল প্রায় তিন হাজার ডলার।

কি যে ঘটেছে, তা' সঠিক কেউ জানতে পারেনি। লিওনার্ডো ঋণপত্রে তার নিজের দেয় অংশ আগেই শোধ করে দিয়েছে। তাহ'লে কি তার কারবারের বাকী অংশীদারেরা তাদের দেয় দিতে পারেনি? যদি তাই হয়, তাহ'লে তারা এ-সম্বন্ধে কিছু বলেনি কেন? নিজেদের বাড়ীর জন্যে কুড়ি বছর ধ'রে পরিশ্রম করবার পর এবং নিজেদের দেনা অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে শোধ করবার পরেও প্যাট্রিচেলীদের কি কোনও অধিকার জন্মায় নি? আবার তাদের তিন হাজার ডলার দিতে হবে?

এ-সব প্রশ্নের জবাব যাই হোক না কেন, একটি সত্য থেকে যায়: সমস্ত ঋণের জন্যে ঋণদান-সমিতির কাছে লিওনার্ডো ব্যক্তিগতভাবে জামীন ছিল; কাজেই পুরো ঋণটার জন্যেই তাকে দায়ী করা চলে।

লিওনার্ডো যে-উকীলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তিনি এই মতই প্রকাশ করেছিলেন। আইনের বিচারটা খুবই কঠিন এবং কঠোর; কিন্তু এটাই বিচার। এর মানে দাঁড়ায় এই যে, লিওনার্ডোর পরিশ্রম ক'রে ঘর্মাক্ত হয়ে খাদ খনন করবার এবং দেনা শোধ করবারই অধিকার ছিল। ঋণ পরিশোধ করাটা বাধ্যতামূলক এবং এ-দায়িত্ব সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। ঋণদান-সমিতি জানিয়েছিল যে, তারা নগদ পেলে আড়াই হাজার ডলার নিতে রাজী আছে। বাড়ীখানির ওপর আর একটি দেনা চাপিয়ে ঐ অর্থ ঋণ নেওয়া হয়েছিল এবং সমিতির দাবি পূরণ করা হয়েছিল।

যখন বাড়ীটি ছেড়ে চ'লে যাবার আদেশ এসেছিল, তখন প্যাট্রিচেলী পরিবারের অনেকেই হতাশায় ভেঙে পড়েছিল। কি ঘটেছে, তা বোঝবার মত বয়েস তখন ছেলেদের হয়েছিল। লিবারিণো ভেবেছিল, হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে যাওয়ার স্বপ্ন তার শূন্যে মিলিয়ে গেল। জনি বুঝেছিল, এর অর্থ হচ্ছে তার সঙ্গীত-শিক্ষার সমাপ্তি। গিওভ্যানিনা কাপড়ের কলের কাজটা আর করবে না ব'লেই আশা করছিল; কিন্তু এখন দেখল যে, অন্ততঃ আরো দু'টি বছর তাকে কাজ করতেই হবে।

লিওনার্ডো তার ছেলেদের বলল, "তোমরা যে যা করবে ব'লে ঠিক করেছ,

তা' ছেড়ে দেবার দরকার নেই। একদিন লিবারিগো মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে যাবেই। জনিও সময় হ'লেই তার সঙ্গীত-চর্চা করবে। আর ছোট ছু'টি যখন বড় হবে, তখন ওরা নিজেদের ইচ্ছেমত পেশা বেছে নেবে। কিন্তু এখন আমাদের একটা দেনা শোধ করতে হবে। স্কুলের এই টার্মটি শেষ হ'লেই লিবারিগো ছ'মাস কি বছরখানেকের জন্যে কাজ করবে। তোমাদের মা এক্ষুনি কাজ ছেড়ে দিন। আমরা পুরুষ মানুষ; তাই তাঁর ভার আমরা বহন করতে পারব। দেনা শোধ হয়ে গেলে তোমরা আবার তোমাদের পড়াশুনো শুরু করবে।"

"আমার কিন্তু কাজ ছেড়ে দেবার ইচ্ছা নেই", গিওভ্যানিনা বললে, "দেখ লিওনার্ডো, বিয়ে হওয়ার দিন থেকে আমরা দু'জনে মিলে প্রতিটি কাজ করেছি, এ তুমি জান। আমাদের ছেলেদের শিক্ষা সম্পর্কে তোমার মত আমারও দায়িত্ব আছে। কাজেই দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত আমিও কাজ ক'রে যাব।"

কাজেই তারা সকলেই কাজ করতে লাগল। পতিত জমিতেও তারা বাগানের কাজ বাড়িয়ে তুলল। যতদূর সম্ভব কম খরচ তারা করতে লাগল। বাড়তি কাজ করবার প্রত্যেকটি সুযোগ তারা নিতে কসুর করল না। ১৯২৮ সালের শেষাশেষি তাদের দেনা শোধ হয়ে গিয়ে একটি নতুন সঞ্চয়-তহবিল বেশ খানিকটা গ'ড়ে উঠল।

১৯৩০ দশকের শেষভাগে, যখন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ পাওয়া সুদুর্লভ, ঠিক সেই সময়টাতেই আশ্চর্যভাবে প্যাট্রিচেলী পরিবারে এল সাফল্য এবং বহুবিধ আশার পূর্ণতা। ১৯৩৪ সালে শিক্ষানবিসী শেষ ক'রে ওদের তৃতীয় ছেলে ফ্রেড একজন দক্ষ কারিগর হিসেবে কাজ করতে লাগল। ১৯৩০ দশকের মাঝামাঝি জনি সঙ্গীত শিক্ষকরূপে কাজ করবার যোগ্যতা অর্জন করল। ১৯৩৬ সালে ছোট ছেলে আর্নেস্ট ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরব্যাপী পড়া সাঙ্গ ক'রে সমাজ-বিজ্ঞানে স্নাতক হ'ল—এই বিশেষ বিদ্যাটির প্রতি লিওনার্ডোর নিজের বিশেষ অনুরাগ ছিল। সবচেয়ে শক্ত পাঠক্রম নির্বাচন করেছিল বড় ছেলে লিবারিগো; তাই তার পড়াও শেষ হয়েছিল সব শেষে। সে প্রাক্-চিকিৎসা স্তরের শিক্ষানবিসী শুরু করে ১৯২৬ সালে এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা-বিদ্যায় স্নাতক হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। ১৯৩০ দশকের শেষাশেষি লিওনার্ডো ভূগর্ভে নালী বসানোর কাজে পুরোপুরি দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তার তিরিশ

বছরের ওপর লেগেছিল এই কাজে পাকা হ'তে। তবে শেষ পর্যন্ত সে পাকা হয়ে উঠতে পেরেছিল।

লিওনার্ডো এবং গিওভ্যানিনা কি শেষের দিকে হঠাৎ সৌভাগ্যের মুখ দেখেছিল? —না, তা আদপেই নয়। এই যে বহু বিলম্বে তাদের জীবনে সাফল্য এসেছিল, সে হচ্ছে তাদের পরিশ্রমের অবশ্যম্ভাবী ফল। তাদের ছেলেদের ভালর জন্তে তারা তিরিশ বছর আগে সানমার্কো ছেড়ে চ'লে আসবার জন্তে মনস্থ করেছিল। তারা জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে; স্কুলের জন্তে প্রচুর খেসারতও তাদের দিতে হয়েছে। কিন্তু তারা কখনও তাদের ছেলেদের প্রত্যেকের অভিলাষ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপার থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

যখন কাজ মেলে না বললেই হয়, তখনও যে তারা ভালভাবেই চালিয়ে যেতে পেরেছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তারা তাদের জীবনের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ সানমার্কোতে কাটিয়েছে, সেখানে তারা জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্তে কঠিন পরিশ্রম করতে শিখেছিল এবং সেখানেই তারা কোনো কিছু না থেকে কিছু-একটা তৈরী করার কঠিন প্রক্রিয়াটিতে দক্ষ হয়ে উঠেছিল।

এই ধরণের প্রস্তুতি এবং কর্মে উৎসাহ থাকায় চাকরী সংগ্রহের ব্যাপারে আদিম মার্কিনীদের থেকে তাদের সুবিধা ছিল বেশী। অত্যন্ত সততার সঙ্গে এবং ভালভাবে কাজ করা তাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে, খাদের কাজে লিওনার্ডো, আর কাপড়ের কলে গিওভ্যানিনা সব থেকে ভাল কর্মী হিসেবে নাম কিনেছিল। মালিকেরা বছরের সব সময়েই কাজ থাকলেই তাদের না দিয়ে পারত না।

যখন টাকাকড়ি কম প'ড়ে যেত, তখনও সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার একটা বিশেষ ক্ষমতা তাদের ছিল, অথচ এ-অবস্থায় অনেক আদিম মার্কিনীই হয় হতাশ হয়ে পড়ত, নয় আত্মহত্যা করত। তারা একটি ডলার খরচ ক'রে অপরের থেকে বেশী জিনিস কিনতে পোক্ত ছিল। তারা জমি থেকে খাদ্য উৎপাদন করত এবং কয়েকটা মুরগী ও খরগোস পুষে নিয়মিত ভাবে মাংস ও ডিম সরবরাহ পেত। গিওভ্যানিনার রান্নার গুণে অল্প খরচেই মাংস উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হ'ত। সেলাইয়ের কাজে তার বিচক্ষণতার জন্যে তাদের সংসারের কাপড়-চোপড় বেশী দিন টি কত। এবং তারা কোনোদিনই ধনসম্পদ

দেখেনি ব'লে তাদের জীবনযাত্রার মান বরাবরই সমান ছিল—সাদাসিধে, কিন্তু ভরাট। আবার যখন আমেরিকাতে টাকা এবং কাজের ছড়াছড়ি, তখনও প্যাট্রিচেলীরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার জন্যে বেশ ভালভাবেই প্রস্তুত ছিল। লিওনার্ডোও ভূগর্ভে নালী বসাবার একটা ছোটখাট কারবার খোলবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

১৯৩৯ সালে সেই সুযোগ এল। তার ছেলে জনি সঙ্গীত-শিক্ষকের কাজে খুশী হ'তে পারছিল না। সে তার বাপের কাজে যোগ দেওয়া সাব্যস্ত করল এবং দু'জনে মিলে একটা কাজ জোগাড় করল। কাজটা খুবই ছোট—কারুর কোনো সাহায্য বা কোনো রকম ধার না নিয়েই তারা নিজেরাই সেটাকে শেষ ক'রে ফেলতে পারবে। মাত্র তিন শো ডলারের বিনিময়ে তারা সামান্য দূরত্বের মধ্যে একটা চার ইঞ্চি কংক্রীটের নালী বসাতে রাজী হয়ে গিয়েছিল। তারা জমিটাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিল এবং মাটীর ভেতরে তারা যে জল পাবে না, এ-বিষয়ে তারা স্থিরনিশ্চয় হয়েছিল। খুব সতর্কভাবে হিসেব ক'রে তারা দেখেছিল যে, তিন হাজার ডলারের কমে কেউ ও কাজটি করতে এগিয়ে আসবে না। ওরা কিন্তু মাত্র তিন শো ডলার চেয়েছিল ব'লে কাজটি পেয়ে গেল।

ওরা যে কি করতে চলেছে, তা ওরা ঠিকই জানত। ওদের টাকা লোকসানও যেমন হবে না, তেমনি লাভও হবে না। পাইপ এবং সিমেণ্ট কিনতে যে-খরচ হবে, তার থেকে তিনশো ডলার অনেক বেশী। বাকী অর্থটায় ওদের দু'জনের মধ্যে একজনের পারিশ্রমিকের অর্ধেকটা হবে। কাজটা তারা সন্তোষজনকভাবে যথাসময়ে শেষ করতে পারবে, এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হয়েই, মাত্র কাজ পাবার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তাদের নিজেদের সময়ের মূল্যটাকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছিল। গৃহ-নির্মাণ যখন একটা বেশ লাভজনক ব্যবসা হ'তে শুরু করেছে, সেই সময়ে ভূগর্ভে নালী পাতার ছোটখাট ব্যবসার সুযোগ পাবার জন্যে এটুকু ত্যাগ স্বীকার কিছুই নয়। একবার শুরু করতে পারলে ওরা বাপ-বেটা জানে, কি ক'রে নাম কিনতে হয়।

জমি সম্বন্ধে লিওনার্ডোর ধারণা ভুল হয় নি। জমির সমস্তটাই আলগা বেলে মাটী; তবে তাতে এমন দৃঢ়তাও ছিল যে, খাদ খুঁড়লে দেওয়াল ধসে পড়বে না। অবশ্য একটা অসুবিধে যথার্থ ছিল এবং তা সে গোড়াতেই দেখতে পেয়েছিল—জমিটার কয়েক জায়গায় অন্ততঃ কুড়ি ফুট গভীর পর্যন্ত

খোঁড়ার প্রয়োজন ছিল।

১৯০৯ সালের বসন্তকালের গরম রোদের ভিতর বাপ-ছেলে কাজ করতে লাগল; যত ভারী আর ঝুঁকির কাজ বাপই করছিল। গোড়ার দিকের বিপদের কথা মনে রেখে, তারা দিনের পর দিন কাজ ক'রে চলেছিল ভালই হবে আশা ক'রে; অবশ্য খারাপ কিছু ঘটলে তারও সম্মুখীন হবার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল। সময়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তারা সকাল সকাল কাজে লাগত, আর দেরীতে থামত। তারা যতটা আশা করেছিল, তার থেকেও ভালভাবে কাজ চলেছিল এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

যিনি কাজ দিয়েছিলেন, সেই মিঃ কার্লসন লিয়োনার্ডোকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি অত কম দাম চেয়েছিলেন কেন? আপনি জানেন, আপনি ওর দশগুণ দামে কাজটা পেতে পারতেন। আপনাদের কাজটা যিনি পরীক্ষা করেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, পঁচিশ বছরের মধ্যে তিনি এত ভালো নালী বসানোর কাজ দেখেন নি।"

"কেন, তা' আপনাকে বলছি, মিঃ কার্লসন। আমার ছেলে এবং আমি যে প্রথম শ্রেণীর কাজ করতে পারি এবং আপনারা আমাদের উপর নির্ভর করতে পারেন, তা আপনাকে এবং আপনার পরীক্ষককে দেখাবার জন্যে আমি একটি সুযোগ চেয়েছিলুম। এবং এই সুযোগ পাবার জন্যে আমি দাম দিতে প্রস্তুত ছিলুম। আপনি যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, ভবিষ্যতে আপনি আমাদের ছোটখাট নালী বসানোর কাজ দেবেন এবং এই কাজটি যে-রকম করেছি, ঠিক সেই রকম কাজই আমাদের কাছ থেকে আশা করতে পারেন।"

কার্লসন বলেছিলেন, "আপনার ছেলে এবং আপনি এখন থেকে আমার কাছ থেকে সব ছোটখাট নলী বসানোর কাজই পাবেন।"

বেশ হেসে লিওনার্ডো বলেছিল, "ভালো কথা! কিন্তু মনে রাখবেন, মিঃ কার্লসন, আর দাতব্য নয়।"

ভূগর্ভে নালী বসানোর কাজটা আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল। সান মার্কোর চাষী তার সাদাসিধে যন্ত্র নিয়ে আমেরিকার জন্যে খননকার্য শুরু করেছিল এবং অভীষ্ট খুঁজে পেয়েছিল। সে তার পরিবারকে নতুন জগতে নিয়ে এসেছিল, তার ছেলেদের অভিলাষ মত লেখাপড়া শিখিয়েছিল এবং এখন সে নিজেই নিজের মালিক। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে লিওনার্ডো স্বাধীন খাদ

খননকারী হতে পেরেছিল।

পরবর্তী দশ বছরের শেষাশেষি আর্নেস্টও এসে বাকী সকলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং বাপ ও ছেলেরা তখন ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা অনেক ভারী যন্ত্রপাতি কিনেছিল; ফ্রেড মিস্ত্রী হিসেবে এ-সবের তদারকীর ভার নিয়েছিল। প্রতিটি কাজের দাম নির্ধারণের ব্যাপারে লিওনার্ডো জনিকে সাহায্য করত; কিন্তু "বৃদ্ধ" নিজে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খাদের মধ্যেই কাটিয়েছিল। যে-সব নালী বসানো এবং খোঁড়ার কাজ ভারী যন্ত্রপাতির দ্বারা সম্ভব নয়, সেই সব কাজ লিয়োনার্ডো নিজে করত। যারা অনেক বছর আগে তাকে খাদ-খনক হবার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিল, তারা এই সব কাজে তাকে সাহায্য ক'রত, এদের মধ্যে একজন ছিল মাইক। বরাবরের মত সবচেয়ে কঠিন পরিশ্রম ও ঝুঁকির কাজের ভার নিত লিওনার্ডো নিজে। উনসত্তর বছর বয়সেও সে খাদের মধ্যে আট ঘণ্টা ধ'রে খাটত। এবং তখনও ছেলেরা ঐ "বৃদ্ধে"র সমকক্ষ হ'তে পারে নি।

১৯৫২ সালের ৫ই জুন প্যাট্রিচেলীদের বড় বাড়ীতে বিরাট আনন্দোৎসব হয়েছিল। লিওনার্ডো এবং গিওভ্যানিনার বিবাহের পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল, তাদের আমেরিকায় বসবাসেরও পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল এবং তার ওপর লিওনার্ডোর নিজের উনসপ্ততিতম জন্মদিবস। ছেলেরা তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে মোট উনিশ জন উপস্থিত হয়েছিল, কাকা-জেঠা, কাকী-জেঠাই, জাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোন এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনও মোট একুশজন হাজির ছিল। একমাত্র বাইরের লোক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক-বন্ধু, অবশ্য তিনিও একজন বাড়ীর ছেলেই হয়ে গিয়েছিলেন। সব জড়িয়ে হয়েছিল তেতাল্লিশ জন। রান্নাঘরের ভিতরে ছোট ছেলেদের আগেই খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা বাদে আর সবাই প্রকাণ্ড খাবারঘরের লম্বা টেবিলটার চারদিকে বসেছিল।

ঐ বড় টেবিলটা, যাতে সব সময়েই দু'একজন বাড়্তি লোক বসবার জায়গা হতে পারে, প্রচুর উপাদেয় খাদ্যের ভারে বেঁকে গিয়েছিল। প্যাট্রিচেলী পরিবারের যত ভোজ বা ছুটি ও অধিকাংশ রবিবারের সান্ধ্য-আহার লিওনার্ডোর বাড়ীতেই সম্পন্ন হ'ত এবং তাতে বেশীর ভাগ রান্নার কাজই হাসিমুখে করত গিওভ্যানিনা। এবারের উপলক্ষ্যটা একটি বিরাট ভোজ হবার মতই এবং সেইজন্যে প্যাট্রিচেলী পরিবারের সবাই এতে উপস্থিত ছিল।

বড় বাড়ীতে ঐটেই ছিল শেষ বড় ভোজ। অবশ্য ঐ রকম আরও অনেক ভোজ যে ভবিষ্যতে হবে, এ-বিষয়ে ও-দিন কারুরই মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ উপস্থিত হয়নি; বিশেষ ক'রে অধ্যাপকটির মনে ত' নয়ই। কেননা লিওনার্ডোর সততার ওপর তাঁর যেমন বিশ্বাস ছিল, তেমনি বিশ্বাস ছিল তাঁর অটুট স্বাস্থ্যের ওপর।

ঐ বড় বাড়ীর শেষ উৎসবে ওরা সকলেই সারা বিকেলটা খাবার টেবিলের চার পাশে বসেছিল। বন্ধুবান্ধবরা তাদের অভিনন্দন জানাতে এবং এই বিশেষ উপলক্ষ্যে গিওভ্যানিনা ও তার কর্ম্মপটু পুত্রবধূরা যে কেক এবং মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেছে, তাই খেতে ও মদ্যপান করতে এসেছিল। বাচ্চারা মেজেতে বসে খেলছিল। মেয়েরা সংসারের কথা ও অল্প বয়সী ছেলেরা খেলাধূলোর কথা বলছিল; আর বয়স্করা ইতালীর রাজনীতি ও আমেরিকার আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা চালাচ্ছিল। ঐ খাবার টেবিলটির চারপাশে তিন স্তরের কথাবার্তা চলছিল, তিনটি ভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে এবং এর প্রত্যেকটি জায়গায় লিওনার্ডোর উঁচু গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। ওরা একটি সুখী, স্বাস্থ্যবান, কোলাহলপ্রিয় বংশ।

বৈষয়িক সাফল্য যে-কোনও লোকের চোখে পড়বার মত। অবশ্য সাফল্যটি খুবই পরিমিত, কিন্তু এই পরিমিতিও বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। পঁয়তাল্লিশ বছর ধ'রে খাদ খননর পর ভূতপূর্ব কৃষিজীবির তার পরিশ্রমের ফল স্বরূপ কি দেখাবার ছিল? তার ভাঁড়ার এবং খাবারের তাক ভর্তি থাকত—এইটেই প্রথম সুখের চিহ্ন! তার প্রত্যেকটি ছেলের ছিল নতুন, মজবুদ, আধুনিক বাড়ী। মাত্র সে আর গিওভ্যানিনা এমন একটা বড় বাড়ীতে থাকত, যাতে অনায়াসে কয়েকটি পরিবারের স্থান সঙ্কুলান হ'তে পারত। তার তিন ছেলে গৃহ নির্মাণ-ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল; এর আয় ছিল বছরে ১৫০,০০০ থেকে ২০০,০০০ ডলার। চতুর্থটি একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন চিকিৎসক; সে শিগ্‌গিরই নিজের চিকিৎসা-সদনে চ'লে যাবে—এর ভিত্তি তার বাবাই তৈরী ক'রে দিয়েছেন। যৌথ কারবারের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য হওয়া সত্বেও লিওনার্ডো নিজে অদ্ভুত স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে খাদের মধ্যেই খাটত।

ইট এবং পাথর, ডলার এবং সেণ্টের হিসেবে এই হচ্ছে তার বৈষয়িক সাফল্য। এর সমস্তটাই এসেছে খাদ থেকে—গোটা পরিবারের যৌথ

পরিশ্রমের ফল। এটা খুব কম জিনিস নয়—নিশ্চয়ই গর্ব করবার মত বিষয়। কিন্তু এর পিছনে এমন একটি বস্তু ছিল, যা অধ্যাপকের মন এবং চিন্তাশক্তিকে আকৃষ্ট করেছিল; এই সাফল্যের মূলে ছিল একজন অসাধারণ লোকের সঙ্গে একটি অসাধারণ মহিলার বিবাহ।

লিওনার্ডোর গল্প একজন সাধারণ নবাগতের সাফল্যের গল্প নয়। কয়েক হাজার চাষী নতুন আমেরিকায় এসেছিল; তাদের মধ্যে কেউ কেউ লিওনার্ডোর নিজের দেশ ফোগিয়া থেকে এসে তারই প্রতিবেশী হয়েছিল। তারা তার থেকে কম গুণী, কম পরিশ্রমী, কম চতুর এবং—কেউ কেউ বেশ কিছুটা কম সৎ; কিন্তু তারা তার থেকে ঢের বেশী ডলারের মালিক। অধ্যাপক পঁচিশ বছরের মধ্যে আমেরিকাতে ওরকম অনেক ইতালীয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছে; এবং সে দেখেছে, শ্রেণী হিসেবে তারা যেমন ধনী, তেমনই আকর্ষণহীন।

লিওনার্ডোর নিজেরও সাফল্যের দিকে কোনো ঝোঁক ছিল না। তার বেশী নজর ছিল নিরাপত্তার দিকে; নিজের ছেলেদের জন্যে এক একটি বাড়ী ক'রে দেবার দিকে; সে তাদের এমন ভাবে সাহায্য করতে চেয়েছিল, যাতে তারা নিজেরাই ভালোভাবে কাজ করতে পারে। সুন্দর রূপে কাজ করার প্রতি, কোন কিছু সৃষ্টি করার প্রতি তার ঝোঁক ছিল। কেবলমাত্র লাভ করার দিকে তার ঝোঁক ছিল না। দোকানদারী বুদ্ধি তার ছিল না আদপেই। যদি ব্যাঙ্কে টাকার অঙ্ক বাড়ানোর দিকে তার ঝোঁক থাকত, তাহ'লে সে হ'ত আর একটু কম অকপট, আর একটু বেশী ভদ্র এবং আর একটু কম সৎ।

কিন্তু এ সত্ত্বেও লিওনার্ডো নিজের সততাকে বিসর্জন না দিয়েও বেশ কিছুটা বৈষয়িক সাফল্যলাভ করেছিল। সে জানত, একটি লোক যতই পরিশ্রম করুক না কেন, বিবেকের দিক থেকে নিঃস্ব না হয়ে সে একটি পরিমিত অর্থের বেশী লাভ করতে পারে না। জীবন সম্পর্কে তার একটা পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল: দেহ এবং মনকে সব সময়ে কাজে ব্যস্ত রাখবে, নিজের পরিবারকে দেখবে, ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করবে না এবং সব সময়ে মনে রাখবে যে, তুমি একজন মানুষ।

এত সুন্দর ভাবে সে নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছিল যে, তার ঊনসত্তরতম জন্ম দিবসেও সে দেহে এবং মনে নিজেকে যুবক রাখতে

পেয়েছিল। তার সামনে তখনও ছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। নতুন জগতে তার প্রথম পঁয়তাল্লিশ বছরে সে নিজেকে একটি ইতালীয় চাষী থেকে একজন মার্কিনীতে আশ্চর্যভাবে পরিবর্তন করতে পেরেছিল। অবশ্য তাকে রাস্তাও খুঁড়তে হয়েছে, কিন্তু তার বদলে সে আমেরিকার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন লাভ করেছে: কাজ করবার সুযোগ এবং কাজের মাধ্যমে নিজের জন্যে, গিওভ্যানিনার জন্যে ও নিজের ছেলেদের জন্যে ভালো কিছু করবার রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

সেই বিরাট উৎসবের কয়েকমাস পরে নভেম্বর মাসের শেষ দিনটা ছিল রবিবার এবং ঠাণ্ডা। ঐ দিন লিওনার্ডো তার ছেলে লিবারিণোর বাড়ীতে গাড়ী হাঁকিয়ে গিয়েছিল; ওখানে সে একটা এক একর জমিতে আঙুর ক্ষেত তৈরী করবার পরিকল্পনা করেছিল। সারা সকালটা সে আগাছা নিড়িয়ে, চারা গাছের শিকড় উপড়ে আর জল যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে, তার জন্যে সামান্য ঢালু দিকটাতে ভারী ভারী পাথর বসিয়ে কাটিয়েছিল।

দুপুর বেলা কাজ থামিয়ে সে মধ্যাহ্ন ভোজন করেছিল। খাবার পর প্রচুর জল খেয়ে সে আবার বাগান করবার জন্যে দক্ষিণ দিকের ঢালু জমিটাকে পরিষ্কার করতে গিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত একটা বড় গাছের শেকড়কে সে খুঁড়ে বার করছিল; সবটাকে সে তখনও বার করতে পারেনি; আরও দু'একটা ঘা দিলে সে ওটাকে মাটি থেকে আলগা ক'রে নিতে পারবে। হাতলটা বাঁ হাতে ধ'রে সে গাঁতিটাকে খুব উঁচু ক'রে শূন্যে তুলে ধরেছিল। তারপর ডান হাত লাগিয়ে সে যেমন সেটাকে সজোরে ঘুরিয়ে নামাতে যাবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব ক'রে প'ড়ে গিয়েছিল এবং তখনি তার সকল অনুভূতির শেষ হয়েছিল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর ক্ষৌরকার দর্জিকে বলেছিল, "একজন রাজকর্মচারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও এত লোক হ'তনা।"

দর্জি জবাব দিয়েছিল, "সত্যি কথা! যদি লিওনার্ডো প্যাট্রিচেলী তাঁর সেই সানমার্কো লা কাটোলাতেই থাকতেন, তা'হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক তাঁর সমাধিস্থলে এসে তাঁর সৎ কাজের বর্ণনা ক'রতেন না।"

মাত্র পাঁচ লাখ লোকের বসতিপূর্ণ একটি শহরে এক মাইল লম্বা শবযাত্রা ও ডু'লরী ভর্তি ফুল সচরাচর নজরে পড়েনা; অন্ততঃ নিজের

ইউনিয়নের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানভুক্ত নয় এবং নিজের কাজের যাবার জন্যে ছাড়া কদাচ বাড়ীর বাইরে বেরোয়, এমন একটি সাধারণ সাদাসিধে লোকের সম্মানের জন্যে ত' নয়ই। কিন্তু কোনো কোনো সময় এও হয় যে, সংগুণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। লিওনার্ডো প্যাট্রিচেলী ছিল একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি।

রোজা মোণ্ডাভি

বেঁটে, সোজা এবং নিরেট চেহারার রোজা মোণ্ডাভিকে তেষট্টি বছর বয়সেও দেখায় অল্পবয়সী ও প্রাণোচ্ছল। তাঁর গায়ের চামড়া শ্যামবর্ণ, পরিষ্কার ও সজীব। কয়েক জায়গায় সামান্য পাকা থাকলেও এখনও তাঁর চুল ঢেউ-খেলানো ও কালো। হাসি, ঠাট্টা এবং একটি ছোট ছেলের মত উল্লাসে তাঁর চোখ সব সময়েই চক্‌চক্ করে। তাঁর নিবিড় ঘনকৃষ্ণ ভ্রূ, মসৃণ লাল ঠোঁট এবং সুন্দর ত্বক তাঁর মুখকে যে-রকম লাবণ্যময় করে রেখেছিল, তা' বহু রমণীর চল্লিশের কোঠাতেও থাকে না।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি রবিবারে আমি প্রথম রোজা মোণ্ডাভিকে দেখি। তাঁর দুই ছেলে, রবার্ট ও পিটার মোণ্ডাভি তাদের পিতৃগৃহে রবিবারের বৈকালিক ভোজে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে তা' গ্রহণ করেছিলুম।

রবার্ট ও পিটার মোণ্ডাভি হচ্ছে চার্লস ক্রুগ মদের কারখানার মালিক; কালিফোর্ণিয়ার রমণীয় নাপা উপত্যকায় যতগুলি সুন্দর মদ্যোৎপাদনকেন্দ্র আছে, এইটি তার অন্যতম। ওদের কারখানা থেকে মোটরে দু'ঘণ্টা পথ দূরে, ক্যালিফোর্ণিয়ার লোদিতে ওদের মা-বাপ—সিজার এবং রোজা মোণ্ডাভি থাকেন। মোটরে ক'রে বেরুবার আগে পিটার তার মাকে টেলিফোন ক'রে আগে থাকতেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, আমাকে তারা নিয়ে যাচ্ছে।

মা টেলিফোন ধরবেন ব'লে ও যখন অপেক্ষা করছিল, তখন পিটার আমাকে বলেছিল, "মাত্র নিয়মরক্ষার জন্যে টেলিফোন করা; নইলে প্রতি রবিবারে মা-বাবা অন্ততঃ পাঁচ থেকে পনেরো জন অতিথি সব সময়েই আশা করে থাকেন।"

দু'পুরের কিছু পরে আমরা লোদিতে পৌঁছেছিলুম। ওদের মা তাঁর এক মেয়েকে নিয়ে রান্নাঘরে ছিলেন এবং বাপ আর এক মেয়ের সঙ্গে

ব'সে ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখালেখি করছিলেন। বাড়ীতে পৌছুনো মাত্র আমরা সকলেই কাজে লেগে গেলুম।

পিটার মোওাড়ির স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, "মা, টেবিলে কতজনের জন্যে জায়গা করব?" টেবিলটা এত বড় যে, একটা পরিবারের বদলে একটা গোটা বংশই তাতে একসঙ্গে বসতে পারে।

মা হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "রবিবার দিনে আমরা মানুষ গুণে জায়গা করি না। সমস্ত টেবিলটাতেই জায়গা কর। দিন ফুরোবার আগে সারা টেবিলটাই ভ'রে যাবে।"

রবার্ট মোওাড়ির স্ত্রী এবং আমি রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করার কাজ নিয়েছিলাম। রান্নাঘরটা বড়, খোলামেলা, সুন্দরভাবে আলোকিত, ডিস-বাটী-ছুরি কাঁটায় সুসজ্জিত এবং কাজ করবার জন্যে বেশ জায়গাওলা। এক ধারে একটি ধবধবে কাপড়মোড়া বড় টেবিল; তার ওপরে চীজ, মাংস, অলিভ, মদ এবং অপরাপর পানীয় রাখা ছিল। গির্জা থেকে ফেরবার সময় যে-সব লোক বৈকালিক ভোজের আগেই দেখা করতে আসবেন, এ-সব জিনিস তাঁদের জন্যেই রাখা ছিল।

ভোজের খাবার যখন তৈরী হচ্ছিল, তখনই তাঁরা আসতে শুরু করেছিলেন। কেউ পেছনের দরজা দিয়ে, কেউ বা সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই রান্নাঘরে গিয়েই হাজির হয়েছিলেন। প্যাসকেল এবং আন্টোনিও, গিউসেপ এবং আলফ্রেডো—সবাই কর্তা-গিন্নীরই বন্ধু। সবাই শ্রমিক—রবিবার দিনটা ওদের ছুটি। কেউ কেউ তাদের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, আবার কেউ বলেছিল, তাদের স্ত্রীরা বাড়ীতে রান্নায় ব্যস্ত আছে; অবশ্য তারাও পরে এসে হাজির হবে। কেউ ঘণ্টাখানেক ছিল, কেউ বা ঘণ্টা দুয়েক, আবার কেউবা মাত্র কুশল জিজ্ঞাসাবাদের সময়টুকু থেকে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ এক পাত্র মদ্যপান করা পর্যন্ত। প্রত্যেকেই এক একটি ভালো-তালিম দেওয়া বাচ্চা ছেলের মত অতিথিজনোচিত বিনম্র ভাষণের পুনরাবৃত্তি ক'রে গিয়েছিল। প্রত্যেককেই আহার এবং পানের জন্য অনুরোধ উপরোধ করতে হয়েছিল। এবং প্রত্যেকেই এমনভাব দেখিয়েছিল, যেন বন্ধুত্বের খাতিরে বাধ্য হয়েই সে রুটি এবং মদ গ্রহণ করছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, প্যাসকেলই প্রথম হাজির হয়েছিল। রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে বলেছিল, "সুপ্রভাত, মিসেস মোওাড়ি! আপনি

সব সময়েই কাজ করছেন ; আপনি কখনও কি বিশ্রাম নেন না ?"

"দেখ, প্যাসকেল, কাজই যদি না করব, তাহ'লে করবার থাকলটা কি ? এক পাত্র মদ ঢেলে খাও ; টেবিলে অনেক রকম রাখা আছে—যেটা খুশী !"

"না, না, না, ধন্যবাদ ! মদ খাওয়াবার জন্যে জোর করবেন না ; এখনও বৈকালিক ভোজন সারা হয়নি ।"

"এখনও খাওনি ! বেশ তো, টেবিলের ওপর খাবারও রয়েছে । ব'সে যাও । একটু কিছু খাও ; তারপর একপাত্র মদ ভালোই লাগবে ।"

"তার দরকার হবে না ; অশেষ ধন্যবাদ । আমার স্ত্রী শিগ্‌গিরই খানা প্রস্তুত করে ফেলবেন । আমি এক মিনিটের জন্যে বেরিয়েছিলুম একটু হাওয়া খাবার জন্যে । আপনার কাজ করুন ; আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না । মাত্র কয়েক মিনিট আমি এখানে আছি ।"

"না খেয়েই যদি থাক, তাহ'লে খুব সামান্য পান কর । মদ ছাড়া অন্য পানীয়ও ত' টেবিলে আছে ।"

"হ্যাঁ, তা ক'রতে পারি । খাবার আগে অল্প একটু মদ খেলে কোনও ক্ষতি হ'বে না । আচ্ছা, আপনার অনুরোধ রাখবার জন্যে আমি অল্প একটু খাব ।"

এই শেষের কথাগুলি বলতে বলতে প্যাসকেল টেবিলের ধারে গিয়ে বসেছিল এবং একটা বোতল তুলে নিয়ে তার গায়ের লেখাটা পড়বার জন্যে খুব মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করেছিল । "হাঃ-হাঃ-হাঃ, বন্ধুগণ, এটি হচ্ছে রাজোচিত পানীয় ! ভালো, আজ ইনি একজন ভিখিরী চাষার পেটে বিরাজ করবেন । এই বলে সে একটি গেলাসে মদ ঢেলে নিয়ে গেলাসটিকে মিসেস মোওভির দিকে তুলে ধরেছিল । "মিসেস মোওভি, আপনার স্বাস্থ্যপান করছি", এই কথা ব'লে মাথাটাকে একটু নেড়ে নিয়ে সে এক চুমুকে গেলাসটি নিঃশেষ করেছিল । এবং বলেছিল, "হুঁ, তোফা !"

এর পরেই সে মদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠল । "এই মদটাই আপনার ছেলেরা সেণ্ট হেলেনায় তৈরী করে, তাই না ? হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি, এ একেবারে প্রথম শ্রেণীর মদ । আমার মনে হয় না যে এই মদ আমি আগে কখনও খেয়েছি । এটার নাম কি ?"

"প্যাসকেল তিরিশ বছর আমেরিকায় রয়েছ, আর ইংরিজী পড়তে জান না ?", হাসতে হাসতে তিরস্কারের ছলে বলেছিলেন মিসেস মোওভি,

"ওটাকে গেমে বলে। বুঝলে? এক গেলাস ঢেলে খাও; তবে তার আগে পাঁউরুটিটা কামড়ে নাও।"

প্যানকেল অত্যন্ত বিনীতভাবে সামাজিক সৌজন্য পালন ক'রে নিজেকে সহজ করে নিল। সে রুটি, চীজ ও জলপাই খেল এবং সব রকম মদেরই স্বাদ গ্রহণ করল।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী মোগুাভি, মেয়েরা এবং আমি এমন সুন্দর ভাবে কাজ করেছিলুম যে, বেলা তিনটের মধ্যেই খানা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। টেবিলে কুড়ি-জনের জায়গা করা হয়েছিল। যখন আমরা খেতে বসলুম, তখন আমরা ষোল জন ছিলাম। কিন্তু যখন খাওয়া আমাদের অর্ধেক হয়ে এসেছে তখন কুড়িটি আসনই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল এবং পেছনে কয়েকজন অপেক্ষা করছিল আসন খালি হবার জন্য। শ্রীমতী মোগুাভি ঠিকই বলেছিলেন যে, ভোজ শেষ হবার আগে টেবিলের প্রতি আসনেই দেখা যাবে একজন ক'রে অতিথি।

খাবার সময় আমি আমার আপ্যায়নকারিণীকে বলেছিলুম, "মিসেস মোগুাভি, আমি কখনও এত সুন্দর রান্না খাইনি। আপনি একটা পাকপ্রণালী লিখুন না।"

"কি বললে? লিখব? আমি ত কখনো ইস্কুলে পড়িনি।"

'প্রথম শ্রেণীতেও পড়েন নি?"

"না, প্রথম শ্রেণীতেও নয়, একদিনও ইস্কুলে যাইনি। ইতালীতে যে-ভদ্রমহিলার আমি কাজ ক'রে দিতুম, তিনি আমাকে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর নিজের খরচে ইস্কুলে পাঠাতে চেয়েছিলেন—অবশ্য তখনি আমি একজন তরুণী মহিলা হয়ে উঠেছি। কিন্তু আঠারো বছর বয়েসেই আমার শিকারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেতে আমি চলে গেলুম মিনেসোটা, সেখানে আমার কাজ ছিল রান্না করা, কাপড় কাচা আর মেঝে পরিষ্কার করা। তারপর এখানে।" এই ব'লে তিনি তাঁর হাত দু'খানি জড়ো ক'রে হাসলেন—তাঁর হাসি দেখে মনে হ'ল, ভদ্রমহিলা কষ্টের জীবন যাপনের পর আজ সুখী, আজ আর তাঁর কোনো অভিযোগ বা দুঃখ নেই।'

১৯০৮ সালের শেষের দিকে রোজা মোগুাভি যখন আমেরিকাতে এসেছিলেন তখন তিনি আঠারো বছর বয়েসের একটি যুবতী বধূ। উনিশ বছরে পড়বার

আগেই তিনি মিনেসোটার এক খনির ছাউনিতে ষোল জন লোকের রান্না করছেন এবং তাদের কাপড়-চোপড় কাচছেন। ছেলেবেলা থেকেই সাধারণ ইতালীয় পরিবারদের যে ধারার সঙ্গে আমি পরিচিত, মোণ্ডাভিদের গল্পও সেই ধারাতেই প্রবাহিত হয়েছিল।

১৯০০ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে প্রায় তিরিশ লক্ষ ইতালীয় আমেরিকাতে আসে। এর মধ্যে কিছু সপরিবারেই এসেছিল, কিন্তু বেশীর ভাগই পুরুষ এসেছিল একা। এদের মধ্যে কিছু লোকের বিবাহ করবার মত বয়সই হয়নি—তারা এসেছিল তাদের বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে। আবার কেউ কেউ যতদিন না নিজেদের বাড়ীঘর তৈরী করতে পারছে, ততদিনের জন্য স্ত্রীপুত্রকে দেশে রেখে এসেছিল। কিছু কিছু অবিবাহিত যুবক কিছু ডলার সঞ্চয় করবার পর ইতালীতে ফিরে গিয়ে বিয়ে করবে ব'লে আশা করেছিল। এরা সকলেই প্রয়োজনবোধে যে একটি জিনিসের জন্য কামনা করেছিল, তা হচ্ছে নারীর সাহচর্য এবং নিঃসঙ্গ ভাব কমাবার জন্যে পরিচিত পারিপার্শ্বিক। একটি ইতালীয় পরিবারের আতিথ্যলাভের জন্যে তারা যথেষ্ট, অর্থ দিতে রাজী ছিল; সেই পরিবারে তারা তাদের পরিচিত রান্না খেতে পাবে এবং নিজেদের বাড়ীর মতই ব্যবহার পাবে।

এই চাহিদা মেটাবার জন্যে আমেরিকার প্রায় প্রত্যেকটি ইতালীয় পরিবার ১৯০০ সাল নাগাত শুরু করে কুড়ি বছর ধ'রে বাইরের লোককে খেতে এবং থাকতে দিয়েছে সাধারণতঃ প্রত্যেকটি বাড়ীই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক বৃহৎ, কোলাহলমুখর, আনন্দময় পরিবার। খুব বেশী নয়, তবে কখনও কখনও এই ধরণের পরিবারের কাজ ঠিকভাবে চালান হত না। ভালোই হোক, আর মন্দই হোক, এতগুলি লোকের ভার যখন বাড়ীর গৃহিণীকেই বহন করতে হত তখন সে দায়িত্ব যে কতখানি, তা অনুমান করাও কঠিন। তার গুরুত্ব কল্পনা এমন কি ইতালীতেও, যেখানে কয়েক জায়গায় জীবজন্তুদের কাজ মেয়েদের দিয়ে করানো হ'ত, সেখানেও মেয়েদের এত কঠিন পরিশ্রম করতে হ'ত না।

এক হিসেবে বলতে পারা যায় যে, মিসেস মোণ্ডাভি তাঁর নিজের এবং তাঁর স্বামীর সদ্‌গুণাবলীর জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ইতালীতে তাঁরা দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় ভুগেছেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রেও তাঁরা মাত্র প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার মত খাদ্য উৎপাদন করতে পেরেছিলেন। আমেরিকায় এসে তাঁরা দেখলেন পরিশ্রম করলে ফল পাওয়া যায়; ভালো জমিতে বীজ পুঁতলে ফসল হয়,

প্রতিদিনের পরিশ্রমের বদলে ডলার এবং সেন্ট ঘরে আসে। এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা; এ হচ্ছে প্রতিটি কৃষকের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়া। এই অবস্থায় তাঁরা যে ডলার উপার্জন করার প্রত্যেকটা সুযোগ গ্রহণ করবেন, এটা বুঝতে কিছু কষ্ট হয় না। তাঁরা ইতালীতে যতটা পরিশ্রম করতেন, তার চেয়ে বেশী পরিশ্রম যে এখানে করতেন, তার জন্যে লোভ বা অর্থলোলুপতা দায়ী নয়। এ আর কিছুই নয়, এ হচ্ছে ফলপ্রসূ কাজের প্রতি চাষীর সহজাত ভালবাসা।

অপরকে খাওয়ানো হচ্ছে লাভজনক কাজ। এই কারণেই কিছু বাইরের লোককে বাড়ীতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এ ছাড়াও অন্য কারণ ছিল। বাসস্থান সন্ধানকারীদের কাছ থেকে গৃহস্থের ওপর ক্রমাগতই চাপ পড়েছিল। পঞ্চাশ ষাটটি অবিবাহিত পুরুষ যেখানে বাস করত, সেরকম পল্লীতে প্রায়ই মাত্র দুই বা তিনটি ইতালীয় পরিবার ছিল। কজেই পুরুষেরা পরিবারভুক্ত হবার জন্যে অনুনয় বিনয় করত। তারা গৃহকর্ত্রীকে বাড়ীর কাজে সাহায্য করবে বলে অঙ্গীকার করত। দু'জনে এক বিছানায় বা চারজনে এক ঘরে শুতে তাদের আপত্তি ছিল না। "মিসেস গাওয়াদাবোবা, দয়া ক'রে আমাকে আপনার বাড়ীতে স্থান দিন। আমার মা-বেচারা আমার জন্যে ভেবে মরছে—তাঁর দিকে তাকিয়ে আমাকে দয়া করুন। আমি আপনার বাড়ীতে আছি এবং আপনি আমার মায়ের মত, এ-কথা লিখলে তিনি ক'ত খুশী হবেন। আমায় দয়া করুন।"

মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা রোজগারের বাসনার ফল দাঁড়ালো এই যে, প্রায় প্রতিটি পরিবার বহু বাইরের লোককে স্থান দিল। তারা বড় বড় বাড়ী ভাড়া ক'রে দুই বা তার চেয়ে বেশী লোককে এক একটি ঘরে থাকতে দিল, প্রকাণ্ড খাবার টেবিল ও চেয়ার তৈরী করাল, পিপে পিপে মদ কিনল—আর গৃহকর্ত্রীর কাজের বোঝা বাড়াল।

গড়ে প্রতি পরিবারে ছ' থেকে বারো জন লোক নেওয়া হয়েছিল। গৃহকর্তা কলে বা খনিতে কাজ করতেন। যদি তাঁর বিবেচনা বুদ্ধি থাকত, তিনি সময় পেলে স্ত্রীকে সাহায্য করতেন। অবশ্য বাড়ীর কর্তা খাবার জন্যে অল্প সময় ছুটি ছাড়া দিনে অবিশ্রান্ত দশ ঘণ্টা ক'রে কাজ করতেন। প্রতি দিন বারো ঘণ্টা তাঁকে বাড়ীর বাইরে থাকতে হ'ত; কাজেই ডিনার খাবার পরে খাবার পাত্রগুলি ধুতেও তাঁর মন চাইত না।

এরকম বাড়ীর কর্ত্রীকে পরিবারস্থ লোক ছাড়াও গড়ে আট জনের জন্যে রান্না এবং কাপড়চোপড় কাচা কাজ করতে হ'ত। রুটি সেঁকা, খাবার তৈরী করা এবং মেজে পরিষ্কার করার কাজ তিনিই করতেন। ভোর পাঁচটায় কাজ শুরু ক'রে রাত এগারোটায় তিনি ছুটি পেতেন। এবং এই সব কাজ করবার জন্যে তিনি কাপড় কাচার যন্ত্র, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, গরম জলের হিটার বা গ্যাস-স্টোভের সাহায্য পেতেন না।

যখন গৃহকর্ত্রী সন্তানসম্ভাবা হতেন, তখনও তিনি শেষ সময় পর্যন্ত কাজ করতেন। যখন বাচ্চা জন্মাত তখন মাত্র সপ্তাহ দুয়েক তিনি কাজ বন্ধ রাখতেন। পরে অপর সব কাজের সঙ্গে বাচ্চাটিরও দেখাশুনো করতে হ'ত।

প্রশ্ন হ'তে পারে, কেন তিনি অত কাজ করতেন? ধরুন, কাপড়চোপড় কাচবার জন্যেও ত' তিনি কাউকে রাখতে পারতেন। এর জবাব হচ্ছে: দেশাচার। তিনি তাঁর ইতালীয় দেশাচারকে নতুন রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন। ইতালীতে নারীর কর্তব্য হচ্ছে, পরিবারস্থ পুরুষদের কাপড়-চোপড় কেচে পরিষ্কার রাখা। কেনো সুস্থ নারীই ধোবার বাড়ীতে কাপড়চোপড় কাচতে পাঠানোর কথা চিন্তাও করতে পারতেন না।

মেয়েদের আর একটি গুরুভার বহন করতে হ'ত—তাদের স্বামীদের সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন ছিল। তারা চাইত সেবা। তাদের দাবি ছিল অসম্ভব। পকেটে পয়সা এবং তা খরচ করবার জন্যে প্রচুর জিনিস থাকায় খাওয়ার ব্যাপারে তাদের ভীষণ স্বাতন্ত্র্য ছিল। সকলকে খুশী করবার মত কোনো একটি রান্না করা অসম্ভব ছিল। টনি মাছ পছন্দ করত না। গিওভ্যানি একটি বিশেষ ধরণে প্রস্তুত মাংস কখনই খেত না। রবার্টো একটি প্রধান ভোজ্যবস্তু অপছন্দ করত। অ্যালফ্রেডো কয়েকটা শাকসবজী একেবারে দেখতে পারত না। পরিবারের কর্ত্রীকে প্রায়ই প্রতি সন্ধ্যায় নানা রকমের ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে হ'ত।

বিদেশ থেকে এসে নতুন বসবাসকারী পরিবারের কর্ত্রীকে এই ধরণের কতকগুলি বোঝা বইতে হ'ত। অবশ্য এ ছাড়াও অন্যান্য বোঝা ছিল—এবং সেগুলি হয়ত' দেহ এবং মনের পক্ষে আরও বেশী সাংঘাতিক।

বাড়ীতে তাদের যে-সব লোকের দেখাশুনো ক'রতে হ'ত, তারা সকলেই অবিবাহিত। দলগতভাবে তারা রুক্ষপ্রকৃতির, অশিষ্ট ও নির্বোধ। আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তাদের কোনো শিক্ষা ছিল না; তাদের বাসনা ছিল যেমন

প্রবল, আত্ম-সংযম ছিল তেমনি কম; তারা সকলেই কঠিন পরিশ্রমী। এদের মধ্যে জনকয়েক যে অপ্রীতিকর লোক থাকবেই, এত' অবধারিত—কারুর হয়ত নারীদের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ এবং নারী ও বালকবালিকাদের সামনেই তারা অভদ্র ভাষা ও ভঙ্গীতে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত ক'রত। গৃহস্থকে এই ধরণের লোকেদের সঙ্গে জনবহুল জায়গায় একসঙ্গে বসবাস করতে হ'ত ব'লে ছেলেপুলেদের তাদের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখা গৃহকর্ত্রীদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠত।

রোজা নিজের ছেলেদের এই কুপ্রভাব থেকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর বাড়ীতে বসবাসকারী লোকেদের কোনো রকম অসদাচরণ করতে সোজা বারণ ক'রে দিতেন। যারাই তাঁর বাড়ীতে থাকতে চাইত, তাদের তিনি বলতেন, "আমার বাড়ীতে তাসের জুয়া চলবে না। মদ খাওয়াও চলবে না। অসভ্য ব্যবহার কোনো সময়ে নয়। যে-কেউ এ-কাজ করবে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে বলা হবে।"

তিনি তাঁর দাবি সম্বন্ধে এমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অবিচল ছিলেন যে, যারা তাঁর বাড়ীতে থাকত, তাদের তাঁর কথা অনুযায়ী চলা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। চোদ্দ বছরের মধ্যে মাত্র একবার একটি লোককে তাঁর বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে বাধ্য করার প্রয়োজন হয়েছিল।

এই চোদ্দ বচ্ছরের মধ্যে রোজার বাড়ীতে কখনই পনেরো জনের কম লোক ছিল না। কারুর সাহায্য না নিয়ে তিনি তাদের রান্না করেছেন, কাপড় কেচেছেন এবং সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছেন। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি একাধারে হয়েছেন তাদের মা ও সেবিকা। প্রতিদিন তিনি প্রাতরাশে, মধ্যাহ্নভোজে ও সায়ংভোজে প্রতিটি লোককে তার সবচেয়ে পছন্দমত (খাদ্য) দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি সব সময়েই তাঁর লোকেদের বাড়ীর তৈরী রুটি, চমৎকার মাংস, প্রধান ভোজ্যবস্তু, মাছ, প্রচুর শাকসবজী ও মদ, চীজ এবং কফি দিতেন। তিনি সব সময়েই ভাল রাঁধতে পারতেন। তিনি সব সময়েই উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করতেন।

রোজার বয়স যখন ছাব্বিশ, তার সাত বছর আগে তিনি বাইরের লোকদের খাওয়ানো শুরু করেছেন। এই সময়ে তাঁর চতুর্থ এবং শেষ সন্তানের জন্ম হয়। ছেলেপুলেরা জীবনকে যেমন কষ্টকর ক'রে তোলে, অপরদিকে তেমনি আবার সুখকরও করে। রোজা মোণ্ডাভি মা হিসেবে বিশেষ ক'রে

ভাল ছিলেন। তাঁর উদার চরিত্রের সমস্ত ব্যগ্রতা নিয়ে তিনি তাঁর ছেলেদের ভালোবাসতেন। তিনি তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন এবং বাধ্য হতে শিখিয়েছিলেন। তিনি তাদের ন্যায়-অন্যায়ের অর্থ শিখিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন অর্থের প্রকৃত মূল্য এবং কর্মের আনন্দ।

তাঁর বয়স যখন একত্রিশ বছর, তখন তিনি তাঁর পরিবারে বাইরের লোক থাকা বন্ধ করে দিলেন। নাম করবার মত কাজ তিনি অনেক করেছিলেন। বাড়ী ছেড়ে, বহু দূরে যে-সব লোক বাড়ীর মেয়ে ছাড়া একাই এসেছিল, তাদের তিনি মা হয়েছিলেন। তাঁদের চারটি ছেলের থাকবার জন্যে একটি বাড়ী করবার ব্যাপারে তিনি তাঁর স্বামীকে সাহায্য করেছিলেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তিনি তাঁর স্বামীপুত্রদের দেখাশুনো করবার জন্যে তাঁর সমস্ত সময় ব্যয় করবার অধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন। তিনি এই অধিকার লাভ করবার জন্যে চোদ্দ বছর ধ'রে কঠিন পরিশ্রম করেছেন, অবশ্য আমেরিকা তাঁকে এই সুযোগ দিয়েছিল ব'লে তিনি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেন।

লোদিতে মোণ্ডাভিদের সঙ্গে সান্ধ্যভোজটা আমি এত উপভোগ করেছিলাম যে, পরের সপ্তাহে তাদের সঙ্গে আবার সান্ধ্যভোজ খাওয়ার নিমন্ত্রণ আমি যথার্থ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম। এবার অতিথিসৎকারের পালা রবার্ট মোণ্ডাভির—তাঁর নিজের বাড়ী সেন্ট হেলেনাতে। আবার আমি চমৎকার খাদ্য ও উৎকৃষ্ট পানীয়ের দ্বারা আপ্যায়িত হয়েছিলাম, কিন্তু সবচেয়ে বেশী তৃপ্ত হয়েছিলাম পরিবারটির বন্ধুত্বপূর্ণ সদাশয়তায়।

সান্ধ্যভোজের পর আমরা উপত্যকা অঞ্চলের প্রকাণ্ড এক গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর বসে কফি খাচ্ছিলাম। কফি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গল্প করতে করতে এক সময় মুহূর্তের জন্যে আমি চুপ ক'রে গিয়েছিলাম, মোণ্ডাভি এবং তাদের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে চিন্তা করবার জন্যে।

আমি তাদের মদের কারখানার দিকে তাকিয়েছিলাম; তারপর গাছে-ঝোলা আঙুরগুলোর দিকে, সব শেষে তাদের পেছনে পাহাড়ের দিকে। আকাশ ছিল নির্মল, সূর্য সতেজ, বায়ু অচঞ্চল। বাচ্চারা খেলা করছিল; তাদের বাপ-মা, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

আমার ভারী আনন্দ হয়েছিল। মোণ্ডাভিরা তিন পুরুষ ধ'রে আমেরিকার একটি প্রাচীনতম ও সুন্দরতম দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বাস করছে দেখে আমি উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলাম। সিজার ও রোজা লেখাপড়া না জানলেও, বিদেশে বাস

করতে এসে কেবল মাত্র দু'জনের পরিশ্রমের জোরে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক হয়েছেন। ইতালীতে ধনী ভূস্বামীরাই এ-সব জিনিসের অধিকারী হয়, কিন্তু এই নতুন জগতে এ-জিনিস প্রত্যেকটি কৃষকেরই নাগালের মধ্যে।

সিজার এবং রোজা তাঁদের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করছেন দেখেও আমি আনন্দ পেয়েছিলাম। তাঁরা তাঁদের জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মার্কিনী হয়ে উঠেছেন। আমেরিকা তাঁদের সুযোগ দিয়েছে এবং তাঁরাও প্রতিদানে তাঁদের নতুন দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা তাঁদের সরল কৃষকজীবনের সদ্‌গুণাবলী ও নিজেদের চিরাচরিত প্রথা বজায় রেখেছেন; তাঁরা ভদ্র, উদার, নম্র কৃষকই থেকে গেছেন।

লুই মার্টিনী

১৯০০ সালে তের বছর বয়সে লুই মার্টিনী জেনোয়ার নিকটবর্তী পেত্রা লিগুরে থেকে তার কাকার সঙ্গে সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে তার বাবার কাছে এসেছিল। তার বাবা ছিল একজন সুদক্ষ জুতাপ্রস্তুতকারী; সে আগেই এসেছিল ১৮৯৪ সালে। ছেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাপবেটায় মৎস্যব্যবসায়ীর (জেলের) কাজ শুরু করে দিয়েছিল। তারা যেমন কঠিন পরিশ্রম করত, তেমনি থাকতও খুব কষ্ট ক'রে এবং তারা সাফল্যলাভ করেছিল। অর্থাৎ তারা টাকা করেছিল। কিন্তু মাত্র কেনা-বেচা ক'রে টাকা জমিয়ে তাদের কেউই যথার্থ তৃপ্তিলাভ ক'রতে পারছিল না। বাপ ছিল খুব দক্ষ লোক; টাকা ছাড়া বহু জিনিসই তৈরী করতে অভ্যস্ত। ছেলেটির যেমন উদ্ভাবনী শক্তি ছিল তেমনি সে চালাক—মাছ বিক্রী ক'রতে তার আনন্দ পাবার কথা নয়। তাই ১৯০৬ সালে তারা মদ তৈরী করবে ব'লে মনস্থ করেছিল। মদে টাকা আসে—এবং সেটা একটা দরকারী জিনিস। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, মদ তৈরী এমন একটা কাজ, যাতে বাপবেটা দু'জনেই প্রয়োজন মত নিজের নিজের দক্ষতা দেখিয়ে সুখী হ'তে পারবে যতদিনই তারা বাঁচুক না কেন, তারা সব সময়েই আরও ভাল মদ তৈরী করার চেষ্টা করতে পারবে।

তাই ১৯০৬ সালে মদ তৈরী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য লুই মার্টিনী ইতালীতে ফিরে গেল। মদ তৈরীর বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য পৃথিবীতে যে ক'টি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় আছে, আলবার বিদ্যালয়টি তার মধ্যে একটি। লুই মার্টিনী এই বিদ্যালয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিল। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে সে ক্যালিফোর্ণিয়াতে ফিরে এসেছিল মদ্যোৎপাদনকারীর জীবন শুরু করবার জন্যে।

দক্ষ কারিগরদের নিজেদের কাজের ওপর একটা ব্যক্তিগত মমতা থাকে প্রত্যেক জিনিসই তাদের নিজস্ব বিশেষ ধারণা অনুযায়ী ঠিক হওয়া চাই।

একজন মদ উৎপাদনকারী তার দ্রাক্ষাক্ষেত্র কোথায় হবে, সেটা নিজেই নির্বাচন করা পছন্দ করে, আঙুর চারা নিজে পছন্দ ক'রে নিয়ে নিজে হাতে পোঁতে এবং সদা সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে সেগুলির আবাদ করে। ঠিক ছোট ছেলেদের মতই, প্রথম কয়েকটি বছরের দেখাশোনার ওপরই আঙুর গাছের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করে।

যে-লোক কোনো শিল্পচর্চা করে, সে এইভাবেই কাজ করে। এবং এই পদ্ধতি যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এর ফলে কেউ রাতারাতি (মদ্যোৎ-পাদনকারী হিসেবে বিখ্যাত হয়ে পড়ে না)—যেখানে ঘটনা খুব তাড়াতাড়িই ঘটে, সেই আমেরিকাতেও নয়। ভাগ্য সব সময়েই প্রসন্ন থাকলেও একটি ভাল মদকে উৎকৃষ্ট মদে পরিণত করতে কুড়ি বছর ধ'রে ধৈর্য-সহকারে কাজ করা প্রয়োজন হ'তে পারে।

লুই মার্টিনীর ভাগ্য সব সময়েই ভাল যায়নি। যখন তার দ্রাক্ষাক্ষেতের বয়স প্রায় দশ বছর, তখন যুক্তরাষ্ট্রে "মদ্যপান নিষিদ্ধ" ক'রে আইন পাশ হয়ে গেল সারা রাজ্যে, পানীয় হিসেবে সুরাসার তৈরী, বিক্রী বা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠানো নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এই ঘটনা হয় ১৯২০ সালে। এবং ফলে মার্টিনী তার সাধের স্বপ্ন দেখাকে স্থগিত রাখতে বাধ্য হ'ল। ১৯৩৩ সালে আইনটির পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং তখন সে মদের কারখানা তৈরী করতে, দ্রাক্ষাক্ষেত কিনতে মদ্যোৎপাদনকারী হিসেবে নিজের জীবন শুরু করতে পেরেছিল।

তাঁর সঙ্গে দেখা হবার বহু আগেই আমি মিস্টার মার্টিনী সম্বন্ধে শুনেছিলাম এবং তাঁর তৈরী মদও আস্বাদন করেছিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজ, সান্ধ্য ভোজ, মদ আস্বাদনের আসর বা যেখানেই লোকে মদ সম্পর্কে আলোচনা করত, সেখানেই তাঁর সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা শুনেছিলাম, তা' থেকে আমার মনে হয়েছিল, আমেরিকার মদ্যোৎপাদনকারীদের আচার্যরূপে তাঁকে গণ্য করা হয়। সানফ্রান্সিস্কোর সমুদ্রের ধারে ছেলেবেলায় তিনি তাঁর বাপের সঙ্গে মাছ বিক্রী করেছেন, তিনি জীবনে বেশ সাফল্যলাভ করেছেন এবং তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা আছে; তিনি সেন্ট হেলেনাতে খুব সুন্দর বাড়ী তৈরী করেছেন; তিনি স্পষ্টবক্তা, সহজে রেগে যান, বুদ্ধিমান, ধূর্ত জেনোয়ার লোক। লোকে যা-কিছু করত, তিনি তাঁর তীক্ষ্ন, নীল চোখজোড়া দিয়ে সোজা তার ভেতরটা দেখতে পেতেন—এই সব কথা শোনবার পরে আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল

যদিও প্রত্যেকে তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে "লুই" শব্দটা ব্যবহার করে (ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দেবার জন্যে), তবুও কেউই তাঁকে যথেষ্ট ভালোভাবে জানে না।

যা-কিছু আমি শুনেছিলাম. তা থেকে আমার ধারণা হয়েছিল, মিস্টার মার্টিনী নিশ্চয়ই একজন উৎকৃষ্ট চরিত্রের লোক। অসাধারণ চরিত্রের ইতালীয় ঔপনিবেশিকদের সম্পর্কে আমার একটা আগ্রহ আছে এবং সেইজন্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি অত লালায়িত হয়েছিলাম।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা আমি করি কি উপায়ে? তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক—তিনি অর্থ এবং খ্যাতি দুইই অর্জন করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত থাকেন। আর আমি একজন সাধারণ ঔপনিবেশিক; আমার কেনা-বেচার কিছুই ছিল না। আমি খালি মিঃ মার্টিনীকে চোখে দেখতে চেয়েছিলাম এবং সম্ভব হ'লে তাঁকে জানতে চেয়েছিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন না; তবুও আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চেয়েছিলাম এবং সেই কারণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটা নির্দিষ্ট সময় চেয়ে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম।

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎটা তেমন ভাল হয়নি। আমি সেপ্টেম্বর মাসের একটি রবিবারে ক্যালিফোর্ণিয়ার সেণ্ট হেলেনাতে তাঁরই মদ্যোৎপাদন-কেন্দ্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু তাঁদের সেদিন হঠাৎ আকস্মিকভাবে কিছু আঙুর সংগ্রহ করতে হয়; মিস্টার মার্টিনী নিজে সেগুলি নিঙড়ে রস করার কাজ তত্ত্বাবধান করছিলেন। রস বার করবার ঘরের মধ্যে আমি ধৈর্যসহকারে আড়াই ঘণ্টা ধ'রে ব'সে তাঁর কাজ দেখছিলাম এবং তাঁর কাজ শেষ হবার অপেক্ষা করছিলাম। এই সময়ের মধ্যে তিনি কাজ না থামিয়েই আমার দিকে একবার তাকিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি জানেন আমি সেখানে উপস্থিত আছি।

সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় তিনি যখন শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এলেন, তখন আমি আশা করেছিলাম, তিনি আমাকে সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ জানাবেন। কিন্তু সেদিক দিয়েই তিনি গেলেন না।

তার বদলে তিনি বললেন, "দেখুন, মিঃ পেলেগ্রিণি, আমাকে এতখানি ব্যস্ত থাকতে হ'ল ব'লে আমি দুঃখিত। বছরের এই সময়টা মদ্যোৎপাদন কেন্দ্রে কখন কি যে ঘটে, কেউই বলতে পারে না। আর এমন কতকগুলো

কাজ আছে, যা অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এখন ত' খুবই দেরী হয়ে গেছে, আর আমিও ক্লান্ত। কাল ভোরেই আমাকে মোটরে ক'রে সানফ্রান্সিস্কো যেতে হচ্ছে; ফিরব মঙ্গলবার রাত্রে। বুধবার আপনার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।"

তাঁর এই প্রস্তাবের জন্তে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। আমি দ'মে গিয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম বুধবারে ও রবিবারের ব্যস্ত-কর্মধারার পুনরাবৃত্তি হ'তে পারে। কাজেই কিছুটা দুঃসাহসের ঝুঁকি নিয়েও আমি অপর একটি প্রস্তাব করেছিলাম। আমারও সানফ্রান্সিস্কো যাবার একটা মতলব ছিল; তাই সেখানে কোনো একটা খাওয়ার সময় দেখা করার প্রস্তাব আমি করেছিলাম। তাঁরই কথামত সেখানকার ফায়র দ্য' ইতালিয়া নামে রেস্তোঁরায় মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় দেখা করা ঠিক হয়েছিল।

পরের দিন বেলা বারোটার কয়েক মিনিট আগে আমি ফায়র দ্য' ইতালিয়ায় পৌঁছেছিলাম; মার্টিনী তার আগেই সেখানে হাজির হয়েছেন। প্রবেশপথের সামনে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি শরতের নরম রোদ উপভোগ করছিলেন এবং মধ্যাহ্ন-ভোজের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যে-সব ইতালিয় বংশোদ্ভূত ধনী সানফ্রান্সিস্কোবাসী এসে উপস্থিত হচ্ছিলেন, তাঁদের সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন; এঁদের মধ্যে কেউবা আইনজীবি, কেউবা ব্যাঙ্কের মালিক, আবার কেউ চিকিৎসক বা ব্যবসায়ী। আমি উপস্থিত হওয়ামাত্র তিনি হাত বাড়িয়ে ত্রস্তে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

"প্রাতঃপ্রণাম মিস্টার পেলেগ্রিণি, পথটা আনন্দে কেটেছে ত'! আপনার কাজকর্ম সেরে ফেলেছেন? নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?" দরজাটা তিনি খুলে ধরলেন এবং আমরা রেস্তোঁরার মধ্যে ঢুকলাম।

ফায়র দ্য' ইতালিয়া বড়ও নয়, সৌখীনও নয়; মার্টিনী কোনো কিছু না ভেবেই রেস্তোঁরাটি নির্বাচন করেছিলেন, যে ওর মধ্যে পছন্দ-অপছন্দের কোন কথাই উঠতে পারেনা। বয়স্ক ইতালীয় ঔপনিবেশিকদের মধ্যে যারা সোজা পশ্চিমাঞ্চলে এসে পঞ্চাশ বছর ধ'রে সানফ্রান্সিস্কোয় বা তার আশেপাশে বসবাস করছে, ফায়র দ্য' ইতালিয়াকে তারা নিজেদের সম্পত্তি ব'লেই মনে করে। রেস্তোঁরাটি এবং তারা একই সঙ্গে বড় হয়ে আমেরিকার অংশে পরিণত হয়েছে। রেস্তোঁরাটি যেন তাদেরই। এর খাবারঘরে তারা বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে দেখেছে তাদের পুরোণো দেশের বিখ্যাত লোকেদের

অভ্যর্থনা জানিয়েছে, বিবাহের আগে তাদের প্রেমিকাদের আপ্যায়ন করেছে, খাবার টেবিলের চারদিকে জমা হয়ে ইতালীয়দের সহজাত সহজ কোলাহল-প্রিয়তার সঙ্গে তর্ক করেছে, ঘৃণা করেছে এবং ভালোবেসেছে।

তারা যে রেস্তোঁরাকে নিজেদের পছন্দমত তৈরী করেছে এবং নিজেদের মাপকাঠি অনুযায়ী উৎকর্ষের চরমে এনেছে, সেখানে তারা বাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্যই অনুভব করে। তাদের আদর্শটাও খুবই সঙ্গত। সুপের বড় বড় পাত্র এবং ঠিকভাবে রান্না করা সবুজ শাকসবজী খুব বেশী থাকা চাই; জলপাইয়ের তেল খাঁটি ও সুগন্ধি হওয়া চাই; মাংস, মাছ ও মুরগী হবে তাজা। বিশেষ পাত্র ক'রে শবজী টেবিলে রাখা হবে, জলপাইয়ের তেল, নুন ও মরিচের সঙ্গে। ভাল রুটি, ভাল মদ, চীজ, পাকা ফল, বিশেষভাবে খাদ্য প্রস্তুত পুরুষ খানসামা —এবং পরিচ্ছন্নতা। এই আদর্শ থেকে এতটুকু বিচ্যুতি ঘটলে কর্তৃপক্ষকে গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হবে। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজের সময় আমি দেখেছিলাম, একজন তাড়াতাড়ি-কথা-বলিয়ে লোক দাঁড়িয়ে উঠে তাকে একটি খারাপ ফল খেতে দেবার জন্যে কর্তৃপক্ষকে চড়া গলায় গালমন্দ করেছিল।

যে-সব লোকের কাছে থেকে ফায়র স্ত' ইতালিয়া তার বৈশিষ্ট্য পেয়েছিল, তারা খুব শিগ্‌গিরই বিদায় নেবে। যে ঔপনিবেশিকেরা এখানে প্রথম খেয়েছিল, আর পঞ্চাশ বছর পরে তাদের অধস্তন পঞ্চম বা ষষ্ঠ পুরুষ এর খরিদ্দার হবে। "ঔপনিবেশিক"রা তার বহুপূর্বেই গত হবে। কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা, ইতালীয় সুপ আর বিশেষ খাদ্য চিরকাল বেঁচে থাকবে। তারা ভবিষ্যতের আমেরিকার একটি বিশেষ অলঙ্কার হয়ে শোভা পেতে থাকবে এবং তাদেরই মধ্যে বেঁচে থাকবে ইতালির লোকেদের অদ্ভুত শুভবুদ্ধির কিছুটা অংশ, তাদের বেঁচে থাকবার ও জীবনের ভারকে হাসিমুখে বইবার আগ্রহ।

আমরা বসবার একটু পরেই মিঃ মার্টিনী আমাদের পাশের টেবিলের একটি লোকের দিকে ফিরেছিলেন, "একটু চীজ খাবে, বন্ধু?"

আমরা আসন গ্রহণ করবার আগেই লোকটির দিকে আমার চোখ পড়েছিল। লোকটিকে দেখতে মেক্সিকোর চাষীর মত; মনে হয়েছিল, সে, আত্মসচেতন এবং এই সমৃদ্ধ রেস্তোঁরাতে বেমানান। তার মুখখানা একজন সদয় বিভ্রান্ত লোকের মত এবং কেন যে সেখানে সে খেতে এসেছে, তা আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না। যখন মিঃ মার্টিনী তার সঙ্গে কথা কইলেন, তখন আমি যুগপৎ বিস্মিত ও আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম।

কিছুক্ষণের জন্যে মেক্সিকানটির মুখে কোনোরকম পরিবর্তন দেখা গেল না ; সে প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি। তারপর যখন খানসামাটি মিঃ মার্টিনীর আদেশমত তাকে এক প্লেট চীজ এনে দিয়েছিল, তখন সে হেসে বলেছিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ আপনাকে ধন্যবাদ।"

এই ঘটনায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো কিছু না বলাই সাব্যস্ত করেছিলাম। মনে হয়েছিল মিঃ মার্টিনী হয়ত' ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন। আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজ শেষ ক'রে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লাম। যেই আমরা দরজা দিয়ে বাইরে আসলাম, অমনি মিঃ মার্টিনী বোঝাতে শুরু করলেন।

আমার কাঁধের ওপর একটি সস্নেহ হাত রেখে তিনি বলেছিলেন, "মিঃ পেলেগ্রিণি, শুনুন। আমার হাতে একটি মাত্র কাজ রয়েছে ; কিন্তু কাজটা অত্যন্ত জরুরী এবং এর জন্যে সারা বিকেলটা লেগে যেতে পারে। যে মেক্সিকানটিকে আমি চীজ খেতে দিলাম, সে বেচারা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। আমি তাকে আমাদের সঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজ খেতে বলেছিলাম, কিন্তু সে আমাদের সাক্ষাৎকারের মাঝে আসতে চায়নি। সেইজন্যে আপনি আসবার আগেই আমি তার খাবারটা কিনে দিয়েছিলাম। এই দেশে ওর প্রবেশাধিকার নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন উঠেছে এবং কর্তৃপক্ষ ওকে প্রশ্ন করতে চান। লোকটি ভাল। একটি প্রকাণ্ড পরিবার ওর ঘাড়ে। একটি চমৎকার কর্মী। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। জানিনা, ওর কোনো ভালো করতে পারব কিনা ; কিন্তু যদি ওকে সাহায্য করা সম্ভব হয়, আমি সাধ্যমত— সমস্ত কিছুই ওর জন্যে করব।"

শেষের কথাগুলো এমনই একটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছিল যে, মেক্সিকানটি প্রায় বেঁচেই গেল ব'লে আমার মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে বহু সুযোগের মাধ্যমেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, মার্টিনী মাত্র একটি পথই জানেন—এগিয়ে যাবার পথ ; এবং তাঁর একটিমাত্র মানসিক অবস্থা ছিল—আনন্দময়। এমন নয় যে, তাঁর মনে কখনও দ্বিধা আসে নি। তিনি সতর্কতার সঙ্গে চলতেন এবং মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতেন ; কিন্তু চলবার জন্যে যখন তিনি প্রস্তুত হতেন, তখন তিনি সব সময়ে এগিয়েই চলতেন।

পরের দিন বিকেল পাঁচটার সময় আমরা সেন্ট হেলেনাতে ফিরে যাবার জন্যে মিলিত হয়েছিলাম।

গাড়ীতে উঠতে উঠতে মিঃ মার্টিনী প্রথমেই যে-কথা বলেছিলেন, তা হচ্ছে এই : "মেক্সিকানটির জন্যে আমি কিছু করতে পারব, বলেই আমার বিশ্বাস। কতটা পারব বা কত দিনে পারব, তা আমি জানিনা ; তবে কিছু-না-কিছু করতে পারব, এ আমি স্থির জানি। যাই হোক, চেষ্টা ত' করি।"

"জিজ্ঞেস করতে পারি কি, ঘটনাটি কি ?"

"কি ঘটনা ? ঘটনা ?", চোখকে বিস্ফারিত ক'রে, সারা মুখে অধীরতার চিহ্ন ফুটিয়ে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন, "এই হচ্ছে ঘটনা : যে-উপায়ে ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল, তাতে কিছু গণ্ডগোল আছে। ইতালীয় সরকারের পদস্থ কর্মচারীদের ভাষায় ব'লতে গেলে কাগজপত্র ঠিক নেই।" কিন্তু মিঃ পেলেগ্রিণি বলুন তো, কার কাগজপত্র ঠিক আছে ? আপনার ? আমার ? একটা লোক দেখান, যার কাগজপত্র সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে রয়েছে।"

"আরও অন্য বিষয়ও রয়েছে এবং সেগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনাই হচ্ছে না ?", আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"ঠিক কথা বলেছেন, মিঃ পেলেগ্রিণি। প্রতি বছর শরৎকালে আমি বহু অপদার্থ লোককে ঠিকে নিতে বাধ্য হই—এমন লোক, যাদের কোনও মূল্য নেই। তাদের কাজ করবার ইচ্ছেটাই চলে গেছে—অবশ্য কোনোকালে তা' ছিল কিনা, কে জানে ! অথচ মদ তৈরীর ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে আমাকে তাদেরই ওপর নির্ভর করতে হয়—সেটি হচ্ছে, গাছ থেকে আঙুর পাড়া। ওরা জানেই না, কোন্ আঙুরটা পাকা, আর কোন্টাই বা কাঁচা। এবং ওদের কোনো আগ্রহ নেই ব'লে ওরা তা শিখতেও পারে না। আর এই লোকগুলোরই কাগজপত্র 'ঠিক' আছে। এবং ঠিক আছে ব'লে তাদের অধিকারও আছে : কাজ করবার অধিকার, সরকারের কাছ থেকে বেকার-ভাতা পাবার অধিকার, একটা নির্দিষ্ট বয়েসে কাজ থেকে অবসর নেবার অধিকার। আর ঐ মেক্সিকানটির কাগজপত্র ঠিক নেই ব'লে তার এ-সব কোনো অধিকারই নেই। সে যে একজন ভাল লোক, সৎ ও বিশ্বাসী লোক, নম্র (বিনীত), সুদক্ষ এবং উৎসাহী কর্মী—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কাজ করে না, নিয়মিত জীবন যাপন করে, এ-সব তথ্যের কোনো দামই নেই।

"তাকে সাহায্য করতে সম্ভবতঃ এইসব তথ্যই আপনার কাজে লাগবে," আমি বলেছিলাম।

"হ্যাঁ, তবে ওকে সাহায্য করবার জন্যে আমাকে রীতিমত লড়াই করতে

হবে। কিন্তু এইটেই কি উচিত? দেখুন মিঃ পেলেগ্রিনি, সরকার বা ব্যবসারে পদস্থ কর্মচারীদের দু'টি মহৎ দোষ হচ্ছে, তারা পরিবর্তনশীল নয় এবং দেখবার চোখ তাদের নেই। আমরা এমন লোক চাই, যারা বেঁকতে জানে এবং গলা বাড়িয়ে (বাঁকের) ওদিকটাও দেখতে জানে। অধিকার সংক্রান্ত কথাবার্তা ব'লতে গিয়ে আমরা এই কথাটা ভুলে যাই যে, কর্তব্যপালন থেকেই অধিকার জন্মায়। মেক্সিকানটির কাজের ইতিহাস পরিষ্কার : সে ঘোড়ার মত শক্তিশালী। সে আঙুরক্ষেতের লোক এবং তার চেয়ে ভালো কর্তব্যজ্ঞান কারুর নেই। সে যে-ভাবে কর্তব্য সম্পাদন করেছে, তার সম্বন্ধে বিচার করে, তার কাজের ইতিহাস দেখে যে-কোনো পদস্থ কর্মচারীর বুঝতে পারা উচিত যে, মেক্সিকানটির নিশ্চয়ই আঙুরক্ষেতে কাজ করবার অধিকার আছে। সে এখন এখানে থাকে এবং একজন ভালো নাগরিক। কাগজপত্রের কথা ভুলে যাও, বেচারাকে কাজ করতে দাও।''

"ঠিক কথা'', আমি বলেছিলাম, "মেক্সিকানটি আপনার খুবই প্রিয় ব'লে মনে হচ্ছে। ও নিশ্চয়ই আপনার ভালো কর্মীদের মধ্যে একজন।''

"হ্যাঁ। ও আমার জন্যে কাজ করে এবং আমি ওকে খুব পছন্দ করি। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে আমি ওকে সাহায্য করতে চাইছি না। কর্তব্য কাজ করার ফলে যে-লোকই অধিকার দাবি করতে পারে, তারই হয়ে আমি লড়ব। আসল ব্যাপার হচ্ছে, এই সমগ্র মদ্যোৎপাদনকারী উপত্যকাটিরই ঐ মেক্সিকান লোকটির মত কর্মীর প্রয়োজন। কালিফোর্নিয়াতে খুব ভাল মদ তৈরী করতে হলে আমাদের একটি জিনিস দরকার—মানুষ, মানুষ এবং সময়। আমাদের আর সব আছে—ভাল মাটি, আবহাওয়া, দক্ষতা। এবং পৃথিবীর যে-কোনো দেশের চেয়ে ভালো আঙুর আমাদের আছে। আমাদের দরকার মানুষের।

"ঐ মেক্সিকানটির মত ?"

হ্যাঁ, ঐ মেক্সিকানটির মত। শুনুন, মিঃ পেলেগ্রিনি। তেরো বছর বয়সে, সানফ্রান্সিস্কোতে একজন মৎস্যব্যবসায়ীরূপে আমার জীবন শুরু হয়। তখন থেকে এই বাহান্ন বছর ধ'রে আমি ব্যবসা করছি। আমার মনে হয়, কিছু (মতামত প্রকাশ) করবার অধিকার আমার হয়েছে। ব্যবসাতে—শুধু ব্যবসাতে কেন, জীবনের সর্বত্রই—যা সত্যিকারের অন্যায়, তা হচ্ছে প্রত্যেকেই কাজ না ক'রেই তাড়াতাড়ি বড়লোক হতে চায়। দ্রুত সাফল্য এবং তার

জন্তে তোমার বন্ধুদের কাজে লাগাও, তোমার রাজনৈতিক দলকে, ধর্মকে তোমার পরিবারকে নিয়োগ কর। বাজি না দৌড়েই শেষ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাও। এই রোগ, এই অসাধুতা সাধারণ কর্মীদেরও সংক্রামিত করেছে। কাজ ক'রে তারা গর্ব অনুভব করে না, সামান্ত মাত্র কাজ করে পুরো দিনের মাইনে আদায় করতে পারাতেই তাদের গর্ব। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। এই উপত্যকায় আমাদের সকলেরই কিছু চমৎকার কর্মী আছে। তাদের ছাড়া আমরা চলতেই পারতাম না। কিন্তু বেশীর ভাগেরই বেলায় আমি যা বলছি, তাই সত্যি। প্রত্যেকেই চায় অধিকার; যৎসামান্ত লোকই তাদের কর্তব্য পালন করতে চায়। যে-কথা বলছিলাম, উচ্চশ্রেণীর মদ তৈরী করতে গেলে আমাদের কর্মীর প্রয়োজন—আঙুরক্ষেতে আর মদ রাখার ভাঁড়ারে। মদ ভালো জাতের হওয়া সব প্রথমে নির্ভর করে আঙুরের চাষের ওপর। আঙুর গাছকে ঠিকমতভাবে ছেঁটে উপযুক্তভাবে চাষ করতে হবে। তারপর গাছ থেকে পাকা আঙুর সংগ্রহের কাজ। এর পরে মদকে ভাঁড়ারে রাখতে হবে পুরোণো হবার জন্তে। এই সমস্ত কাজই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনোটা যদি ঠিকভাবে করা না হয়, তাহ'লেই মদের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। এখন দেখতে পাচ্ছেন, ভাল জাতের মদ তৈরী করবার জন্তে লোকের দরকার বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি?

তিনি যতটা ভেবেছিলেন, আমি হয়ত' তার থেকে একটু বেশীই বুঝেছিলুম। বাড়ী-রাস্তাঘাট, রেলরাস্তা বা যেখানেই লোকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছিল, সেখান থেকেই আমি মার্টিনীর সময়ের কৃষক ঔপনিবেশিকদের ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে দেখেছি,—এরা কাজকে ভয় খেত না বরং ভালোবাসত এবং কাজকে একটা শিল্পের রূপ দিয়েছিল।

মিঃ মার্টিনী বলে চলেছিলেন, "মেক্সিকানটির মত লোকই হচ্ছে আদর্শ কর্মী। কি করতে হবে এবং কখন করতে হবে, তা' তারা জানে। তারা আদেশ পাবার অপেক্ষায় বসে থাকে না। প্রায়ই তারা তাদের মনিবদের মূল্যবান উপদেশ দিয়ে থাকে। ওদের কারুর সঙ্গে ঘড়ি থাকে না। কাজ শেষ হ'লে তারা বাড়ী যায়—তার আগে নয়। অর্থাৎ এক কথায়, শিল্পীদের কাছে যেমন, তেমনি এদেরও কাছে কাজ হচ্ছে জীবন। তারা কাজ ক'রে আনন্দ পায়। আমরা যখন একটা সেরা জাতের মদ তৈরী করি, তখন এই ধরণের লোকেরা আমাদের থেকেও বেশী খুশী হয়।"

"এরা যখন আর থাকবে না? তখন কি আঙুরক্ষেত্রেরও সমাধি রচিত হবে?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"ওরা একেবারে শেষ হয়ে যাবে না। সব সময়েই কিছু না কিছু থেকেই যাবে। শিগ্‌গিরই হোক বা দেরীতেই হোক, একদিন না একদিন তাড়াতাড়ি টাকা করার ইচ্ছাকে আমরা জয় করব; সেইদিন মানুষ তার কাজের সম্মানবোধ ফিরে পাবে। জীবন ঘুরে ঘুরে আসে—এর শেষ নেই। আমার কথাই ধরুন না কেন, মিঃ পেলেগ্রিণি, দৈনন্দিন জীবনে আমি গম্ভীর লোক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাসিখুশী। আজকের দিনটা সম্বন্ধে কখনই নিশ্চিন্ত থেক না; তাহ'লেই কালকের দিনের সম্পর্কে তুমি নিঃসন্দেহ হতে পারবে। জীবনটাকে এই রকম বাস্তবভাবেই দেখতে হয়। আজ আমি আঙুর নিঙড়ে যে-রসটা বার করলুম, আজ থেকে দশ বছর পরে সেটা একট উঁচুদরের মদে পরিণত হবে, এ-সম্বন্ধে যদি আমাকে নিশ্চিন্ত হতে হয়, তা'হলে এই দশ বছরের প্রতিটা দিন আমাকে সন্দিগ্ধ থাকতেই হবে। এটা মানেন তো?

আমি তার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম। চরমোৎকর্ষের প্রতি লুই মার্টিনীর আগ্রহ সুবিদিত। এই সম্পর্কে বহুদিন আগে আল্‌বা মদ্য-বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আমি যে গল্প শুনেছিলাম, সেইটে মনে পড়ে গেল।

শিক্ষা শেষ ক'রে ছোট লুই তখন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। মদ সম্বন্ধে শেষ বিচারে দু'টি পরীক্ষা আছে—রসায়নাগারের পরীক্ষা ও আস্বাদের পরীক্ষা। কোনো মদ একটি পরীক্ষায় বেশ উঁচুদরের ব'লে প্রতিপন্ন হ'লেই যে অপর পরীক্ষাতেও সমান নম্বরই পাবে, তা নাও হতে পারে। এমন কতকগুলি মদ আছে, যেগুলিকে কর্মীরা রসায়নাগারে পরীক্ষায় ত্রুটিপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করলেও আস্বাদনকারীর দল তাদের আস্বাদনশক্তির ওপর নির্ভর ক'রে (নিখুঁত) বলে ঘোষণা করেন। আদর্শ মদ্যোৎপাদনকারীকে এই উভয় পরীক্ষাতেই পারদর্শী হতে হয়।

রসায়নাগারের পরীক্ষায় লুই বেশ ভালো নম্বর নিয়েই উত্তীর্ণ হয়েছিল। এর পর আস্বাদনের পরীক্ষা। তার শিক্ষক তাকে বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি মদ্যোৎপাদন কেন্দ্রের ভাঁড়ারে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওরা দশ বছরের পুরোণো "বেরোলো"-মদের একটি পঞ্চাশ গ্যালন পিপে থেকে কিছু মদ নিয়েছিল। লুই মদের গেলাসটি দেখেছিল, নাড়িয়েছিল এবং মদটির ঘ্রাণ নিয়েছিল। আবার সে ঘ্রাণ নিয়েছিল; তারপর সে গেলাস খালি ক'রে

মদটুকুর আস্বাদ গ্রহণ করেছিল। আর কোনো রকম দ্বিধা না ক'রে সে তার রায় দিয়েছিল :"সামান্ত একটু ধাতব আস্বাদ না থাকলে মদটা নিখুঁত হ'তে পারত।

এরপর শিক্ষক তাঁর পরীক্ষা শুরু করলেন। তিনিও মদটির ঘ্রাণ নিলেন। তারপর তিনি এর আস্বাদ নিতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু মত পরিবর্তন ক'রে আবার গেলাসটিকে নাকের কাছে নিয়ে গেলেন।

"না, আর (কিছু করবার) দরকার নেই। লুই, তোমার অভিমত প্রায় নিখুঁত।" কিন্তু লুই মার্টিনীর পক্ষে 'প্রায় নিখুঁত' যথেষ্ট নয়। "মদে ধাতব-স্বাদ রয়েছে; কিন্তু এছাড়াও আর একটি সামান্ত ত্রুটি আছে। আর একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবে?"

"অনুমতি দেবেন, স্তার?"

"হ্যাঁ, তুমি আর একবার দেখতে পার।"

আরও সতর্কভাবে লুই দ্বিতীয়বার মদটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখল।

"তুমি কি তোমার রায়ের কোনো রকম রদবদল করতে চাও?"

"না, স্তার। আমি ত' দেখতে পাচ্ছি, সামান্ত একটু ধাতব আস্বাদন এর একমাত্র দোষ।

"তাহ'লে তোমাকে বলি", শিক্ষক মহাশয় বলেছিলেন, "ওতে সামান্ত একটু দড়ির—সাধারণ দড়ির গন্ধও রয়েছে। এ খুঁত ধরবার জন্তে মদটাকে খেয়ে দেখাবারও দরকার নেই। তোমার নাকে হ'ল কি? নাক পরিষ্কার রাখ না বুঝি?" পরীক্ষাটিতে সাহায্য করছিল যে সাহায্যকারীটি, তার দিকে ফিরে তিনি পিপেটিকে যথাস্থানে রাখতে বলেছিলেন।

"কেন এমন স্বাদ হয়েছে, সেটা খুঁজে বার করা যাক। শিক্ষক এবং ছাত্র—দু'জনেই ভুল ক'রে থাকতে পারে, এমন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।"

পিপেটাকে উপুড় ক'রে যখন মদ বার ক'রে নেওয়া হ'ল, তখন একটা সাধারণ চাবি তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। চাবিটা একটা দু' ইঞ্চি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। শিক্ষক ছাত্রের দিকে ফিরে মাথা নত করেছিলেন। তারপর তিনি লুইয়ের দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

"পরীক্ষায় ভালো ফল দেখানোর জন্তে তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবার তুমি আমেরিকাতে তোমার বাবার কাছে ফিরে যাও। নাক পরিষ্কার রাখবার কথা মনে রেখো।"

আল্‌বা পরিত্যাগ ক'রে লুই ক্যালিফোর্ণিয়াতে ফিরে এসেছিল মদ্যোৎপাদনকারীর জীবন শুরু করবার জন্যে।

মিঃ মার্টিনী যে-তিনটি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক, তার মধ্যে সেন্ট হেলেনা সবচেয়ে ছোট, নাপা সবচেয়ে পরীক্ষামূলক এবং মন্টি রোজো হচ্ছে সবচেয়ে বড় ও সুসম্পূর্ণ। একটি চমৎকার দিনে মিঃ মার্টিনী এবং আমি তিনটি দ্রাক্ষাক্ষেত্রই দেখতে গিয়েছিলাম। আমরা সকালে প্রথমে দেখেছিলাম সেন্ট হেলেনা। আমরা ঠিক করেছিলাম, এর পরেই আমরা মোটরে ক'রে মন্টি রোজোতে যাব এবং বিকেলের দিকে নাপা দ্রাক্ষাক্ষেত্র হয়ে ফিরে আসব।

পথে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মিঃ মার্টিনী, আপনি এমন মদ কখনও তৈরী করেছেন কি, যাকে আপনি শ্রেষ্ঠ মদ বলতে পারেন?"

তিনি বলেছিলেন, "মদের সম্পর্কে 'শ্রেষ্ঠ' একটা বড় কথা। আপনাকে আগেই বলেছি, ক্যালিফোর্ণিয়ার মদের অবিরাম উন্নতি সাধনে আমি স্থির বিশ্বাসী; কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে আমাদের সময়ের দরকার এবং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সার্থক ক'রে তোলবার জন্যে কর্মীর প্রয়োজন। ইতিমধ্যে এই উপত্যকার প্রতিটি মদ্যোৎপাদনকারী ভালো মদ প্রস্তুত করবার জন্যে যথাসাধ্য করছেন। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন মদ তৈরী করি, যেটা তার বিবেচনায় একটা বিশেষ বোতলে বিশেষ চিহ্ন ধারণ ক'রে থাকবার যোগ্য।"

"মদ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা থেকে শুরু করে যে-সব বাধা অতিক্রম ক'রে আসতে হয়েছে, সে-সব বিবেচনা করলে আজকের দিনের ক্যালিফোর্ণিয়া যথেষ্টই উন্নতি করেছে। ইওরোপের কয়েকটি উৎকৃষ্ট মদের মতই আমাদের মদও ভালো; যদিও তাদের আমি শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিতে পারিনা। সবচেয়ে দরকারী কথা হচ্ছে, আমাদের যে-কোনও ভালো মদ্যোৎপাদনকারীর লক্ষণ থেকে বলা যায় যে, তার মধ্যে উঁচুদরের মদ তৈরীর সম্ভাবনা রয়েছে।"

শিগ্‌গিরই আমরা মন্টি রোজোতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। খাবার পর আমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলাম পরিষ্কার বুঝলাম, মন্টি রোজো সম্বন্ধে মিঃ মার্টিনীর গর্ব ছিল—যে-মদ এ থেকে প্রস্তুত হয়েছে এবং যে-মদ এ থেকে তৈরী হতে পারে ব'লে তাঁর বিশ্বাস, তার জন্যে। আমি তাঁকে অনুসরণ করছিলাম। তিনি জোরে হাঁটতে হাঁটতে যখনই দেখছিলেন যে, একটি দ্রাক্ষালতায় বিশেষ যত্নের প্রয়োজন রয়েছে,

তখনই এক সারি থেকে অপর সারিতে লাফিয়ে যাচ্ছিলেন। সব সময়েই তাঁর মুখে ছিল আঙুর গাছের কথা।

মন্টি রোজো থেকে কুড়ি মাইল মোটর চালিয়ে আমরা নাপা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গিয়েছিলাম।

"নাপাকে আমার বিশেষ পরীক্ষাগার ব'লে আমি মনে করি," ব্যাখ্যা ক'রে বলেছিলেন মিঃ মার্টিনী "অবশ্য আমরা সকলেই সব দ্রাক্ষাক্ষেত্রেই পরীক্ষা করে চলেছি। কিন্তু এই দ্রাক্ষাক্ষেত্রটির ওপর আমার বিশেষ নজর রয়েছে। আপনি জানেন, আমার একটি ছেলে আছে এবং একটি চমৎকার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। ওদের চারটি আশ্চর্য ভালো সন্তান আছে। এই দ্রাক্ষাক্ষেত্রটিকে আমার ছেলে এবং তার পরিবারের উপযোগী করবার জন্যে যে-সময়ের প্রয়োজন, ততদিন আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমার নিজের জন্যে আর সময় নেই। কিন্তু আমার ছেলে এবং তার ছেলেপুলের জন্যে—অন্ততঃ আমি আরম্ভটা করে দিয়ে যেতে পারি।"

"আপনার ছেলের কি মদ্যোৎপাদনের প্রতি আগ্রহ আছে?"

"সৌভাগ্যের বিষয় যে, আছে; শুধু যে আগ্রহ আছে, তাই নয়, তার ক্ষমতাও আছে। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আঙুরের চাষ এবং মদ্যোৎপাদন সম্বন্ধে সে লেখাপড়া করেছে; কাজেই তার জ্ঞান আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে এই যে, এই শিল্পটির প্রতি তার আসক্তি আছে। ওর সেই অতিরিক্ত বস্তুটি আছে, যার সন্ধান বইয়ে পাওয়া যায় না। তার ওপর সে এখন যুবক। এই দ্রাক্ষাক্ষেত্রগুলি উপযুক্ত হাতেই পড়বে।"

১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি মদের দেশে ভ্রমণ করবার জন্যে আমি সস্ত্রীক ক্যালিফোর্ণিয়াতে ফিরে গিয়েছিলাম। লিভারমোর থেকে সাণ্ট ক্লারা অঞ্চল হয়ে উপকূলভাগ দিয়ে আমরা নাপা উপত্যকায় পৌঁছেছিলাম। আমরা আগস্টের শেষ শনিবারে সেণ্ট হেলেনাতে পৌঁছোব এবং অরেগনের দিকে রওনা হবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে থামব; এ-খবর আমি মিঃ মার্টিনীকে আগেই জানিয়েছিলাম।

আমরা সকাল দশটা নাগাদ তাঁর মদ্যোৎপাদনকেন্দ্রে পৌঁছে তাঁকে তাঁর আপিসেই পেয়েছিলাম। তিনি তাঁর ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাঁর হাত দু'টোর মাঝে তাঁর বড় মুখটাকে রেখে হয়ত' কতকগুলো চিঠিপত্র মন দিয়ে পড়ছিলেন। আমি ভেতরে ঢুকতেই তিনি তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে আমার

দিকে তাকালেন, কিন্তু যেমনভাবে ছিলেন, তেমনি ভাবেই বসে রইলেন। তখনও পর্যন্ত কোনো কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে তিনি আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক আমাকে দেখেন নি। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন।

"ওঃ, মিঃ পেলেগ্রিণি, আপনি ঠিক সময়ে এসে গেছেন," খুব আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "মধ্যাহ্নভোজের আগেই আপনি এখানে পৌঁছে যাবেন, এ আমি আশা করেছিলাম এবং যে-মতলব আমি ক'রে রেখেছি, তা নিশ্চয়ই আপনি সমর্থন করবেন। আজ আমরা মন্টি রোজোতে মধ্যাহ্ন-ভোজ সারব; আপনি, আপনার স্ত্রী, আমি এবং আমার আর দুটি বন্ধু—এদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আমি নিজে রাঁধব: মধ্যাহ্ন-ভোজে থাকবে মুরগী, টাটকা শাকসবজী, ফল, চীজ ও আপনার পছন্দ মত মদ। কাল মিসেস মার্টিনী আমাদের বাড়ীতে আপনাদের সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন। ঠিক আছে ত'?"

এ ব্যবস্থা অবশ্যই ভাল। আমাদের এমন কিছু তাড়া ছিল না। তার ওপর মন্টি রোজোর মধ্যাহ্ন-ভোজে লুই মার্টিনীর হাতের রান্না যে-কোনো সময়েই (কাম্য)। তিনি সত্যিই সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছিলেন। আহার্য বস্তু বেঁধেছেঁদে তাঁর চাকর আগেই মোটরযোগে মন্টি রোজোতে রওনা হয়ে গিয়েছিল। এগারোটার সময় আমরা যাত্রা করেছিলাম। অপর অতিথিদের বেলা দুটো নাগাদ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পৌঁছোবার কথা।

ঘটনাটা মনে রাখবার মত। সুন্দর আবহাওয়া। আমরা ক'জন বন্ধু পাহাড়ের চুড়োয় এক দ্রক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে; আঙুরগুলি লাল হ'তে শুরু করেছে কারুরই কোনো ভাবনা নেই, বা তাড়া নেই। কতকগুলো প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় মধ্যাহ্নভোজের খাদ্যগুলো ভারী চমৎকার লাগল। অত সুন্দর মুর্গী আমি কখনো খাইনি। আর মদ তো চমৎকার।

রবিবার মিসেস মার্টিনী এবং তাঁর মেয়ে সান্ধ্যভোজের রান্না রেঁধেছিলেন। যে-সব মেয়ে তারা কি করেছে, তা জানে এবং তাদের কাজকে ভালোবাসে, ঠিক তাদের ধরণেই তাঁরা পরিবেশন করেছিলেন। আমরা এই সান্ধ্যভোজের সঙ্গে সব চেয়ে যে সুন্দর মদ খেয়েছিলাম, সেটি হচ্ছে মার্টিনী ট্র্যামিনার, ১৯৪৭ সালে (পারিবারিক ব্যবহারের জন্য) সংরক্ষিত। অন্য মদও আমরা খেয়েছিলাম, কিন্তু বারে বারেই ফিরে চাইছিলাম ট্র্যামিনার। আমরা ১৯৩৪ সালের

জিন্‌ফাণ্ডেল চেখে দেখে সাব্যস্ত করেছিলাম যে, ওটা বড্ড বেশী পুরোণো হয়ে গেছে। আমরা ১৯৪২ সালের ক্যাবার্ণেট সভিগ্‌ননের একটি বোতল খুলেছিলাম এবং ভাঁড়ারে এ-বোতল খুব কম আছে বলে আফশোষ হয়েছিল। ক্যালিফোর্ণিয়াতে যে ছ'টি শ্রেষ্ঠ মদ আমি চেখেছিলাম এটিকে তারই মধ্যে একটি ব'লে আমার বরাবর মনে থাকবে। আমি জানি, আমরা আরো অন্য সাদা রঙের মদ চেখেছিলাম। কিন্তু সেগুলো কি রকম, তা আমার মনেও নেই, আর তাদের সম্বন্ধে আমি কোনো সংক্ষিপ্ত বিবরণীও লিখে রাখিনি।

যাই হোক, আমার মনে আছে যে, পড়ন্ত বিকেল বেলাতে আমি আর মার্টিনী হাত ধরাধরি ক'রে বাড়ীর পেছন দিকের বড় বড় গাছওলা পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়ে কতকগুলি ক্যাবার্ণেট সভিগ্‌নন আঙুর দেখেছিলাম। তখন ছটা বাজে; পতঙ্গের অলস আওয়াজ সন্ধ্যার আগমনবার্তা জানাচ্ছে, কিন্তু সূর্য তখনো উজ্জ্বল এবং প্রখর। এখানে সেখানে মৃদু হাওয়া একটি আঙুর পাতাকে ধীরে ধীরে ধীরে আন্দোলিত করছে। বাকী সব নিস্তব্ধ ও নিশ্চল।

"মিঃ পেলেগ্রিণি, আজকের দিনটি সুন্দর; তেমনি সুন্দর এই দেশ এবং এই দ্রাক্ষাক্ষেত্র। আমার এখন ছেষট্টি বছর বয়েস।" এই ব'লে তিনি থেমেছিলেন, মনে মনে যেন হিসেব কববার জন্যেই। পাতার আড়ালে লুকোনো কয়েকটি থোকা পরীক্ষা করতে করতে তিনি বলেছিলেন, "আঙুরগুলোয় রঙ ধরেছে—ওদের পাড়বার সময় এগিয়ে এল—ছ' সপ্তাহ কি সাত সপ্তাহ পরেই। আমার ইচ্ছে করছে, কুড়ি বছর বয়েসে ফিরে যেতে, কুড়ি বছর বয়েসের স্বাস্থ্য, শক্তি এবং আমার এখনকার মত কাজের প্রতি আগ্রহ। অবশ্য আমার ছেলে আছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই লুই অনেককিছু শিখে নিয়েছে।"

আমরা ধীরে ধীরে পাহাড়ের ধার বেয়ে উঠে ক্যাবার্ণেটের সব চেয়ে উঁচু সারির কাছে গিয়ে সেখান থেকে ঢালু দিকে নীচু-ঝুলন্ত আঙুরলতাগুলির দিকে তাকিয়েছিলাম। এটা সেন্ট হেলেনা দ্রাক্ষাক্ষেতের একটা অংশ; বাকীটুকু বাড়ীর সামনের নীচু খাদে। গাছে ভর্তি পাহাড়ের ধারের খানিকটা জায়গা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আঙুরলতা পোঁতা হয়েছে এবং সেগুলিকে ক্ষুধার্ত প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে চারদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে। একটি ছোট, কিন্তু আদর্শ দ্রাক্ষাক্ষেত। পাহাড়ের ওপর ঢালু জমি, বিকেলের রোদ পাবে, ওপর দিকে বড় বড় গাছ থাকার দরুণ বাড়তি জলটা নীচে গড়িয়ে আসবে।

ইতালী বা ফ্রান্সে এমন একটি বাড়ীর পেছনদিকের দ্রাক্ষাক্ষেত কোনও সম্রান্ত ব্যক্তির জমিকে গৌরবান্বিত করবার উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হ'ত।

আমরা শেষের সারিটাতে পৌঁছে, ঐ সারির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত পথটুকু হেঁটেছিলাম এবং মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পাতার আড়ালে লুকোনো আঙুরের থোকাগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলাম। প্রায় প্রতিটি ফলেই রঙ ধরেছিল।

"অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আমরা এই ক্যাবার্ণেটগুলি পাড়তে পারব, অবশ্য জলহাওয়া যদি না আমাদের ঠকায়। আমি আপনার নিজের ভাঁড়ারের জন্যে কিছু পাঠিয়ে দেব। কিছুদিন বাদে মন্টি রোজো থেকেও কিছু ক্যাবার্ণেট আপনাকে পাঠিয়ে দেব। দু'জায়গার মদকে আলাদা ক'রে রাখবেন। দুটো আলাদা রকমের হবে।" তারপর নিঃশব্দে হেসে তিনি বলেছিলেন, "মিঃ পেলেগ্রিনি, আপনাকে মদ্য-বিশারদ ক'রে তোলবার চেষ্টা করছি ব'লে আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করছেন না।"

"না, আমি যথার্থই কিছু মনে করিনি।"

সেই রাত্রে ঘরে শুয়ে আমি লুই মার্টিনী সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলাম এবং তাঁকে সমগ্রভাবে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ এবং ঐ বিজ্ঞ জেনোয়ার লোকটির সুনজরে পড়বার পথে বাধার কথা আমার মনে পড়েছিল। ফায়র দ্য' ইতালিয়ার মধ্যাহ্ন ভোজের কথাও মনে হয়েছিল, যেমন মনে হয়েছিল সেই মেক্সিকানটির কথা এবং একটি ভালো কাজ করতে পারায় তাঁর আনন্দ ও গর্বের কথা—আমাদের অনেক কথোপকথনের বিষয়ও মনে পড়েছিল।

এবং আমার মনে পড়ে, আমাদের বহু কথাবার্তার মধ্যে তাঁকে কখনও 'অর্থ' কথাটার একবারও উল্লেখ করতে শুনিনি। এটা আমার মনে হবার কারণ হচ্ছে এই যে, গরীব ঘরের কোনো ইতালীয় ঔপনিবেশিক যখনই জীবনে সাফল্যলাভ করেছে, তখনই সে সাধারণতঃ নিজের অর্থ সম্বন্ধে বিরক্তিকরভাবে সচেতনতা প্রকাশ করেছে। কিন্তু হাজার হাজার বাক্স মদভর্তি ভাঁড়ারে, আঙুরলতাপূর্ণ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে, মদ্যোৎপাদন কেন্দ্রে বা বাড়ীতে—কোথাও তিনি কখনও বলেননি, "এর দাম হচ্ছে এত।" দ্রাক্ষাক্ষেতে তিনি মদকে কি উপায়ে কারো ভালো করা যায়, সে-সম্বন্ধে কথা বলেছেন; বাড়ীতে তাঁর বাড়ী এবং তার পরিবেশের উন্নতির জন্যে তিনি কি চেষ্টা করেছেন, সে-সম্বন্ধে কথা বলেছেন; কিন্তু অর্থের কথা—কখনো কিছু বলেন নি।

মনে জেগেছিল, একজন সদ্‌গুণবিশিষ্ট লোকের ছবি কাজ করতে এবং গড়তে যে আগ্রহশীল। বাড়ী এবং দ্রাক্ষাক্ষেত তার কাছে পরীক্ষাগার—সব জিনিসকে নিখুঁত করে তোলবার জন্যে যেখানে তিনি কাজ করে চলেছেন সব সময়ে। তিনি বলেছিলেন, "চারদিকে নিখুঁত জিনিসের মধ্যে আমি বাস করতে চাই—লোক দেখানোর জন্যে নয়, আমার অন্তরের তাগিদে।" তাগিদ কিসের? তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্র, তাঁর বাসস্থান, তাঁর জগতের মানোন্নয়নের তাগিদ।

গুইডো সেলা

গুইডো সেলার বন্ধু করবার ক্ষমতা ছিল—। একটি সমাবেশে, যেখানে লোক গোল হয়ে জড়ো হয়, সেখানেই সে বৃত্তের ধারে না থেকে সব সময়েই কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকত। কথা ব'লতে সে ভালোবাসত এবং ভালই ব'লতে পারত। মানুষকে কি ক'রে হাসাতে হয়, তা সে জানত। তার প্রচুর স্বাস্থ্য এবং শক্তি ছিল; উদার ছিল তার প্রকৃতি এবং খরচ করত সে দু'হাতে। জ্ঞানী পর্যবেক্ষক বলতে পারতেন, লোকটি জন্ম-বিক্রেতা।

কিন্তু উচিতমতো লেখাপড়া সে শেখেনি। ছেলেবেলায় সে ইতালিতে মাত্র তিন বছর ইস্কুলে গিয়েছিল; কিন্তু স্বভাবতঃই সে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল—এবং পরে তা সে প্রমাণ করেছে। বিক্ষিপ্তভাবে প'ড়ে সে নিজেকে একটা বাহ্য চাকচিক্য দিতে পেরেছিল এবং এর ফলে সে তার ইতালীয় বন্ধুদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ও উন্নত হতে পেরেছিল; এই বন্ধুদের মধ্যে অধিকাংশই গরীব ঘরের ও অশিক্ষিত। সে নিজের ভাষা ভালোই বলতে পারত। সে ধীরে স্পষ্টভাবে কথা বলত এবং কখনও সখনও তার কথাকে গুটি ছয়েক বা বারোটি কবিতা-পংক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করত।

১৯২০ দশকের মধ্যভাগে, যখন তার শক্তির চরম বিকাশ হয়েছিল, তখন এই রকমই ছিল গুইডো সেলা। তার বহু বন্ধু, সম্ভবতঃ বেশীর ভাগই শেষপর্যন্ত সেলাকে ভালো লোক ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছিল। দানশীল এবং বিশ্বাসী ব'লে তার খ্যাতি ছিল। তার আইনসঙ্গত এবং বে-আইনী বহুবিধ কাজ ছিল; সকল কাজেই সে ছিল সত্যপরায়ণ। যদিও সে অর্থবান ছিল, তবু কখনই তার আচরণে গর্ব প্রকাশ পায়নি। সে হিসেব ক'রে কারুর অনিষ্ট করেছে, এমন অভিযোগও কেউ তার বিরুদ্ধে করতে পারেনি।

কিন্তু অপর দিকে তার বিরুদ্ধে কতকগুলো প্রতিকূল সত্য ছিল। সে একটি লাভজনক আইনসঙ্গত ব্যবসা ছেড়ে একটি বেশী লাভের বে-আইনী ব্যবসা

করছিল। সে জেলে গিয়েছিল। তার স্ত্রী এবং ছেলেপুলেরা তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। তার পরে তার শেষের ক'বছর অত্যন্ত গ্লানিকর। মূলে সে যে ভালো, এ-কথা কি বলতে পারা যায়?

এইটে বলাই বোধ হয় বেশী সত্য হবে যে, অবস্থা অন্য রকম হ'লে সেলা একজন সম্রান্ত ব্যবসায়ী বা পেশাসম্পন্ন লোক হতে পারত। তার ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসমসাহস এবং কল্পনাশক্তি। জ্ঞানার্জনের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষাও সে প্রকাশ করেছিল। বিদ্যা শিক্ষার প্রশংসায় সে শতমুখ এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরই সে সঙ্গ করত। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ যথার্থই শিক্ষার প্রতি ভালবাসা কিংবা নিজেকে শিক্ষিত দেখাবার আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্মেছিল, সে-কথা বোঝা শক্ত।

গুইডো সেলার এক বাল্য বন্ধুর নাম ছিল আর্ম্যাণ্ডো গ্রীলি। ফ্লোরেন্সের উত্তরে অল্প দূরে ক্যাস্‌লনুয়োভো নামে এক শহরে ওরা প্রায় একই সময়ে জন্মেছে। ওরা প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রমী বাপমায়ের বহু সন্তানের মধ্যে একজন; তারা অপরের জমি চাষ করত এবং অতি কষ্টে তাদের পরিবারের প্রাণধারণের উপযোগী মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করতে পারত।

দুই পরিবারের মধ্যে সেলাদের অবস্থা সামান্য ভালো; কেননা চাষ করা ছাড়াও তারা একটা ছোট্ট মুদীর দোকান চালাত। এই দ্বিতীয় ব্যবসায়ের উদ্যমটাই সেলার বাবার সাহসের পরিচায়ক; গুইডো তাঁর কাছ থেকেই এই গুণটি পেয়েছিল। দোকান থেকে যৎসামান্যই আয় হ'ত। এইটুকুরই সহায়তায় ওর বাপ-মা গুইডোকে তিন বছর ইস্কুলে দিতে পেরেছিলেন। অথচ গ্রীলিরা আর্ম্যাণ্ডোকে দু'বছরের পরেই ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও দুই পরিবারই অনেকটা একই ধরণের। তাদের যদি শুধুমাত্র প্রাণ-ধারণের অতিরিক্ত কিছু বাসনা থাকত, তা হ'লে তার সুযোগ সন্ধান ক'রতে হ'ত কাস্‌লনুয়োভা বা ইতালীর বাইরে। ১৯০৬ সালে, গুইডো এবং আর্ম্যাণ্ডোর বয়স যখন চব্বিশ, তখন ওরা আমেরিকার কথা চিন্তা করেছিল। ঐ বছরেরই জুলাই মাসে ওরা নিউইয়র্কে পৌঁছেছিল এবং দু'সপ্তাহ বাদেই পশ্চিমাঞ্চলের রেলপথে কাজে লেগে গিয়েছিল।

তারা সুপরিচিত জীবনধারাই অনুসরণ করেছিল। প্রত্যেকেই সৈন্যবিভাগে কাজ করেছিল। তারপর তারা বিয়ে করে। এর পর ইতালীকে পরিত্যাগ করা সম্ভব কিনা, এ-সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে তাদের পারিবারিক

বৈঠক বসেছিল। তারা উত্তর আমেরিকায় যাবে অথবা দক্ষিণে? কতদিন তারা সেখানে থাকবে? রাহা খরচ তারা কোথা থেকে জোগাড় করবে? তারা কি ঐ নতুন দেশে চিরকালের জন্যে বসবাস করবে? কিংবা যাতে তারা ইতালীতেই নিজেদের জমি কিনতে পারে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা রোজগারের অভিপ্রায়ে ওখানে যাবে? এবং তাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে তারা কি ব্যবস্থা করবে?

শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হ'ল যে, তারা যুক্তরাষ্ট্রে যাবে। যদি জায়গাটা তাদের পছন্দ হয়, তা'হলে তারা উপযুক্ত অর্থ উপার্জনের পরে তাদের স্ত্রীদের নিয়ে যেতে আসবে। যাবার জন্যে টাকা জোগাড় হয়ে গেল; এবং দু'জনেরই স্ত্রী যে সন্তানসম্ভবা, এ-বিষয়ে যখন তাদের কোনো সন্দেহ রইলো না, তখন তারা জেনোয়া থেকে নতুন মহাদেশে রওনা হয়ে গেল। ওরা কেউই আর ফিরে এল না, কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্য দু'জনেই তার স্ত্রী এবং ছেলেকে আসতে লিখল।

আকৃতি ও প্রকৃতিতে যদিও অনেক তফাৎ, তবু গুইডো এবং আর্ম্যাণ্ডোর মধ্যে ইতালীতে যেমন বন্ধুত্ব ছিল, আমেরিকাতেও তেমনি রইল। আর্ম্যাণ্ডো আকারে বড় এবং থলথলে; আর গুইডো ছিল বেঁটে এবং আঁটসাঁট। একটি লোকের যদি কল্পনাশক্তি না থাকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়া শেষ করবার পর সে যদি আর কোনোদিন বই না ছুঁয়ে থাকে, তা'হলে সে যেমন ক'রে কথা বলে, আর্ম্যাণ্ডোর কথাবার্তা ছিল ঠিক সেই রকম।

আর্ম্যাণ্ডো প্রচুর খেত এবং যা-তা খেত। তার বাসনা ছিল, সে খুব ভালো কর্মী হিসেবে পরিচিত হবে, পল্লীর শ্রেষ্ঠ সবজি-বাগানের মালিক হবে, বাড়ীর পিছন দিকের জমিটায় কিছু খরগোশ এবং মুরগী থাকবে, তার মদের ভাঁড়ার সব সময়ে ভর্তি থাকবে এবং তার খাবার-রাখার তাক ভালো ভালো জিনিষে ভরা থাকবে। টাকা দিয়ে যত ভাল বিছানা কিনতে পাওয়া যায়, তা সে কিনেছিল এবং বিশেষ সময়ে ব্যবহারের জন্যে বড়ো ডিনার সেট। সংসারের প্রয়োজন মেটাবার পর বাড়তি টাকাটা জমিয়ে রাখা সম্বন্ধে কোনো রকম আকাঙ্ক্ষা না থাকলেও অভ্যাস ছিল। এই রকম সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সে ছিল সুখী: সে একজন শক্তিমান চাষী—তার ছিল পায়ে ভালো জুতো, পরণে গরম জামাকাপড়, ভরা পেট, অবিরাম কাজে লেগে থাকার আশা, মনের মত বৌ এবং স্বাস্থ্যবান ছেলেপুলে।

গুইডো এবং আর্ম্যাণ্ডোকে নিউইয়র্ক থেকেই কাজ দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল ; সেখানে তাদের একদল লোকের সঙ্গে আরিগন প্রদেশের নিয়ে কলম্বিয়া নদীর ধারে ধারে একটি রেলপথ তৈরীর কাজ করতে হবে। এক বছর তারা হাতের যন্ত্র নিয়ে কাজ করেছিল ; বিস্ফোরকের সাহায্যে পাহাড় ফাটিয়েছিল, এবং ট্রেন চলাচলের জন্যে পাহাড়ের মধ্যে সুড়ঙ্গ খনন করেছিল। এর পর তারা উত্তর প্রশান্ত (নর্দার্ণ প্যাসিফিক) রেলপথে একটা বাড়তি দলে কাজ পায়।

আমাদের গল্পের জন্যে এই বাড়তি দল এবং বিভাগীয় দল সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা দরকার। রেলপথের একটা নির্দিষ্ট বিভাগে এই দল মেরামতী কাজ করত—এদের তদারকের ভার ছিল এক একজন আঞ্চলিক কর্তার ওপর। বিভাগীয় দল বাড়তি দল থেকে সাধারণতঃ সংখ্যায় কম, কিন্তু তাদের চাকরী ছিল স্থায়ী এবং সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে। রাস্তার একটি বিশেষ অংশের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল এদের। কিন্তু বাড়তি দলটি বিভাগীয় দলগুলিকে সাহায্য করত। এটা হচ্ছে একটা ভ্রাম্যমান দল—মুহূর্তের নোটিশে এদের একটি গোটা অঞ্চলের যেখানেই কাজ থাকুক না কেন, সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া যায়। যখনই ট্রেন ধ্বংস হওয়া বা লাইন ভেঙে যাওয়ার বিপদ আসত, তখনই যাবার জন্যে যাতে তারা সব সময়েই প্রস্তুত থাকত, সেইজন্যে শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি সমেত মালগাড়ীর মধ্যে সংসার পেতে বসবাস ক'রতে দেওয়া হ'ত।

এখন যে-কাজ বড় বড় কলের সাহায্যে হয়, তখন সেই কাজই হ'ত হাতের যন্ত্র দিয়ে এবং সেই কারণে অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। যে শরীর সব রকম আবহাওয়ার মধ্যে বছরের পর বছর ধ'রে হাতের যন্ত্র নিয়ে খোলা মাঠের মধ্যে কাজ করতে অভ্যস্ত, এমন মজবুত শরীরের দরকার এই কাজের জন্যে। যে কল্পনাপ্রবণ এবং স্বপ্ন দেখার দিকে যার ঝোঁক, সে-লোক হাতের কাজের শ্রমিক হিসেবে সাফল্য লাভ করতে পারে না।

রেলপথে কাজ করা খুব সুখের কাজ নয়। খোলা হাওয়া, পল্লী অঞ্চলের নিস্তব্ধতা—হ্যাঁ, এগুলি আকর্ষণীয় বস্তু। কিন্তু এদের সঙ্গে সূর্যের তাপ, তীব্র হিমশীতল হাওয়া, ঝড়বৃষ্টি এবং একটানা আস্তে আস্তে বৃষ্টিপড়া ঠাণ্ডা বর্ষা—এগুলিকেও সহ্য করতে হবে।

এইজন্যে এই কাজ আমেরিকাতে সবচেয়ে গরীব সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও যে ইতালীয় ঔপনিবেশিকের জ্ঞানবুদ্ধি ও নির্বাচনক্ষমতা

ছিল, সে অন্য সব কাজ ছেড়ে এই কাজকেই পছন্দ করত বেশী। নিয়মিত জীবনযাত্রা শুরু করা যাতে সম্ভব হয়, তার জন্যে সে খুব তাড়াতাড়ি অর্থোপার্জন করতে চাইত। এই কারণে সে চাইত একটানা কাজ এবং এ-কাজ একমাত্র কোম্পানীই দিতে পারত।

সেলা এবং গ্রীলির মত ইতালীয়েদের বাড়তি দলে কাজ করার অন্য সুবিধাও ছিল। এতে থাকা-খাওয়ার খরচ খুব কম। কোম্পানী বসবাসের জায়গা এবং রান্না ও জ্বালানির জন্যে কয়লা দিত। দলের মাইনে-করা রাঁধুনী ছিল এবং পাইকারী দরে খাদ্য কিনতে পাওয়া যেত। লোকে তাদের নিজের নিজের পছন্দমত ভাল খেতে এবং রাঁধুনীকে তাদের পছন্দমাফিক খাবার তৈরীর কথা বলে দিতে পারত—সে যে তাদের খুশী করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, এ-বিষয়ে তার ওপর নির্ভর করা যেত—নইলে সর্বনাশ! মাসের শেষে মোট খরচকে মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করা হ'ত। যখন একটা দলের সংসারযাত্রা ভালভাবে চালানো হ'ত, তখন তার লোকেরা ভালভাবে থেকেও টাকা জমাতে পারত।

অপেক্ষাকৃত সক্ষম এবং উচ্চাভিলাষীর জন্যে উন্নতি করবার সুযোগও ছিল। অপর কোনো রকমের চাকরীতে,—বিশেষ ক'রে যাতে পড়তে ও লিখতে পারা বা কোনো পুঁথিগত বিদ্যের দরকার ছিল, তাতে বেশীর ভাগই নিরক্ষর গরীব চাষী আদি আমেরিকানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারত না। কিন্তু রেল-লাইনের কাজে তার একচেটিয়া অধিকার ছিল। রেলরাস্তা নির্মাণ এবং সংরক্ষণের কাজে দক্ষতা অর্জনের পর সে সঙ্গতভাবেই কোনো পদস্থ কর্মচারীর সাহায্যকারীর পদ পাবার আশা করতে পারত। এবং সেই পদ থেকে সে ভাগ্যের জোর থাকলে, একটা ছোটখাট পদস্থ কর্মচারীর পদেও উন্নীত হতে পারত।

সেলা এবং গ্রীলি যেখানে কাজ করত, সেই বাড়তি দলের ছোট্ট জগতে তারা তাদের ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার পথ পেয়েছিল। প্রথম জনের পক্ষে দলটি ছিল একটি সাধারণ আস্তানা—এখানে সে লোকেদের সঙ্গে ভাব জমাবার বিশেষ বিদ্যাটির চর্চা করত, আর নিরিবিলিতে তার ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনা করত। আর দ্বিতীয়ের পক্ষে জায়গাটা ছিল হাতের যন্ত্রপাতি নিয়ে একজন ভালো কর্মী হিসেবে নাম কেনবার।

প্রতি দিনের কাজের মধ্যে প্রতিযোগিতার একটা স্বীকৃত স্থান ছিল এবং

কোনো একটি বিশেষ দল সব সময়ে প্রথম হ'তে পারত না। কিন্তু সেলা ও গ্রীলি আসবার পর প্রতিযোগিতা হতে লাগল দ্বিতীয় স্থানের জন্যে; কেননা তার বন্ধুটির যদিও কাজে আগ্রহ ছিল না, তবু গ্রীলির সঙ্গে কেউ পেরে উঠত না। আর্ম্যাণ্ডো গ্রীলি এখানে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে তার উপযুক্ত কাজ খুঁজে পেয়েছিল। সে যেন তার নিজের লোকেদের মধ্যে এসে পড়েছে। সে দেখেছিল, এখানে খাদ্য প্রচুর এবং রাজযোগ্য। সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিল যে, দু'বছরের মধ্যে—এমন কি তারও আগে—সে তার স্ত্রী এবং সন্তানকে আনিয়ে নিতে পারবে।

এই নবলব্ধ আনন্দ তাকে মাতিয়ে তুলেছিল। যন্ত্রপাতিকে তার এত হাল্কা কখনো মনে হয়নি। বহিঃপ্রকৃতি সে উপভোগ করত, শীতাতপকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করেছিল, এবং একটা সুন্দর তৈরী রেলরাস্তার পানে তাকিয়ে তার সৌন্দর্য-পিপাসা মেটাত। খালি তার স্ত্রীটি তার কাছে থাকলেই তার জীবনটি সম্পূর্ণ হ'ত। অবশ্য সে জানত, শিগ্‌গিরই তিনি এসে তার সঙ্গে মিলিত হবেন।

অপর দিকে সেলা, যে-সব জিনিস সে তখনো জানত না, তারই কথা ভেবে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ অনুসরণ করেছিল। সে গল্প বলত; পরামর্শ দিত; তর্কের মীমাংসা ক'রে দিত; অশিক্ষিতদের চিঠি লিখে দিত আর নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করত। দলটা একই সঙ্গে তার অভিনয়ক্ষেত্র এবং দর্শকের কাজ করত। সে চমৎকার গল্প বলতে পারত।

যে-কোনো উপায়ে লোককে সাহায্য করবার জন্যে তার আগ্রহ, তার মধ্যে ভণ্ডামির অভাব এবং তার সৎ স্বভাবের জন্যে লোকে তাকে পছন্দ করত। যারা লেখাপড়া জানত না, তারা তাদের স্ত্রীকে চিঠি লেখবার জন্যে তারই শরণাপন্ন হ'ত; কেননা সে এমন প্রেমপত্র লিখতে পারত ব'লে খ্যাতি ছিল, যা নাকি চুম্বনেরই সামিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের একদিন ভোর বেলায় গুইডো সেলা আর্ম্যাণ্ডোকে জানাল যে, সে দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

"শোনো আর্ম্যাণ্ডো, তোমাকে কয়েকটা কথা বলব। রাঁধুনীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে আমাকে বলেছে, আমরা মাসে ৩,৬০০ পাউণ্ড মাংস খাই।"

"অসম্ভব। সে ত' প্রায় দু'টন।"

"আমি হিসেবটা দেখেছি। তার ওপর আমরা আট গ্যালন অলিভ অয়েল, চারশো গ্যালন মদ, দু'শো পাউণ্ড চীজ এবং প্রচুর পরিমাণে অন্য খাদ্য ব্যবহার করি। রাঁধুনীর কাছ থেকে অর্ডার নেবার জন্যে মাসে দু'বার ক'রে সান ফুড কোম্পানী থেকে মেফী ব'লে লোকটা আসে। সে অন্য দল এবং অপরাপর পরিবারদের কাছেও যায়। মেফী যা করছে সে-কাজ যে আমি, তুমি বা দলের অন্য যে-কোনো লোক করতে পারে, সে-কথা কোনো দিন ভেবে দেখেছ? আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আর্ম্যাণ্ডো। মার্চের গোড়া থেকেই আমি রোমা ফুড কোম্পানীর সেল্‌স্‌ম্যান (বিক্রয়কারী) হিসেবে কাজ পেয়েছি।"

নতুন কাজ আরম্ভ করবার এক মাসের মধ্যেই সেলা-স্থিরনিশ্চয় হয়েছিল যে, সে ভাল পথই বেছে নিয়েছে। প্রথম বছরের শেষে এই কাজে সে যে-অর্থ জমিয়েছিল, তা আগের তিন বছরের সমস্ত সঞ্চয় থেকেও বেশী। গুইডো সেলা আমেরিকাকে খুঁজে পেয়েছিল।

রোমা এবং সান হচ্ছে দুটি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান; পশ্চিমাঞ্চলের একটি বড় শহরে তাদের আপিস। এদের ব্যবসায় না ছিল কোনো বাঁধা ছক, না ছিল বাঁধা দর। প্রত্যেক দিন মালিক তার খাবারের জন্যে যে-খরচা দরকার, তা বাড়ী নিয়ে যেত এবং তার কোনো হিসেব ছিল না। মাসের শেষে সকলের পাওনা চুকিয়ে যা বাকী থাকত, তা' মনোযোগের সঙ্গে গোনা হ'ত। এই পর্যন্ত তাদের হিসেব রাখার দৌড়। এক (অর্থোপার্জন ছাড়া) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তারা আদৌ ভাল ছিল না।

আমেরিকানরা (মার্কিনীরা) তখনও পর্যন্ত ইতালীয় খাদ্য (প্রস্তুত) করা শিখতে পারেনি ব'লে 'রোমা' এবং 'সান'-এই দু'টি প্রতিষ্ঠানই সমস্ত ঔপনিবেশিক-জগৎটায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। এটা খুবই লাভজনক ব্যবসা-ক্ষেত্রে ছিল। ওরা না জানলেও এই ব্যবসাক্ষেত্র পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে খুবই বেড়ে উঠেছিল।

এদের বিক্রয়কারীরা সোজা খরিদ্দারকে জিনিস বেচত। মাসে দু'বার ক'রে তারা চারদিকে ঘুরে অর্ডার সংগ্রহ করত। নিউইয়র্ক বন্দরে যত বেশী ঔপনিবেসিক আসতে লাগল, ততই চীজ এবং অলিভ ওয়েলের খরিদ্দার বেড়ে যেতে লাগল।

ঔপনিবেশিকরা তাদের জীবনে প্রথম মাংস, চীজ ও সাদা পাঁউরুটি খেতে

গেল। তারা কঠিন পরিশ্রম করত এবং নিয়মিত মাইনে পেত। তারা খেত ভালো এবং সাধ্যমত ভালো বিছানায় ঘুমোত। এই ছিল তাদের জীবনযাত্রা ও খরচের পুরো খতিয়ান। অন্য বিষয়ে তারা হয়ত' খরচা বাঁচাত; তাদের বাসস্থান হয়ত' অতি সাধারণ এবং জীর্ণ হ'ত; কিন্তু তাদের খাদ্য ও শয্যা হ'ত বহুমূল্য।

খাদ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিক্রয়কারীরা যে বাড়ীতে বাড়ীতে আসত, তার ব্যবসায়িক দিক ছাড়াও একটা সামাজিক তাৎপর্য ছিল। যে বিক্রয়কারী সামাজিক (দিক দিয়ে) সাফল্য অর্জন করত, তার ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হবার ভয় ছিল না। মাসে দু'বার এবং সব সময়েই মাইনের তারিখটিতে, সে নতুন অর্ডার নিতে ও পাওনা আদায় করতে যেত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধোপদুরস্ত পোশাকপরা এবং অত্যন্ত ভদ্র বিক্রয়কারীটি শহর থেকে এসে বাড়ী বাড়ী ঘুরত। সেই ছিল স্বাচ্ছন্দ্য এবং সম্পদের ক্ষেত্র, শহরের সঙ্গে তাদের একমাত্র যোগসূত্র। বেতন, মূল্য এবং উপজীবিকা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কি রদবদল তারা আশা করতে পারে, এ সব সম্বন্ধে টাটকা নতুন খবরের জন্যে ওরা তারই ওপর নির্ভর করত। একটি ডলারের বিনিময়ে কতখানি ইতালীয় অর্থ পাওয়া যেতে পারে? পুরোনো দেশে (ইয়োরোপে) পরিবারকে পঞ্চাশ ডলার পাঠানোর জন্যে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? একজন পীড়িত লোকের জন্যে কোনো ভালো ডাক্তার সুপারিস করতে পারেন কি? একজনের একটি উকীলের প্রয়োজন আছে, পাওয়া যাবে কি? মাইকের জন্যে একটি সুশ্রী, মোটাসোটা গিন্নিবান্নি গোছের একটি বিধবা জোগাড় হ'তে পারে কি?

এই সকল কর্তব্য সম্পাদনে, এই ধরণের পরামর্শ দিতে সেলার জোড়া ছিল না। সে প্রত্যককে যথাযথভাবে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্ভাষণ করবার সময় ছোটখাট উপহার দিত—পুরুষদের জন্যে তামাক, বাচ্চাদের জন্যে মিষ্টি, আর মেয়েদের জন্যে সুনির্বাচিত ছোট ছোট জিনিষ।

যাদের রাজনীতির দিকে ঝোঁক, তাদের সেই ইতালীয় সংবাদপত্রের সব শেষ খবরটি'র অর্থ বুঝিয়ে বলত; বিশেষ ক'রে মাইনের তারিখের পরে সে যখন শহরে ফিরে যেত, তখন তার পকেট ভর্তি টাকা থাকত; লোকেরা ইতালীতে তাদের পরিবারদের পাঠাবার জন্যে এই টাকা তার হাতে দিত। সে তাদের জন্যে যে-সব কাজ করত, এ-ও তাদের মধ্যে একটি। তাদের জমান টাকা তার হাতে তুলে দিতে তারা যে একটুও দ্বিধা করত না, এইটেই হচ্ছে তার প্রতি

তাদের বিশ্বাসের সব চেয়ে বড় প্রমাণ। সে তাদের হয়ে শহর থেকে অনেক জিনিষ কিনেও আনত। মেয়েদের জন্তে সাধারণতঃ সে সূচীকার্যের জিনিষ আনত; আর পুরুষদের কাজের-সময়ে পরবার জন্তে সব চেয়ে ভালো কাপড় কোথায় পাওয়া যায়, সে খবরও সে রাখত।

বিক্রয়কারীরা সচরাচর তাদের খরিদ্দারদের বাড়ীতেই তাদের আহারকার্য সমাধা করত—কখনও এ-বাড়ী, কখনও ও-বাড়ী এবং প্রচলিত হারে দাম দিয়ে দিত। এই ব্যবস্থাটাই সুবিধাজনক ছিল। আহার বেশ ভালই হ'ত—বিশেষ ক'রে মাইনের তারিখে। মাংস বা মুরগীর ভাল সুপ (সুরুয়া); তারপর এক টুক্‌রো সেদ্ধ মাংস; তারপর প্রচুর তাজা সবজির সঙ্গে একটি সুন্দর রোস্ট (ঝালসান মাংস)। ভালো মদ, ঘরে তৈরী রুটি, ফল, চীজ, কফি—এই জাতীয় খাওয়া যে-কোনও মাপকাঠিতে নিশ্চয়ই উত্তম ব'লে বিবেচিত হবে। বিক্রয়-কারীর এ খাওয়া বেশ ভালোই লাগত; এবং অতিথি-সৎকারকারী গৃহস্থও এই বাড়তি টাকাটা নিজের ব্যবহারে লাগাত।

সময়ে সময়ে কোনো কোনো বিক্রয়কারী এই খাবারের টাকাটা ফাঁকি দিতে চাইত বা দাম নিয়ে দর কষাকষি করত; অবশ্য এতে সে নিজেকে যতটা চালাক মনে করত, আসলে সে ততটা চালাক মোটেই নয়। সান ফুড কোম্পানীর মেফীর এই খাওয়ার টাকা নিয়ে প্রায়ই গোলমাল করার বদনাম ছিল। আর সেলা সব সময়েই খাওয়ার জন্য গৃহস্থ ও রাঁধুনিকে তারিফ করতে করতে দ্বিগুণ দাম দিত।

"আপনাদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসা সম্মানের কথা। যে-খাওয়া খাইয়েছেন, তার যথার্থ দাম দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। দয়া করে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন এবং আমাকে আবার আসবার অনুমতি দেবেন।"

সেলাকে বিক্রয়কারী হিসেবে পেয়ে রোমা ফুড কোম্পানীর প্রচুর লাভ হতে লাগল, আর 'সান' কোম্পানী দেউলিয়া হবার যোগাড় হ'ল।

১৯১৩ সালে গুইডো সেলা 'সান' কোম্পানী কিনে নিল; এবং তারনাম বদলে 'লা লুনা ফুড কোম্পানী' নাম রেখে নিজে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে সে সাফল্যের মুখ দেখতে পেল।

১৯১৬ সালের শরৎকালে গুইডো সেলা চার সন্তানের পিতা—তার দুটি মেয়ে এবং দুটি ছেলে। ঠিক দশ বছর সে আমেরিকাতে থেকেছে। রোমা ফুড কোম্পানীতে তার এক বছর চাকরীর পর তার স্ত্রী গেলসুমিনা তাদের প্রথম

সন্তান নিয়ে তার কাছে এসেছে। ১৯১৬ সালের নভেম্বরে তার চতুর্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার ঠিক পরে সে ইতালীতে তার বাপ-মাকে তার সন্তানের জন্ম সংবাদ দিয়ে এবং তাদের আমেরিকাতে চলে আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিল। চিঠির একটা অংশে ছিল :

"আমার কাজকর্ম ভালোই চলছে। এবং কাজের ক্রমোন্নতি যদি বজায় থাকে, তা'হলে কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের মাঝারি রকমের বড়লোক হবার সম্ভাবনা আছে। আমার মনে আছে, তুমি এক সময়ে দিনে এক পাউণ্ড বা বড় জোর দু'পাউণ্ড ক'রে মাংসর টুক্‌রো বেচতে। বিশ্বাস করতে পারবে কিনা জানি না, গেল মাসে আমি চার টনেরও বেশী মাংস বেচেছি। বাবা এবং মা, আমেরিকা যে কিরকম, তা' তোমাদের দু'জনেরই পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। তোমাদের এখানে এসে নিজের চোখে দেশটা দেখা উচিত। এখানে যে ইতালীয় চাষী কঠিন পরিশ্রম করে, তারাও ইতালীর গির্জার পদস্থ কর্মচারীদের থেকে ভালভাবে জীবন যাপন করে। ১৯১৩ সালে যে ব্যবসা আমি কিনে-ছিলাম, এখন তার দাম পঞ্চাশ হাজার ডলারের কাছাকাছি। যদি এর ক্রমোন্নতি চলতে থাকে, তা'হলে বছর পাঁচেকের মধ্যে এর দাম দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে........."

জবাবে তার বাপ-মা লিখেছিলেন :

"চার টন মাংস এবং পঞ্চাশ হাজার ডলারের মত অর্থের কথা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সহজ নয়। দুঃখ এবং দারিদ্র্যকে জানবার ও সহ্য করবার জন্যেই আমাদের জন্ম; সুখ-সম্পদ কি, তা' বোঝবার ও জানবার জন্যে আমরা জন্মাইনি। যখন তোমার ঠাকুর্দা তোমাকে একজন চাষীর গল্প বলতেন, মনে আছে কি?—সেই যে, জুয়াখেলায় পাঁচ হাজার লিরা জিতেছে, এ-কথা যখন তাকে শোনান হ'ল, তখন সে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে মারা গেল? না, বাবা; টাকাকড়ির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি, এমন মনোবল আমাদের নেই। আমেরিকাতে তোমাদের ওখানে যাবার নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে তোমার মা আর আমি আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত করেছি যে, আমাদের যাওয়া সম্ভব হবে না। অবশ্য তোমাদের কাছাকাছি থাকবার ইচ্ছা সত্বেও যেতে পারব না বলতে আমাদের কষ্টই হচ্ছে। মনে রেখো, যে জায়গায় আমরা আছি, সেখান থেকে আমাদের বয়েসে অন্য কোথাও যেতে গেলে বত্রিশ নাড়ীতে টান ধরবে। আমাদের পরিবারের বাকী লোকদের সম্পর্কেও চিন্তা করা উচিত এবং তুমি জান, তোমার

ভাইবোনেরা এখানে আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। তুমি আমাদের যে-সাহায্য করেছ এবং আরও যে সাহায্য করবে ব'লে জানিয়েছ, তাতে আমরা এখানে বেশ আরামেই থাকব। তোমার মা এবং আমি—দু'জনেরই মত, যুদ্ধের পর তোমার ব্যবসা বেচে দিয়ে তুমি ইতালীতে ফিরে এস। পঞ্চাশ হাজার ডলার যে কত, সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই—হয়ত, সে অর্থ দিয়ে আমাদের সারা গ্রামটাই কিনতে পারা যায়। তুমি নিশ্চয়ই নিজের একখানা বাড়ী তৈরী করতে পারবে এবং সপরিবারে সুখে থাকবার জন্যে যথেষ্ট জমি কিনবে। কাজেই আমাদের কথা দাও যে, তুমি আমাদের মধ্যে আবার ফিরে আসবে.........”

এর ছ'মাস বাদে গুইডো তার জবাব পাঠিয়েছিল :

“আমার প্রাণপ্রিয় বাবা এবং মা,

তোমাদের সুন্দর চিঠির জবাব দিতে এত বেশী দেরী হ'ল ব'লে আমি তোমাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাইছি। বিশ্বাস কর যে, এর চেয়ে আগে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেবার ফলে সারা দেশময় ব্যবসা বেড়ে চলেছে। মাইনেও বেড়ে গেছে। দৈনিক খাটুনির সময় আট ঘণ্টায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ এত বেশী যে, যেখানে সাধারণতঃ পুরুষদেরই নিয়োগ করা হ'ত, এখন সেখানে মেয়েদের নেওয়া হচ্ছে। গেল নভেম্বরে তোমাদের চিঠি লেখার পর থেকে আজ আমারই ব্যবসা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজের চাপে আমাকে প্রায়ই মাঝ রাত্রি পর্যন্ত খাটতে হয়। এই কারণেই এর আগে চিঠি লেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তোমরা আমাদের ইতালীতে ফেরবার যে পারমর্শ দিয়েছ, সে সম্পর্কে মন দিয়ে ভেবে দেখবার জন্যেও খানিকটা সময় গেছে। আমি এবং গেলসুমিনা এ সম্বন্ধে বেশ অনেককাল ধ'রে চিন্তা করে দেখেছি এবং সাব্যস্ত করেছি যে, তোমরা ঠিকই বলেছ। যুদ্ধ শেষ হবার পর যত শিগ্‌গির পারি আমাদের ব্যবসা বেচে দিয়ে আমরা দেশে ফিরে যাব। যদি অবস্থার খুব বেশী পরিবর্তন না হয়, তা হ'লে মনে হয়, ১৯২০ সালে আমার ব্যবসার দাম দাঁড়াবে প্রায় ১৫০,০০০ ডলার। প্রতি মাসেই আমি তোমাদের টাকা পাঠাব ; সেই টাকা দিয়ে তোমরা তোমাদের পছন্দমত জমি কিনো,—তোমাদের এবং আমার নামে এক সঙ্গে। ফিরে যাবার আগে আশা করি এমন টাকা পাঠাতে পারব, যাতে আমার পরিবারের জন্যে একখানা বাড়ি তৈরী হতে পারবে।”

এই চিঠির জবাবে ওর বাবা লিখেছিলেন :

আমার প্রাণাধিক পুত্র,

১৯১০ সালে গেলসুমিনা তার বাচ্চাকে নিয়ে তোমার কাছে গিয়েছিল, তখন আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল, তোমরা চিরকালই আমেরিকাতে থেকে যাবে এবং আমরা তোমাদের আর কখনও দেখতে পাব না। কাজেই তোমার চিঠি পেয়ে আমাদের যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করতে পার। আমরা এখন তোমাদের ফেরবার দিনের জন্য প্রার্থনা করছি। প্রাণাধিক পুত্র, ঐ দিন আমরা এমন উৎসব করব, যা ক্যাসলনুয়োভো কোনোদিন ভুলতে পারবে না। নিজের সম্বন্ধে যত্ন নিও। বেশী পরিশ্রম কোরো না। এবং আমাদের নিরাশ কোরো না। আমি ইতিমধ্যেই বাড়ির খোঁজ নিয়েছি এবং মনে হয়, তোমার চাহিদা মত জিনিস খুঁজে পেয়েছি। বাড়িটা সিয়েনার কাছে—সঙ্গে অনেকখানি জমি আছে। অনেকগুলি জলপাইয়ের গাছ আছে, এবং তার থেকে যে তেল হয়, তা টাসক্যানির শ্রেষ্ঠ তেল। আঙুর ক্ষেতটাও বেশ বড়ই এবং তা' থেকে বছরে প্রায় তিন হাজার গ্যালন উৎকৃষ্ট মদ তৈরী হয়।"

সেলা সঙ্গে সঙ্গেই এই চিঠির জবাব দেয়নি। ১৯১৭-র (খ্রীস্টমাসে) সে তার বাপ মাকে বরাবরের মত সম্ভাষণ জানিয়েছিল এবং সঙ্গে বেশ মোটা টাকা পাঠিয়েছিল। ১৯১৮ সালের বসন্তকালের গোড়ার দিকে সে তাঁদের এই চিঠি লিখেছিল :

"আমার অত্যন্ত প্রিয় বাবা-মা,

অনেককাল আমার কাছ থেকে কোন খবর না পেয়ে নিশ্চয়ই তোমরা চিন্তিত আছ। তাই গোড়াতেই জানিয়ে রাখি, আমরা সকলেই ভাল এবং সুখে আছি। আমার কাজকর্ম এখনও বেশ ভালই চলেছে, যদিও আমার আশানুরূপ ভালো নয়। আগেরকার চেয়েও এখন প্রতিযোগিতা অনেক বেশী। ইতালীয়গণ আজকাল বড্ড বেশী চালাক হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দিনই কেউ না কেউ একটা ক'রে নতুন দোকান খুলছে। দশ বছর আগে সারা স্টেটে দুখানি মাত্র দোকান ছিল ; আর এখন প্রত্যেকটা শহরে একখানি ক'রে ইতালীয় দোকান। অবশ্য এ নিয়ে আমি কোনো অভিযোগ করছি না। আমি হয়ত' আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী ব্যবসা করছি।

"এখন আমি তোমাদের একটি অবিশ্বাস্য কথা বলব। গেল ডিসেম্বরে

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (মদ) তৈরী এবং বিক্রী নিষেধ ক'রে এক আইন জারি হয়েছে। এটাকে "নিবারক আইন" (প্রহিবিশান) বলা হয়। মনে হচ্ছে যে খুব সম্ভবতঃ দু'তিন বছরের মধ্যে এক গেলাস মদ খাওয়াও অপরাধ বলে গণ্য হবে। এর চেয়ে বোকামির পরিচায়ক কোনো আইন কল্পনা করতে পার? এক গেলাস মদ ঢেলে ঠোঁটের কাছে তোলো—আর তুমি অপরাধী হয়ে গেলে। এ সত্ত্বেও কেউই মদ খাওয়া বন্ধ করতে ইচ্ছুক নয়। মার্কিনী এবং ইতালীয়দেরও মধ্যে এখন কথোপকথনের বিষয়বস্তু হচ্ছে: 'ক'বোতল মদ লুকিয়েছ?' মনে হচ্ছে যে পরিষ্কার বলা যেতে পারে, নিবারক আইন থাক আর না থাক, মার্কিনীরা মদ খাওয়া ছাড়তে রাজী নয়।

"এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি আমার কতকগুলি ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং আমরা একমত যে, নিবারক আইনের ফলে আমরা সহজে কিছু টাকা ক'রে নেবার সুযোগ পাব। আমরা নিশ্চয় ক'রে বুঝতে পারছি যে, আইনটা কাযতঃ চালু হওযা মাত্র, এক বোতল হুইস্কির দাম দ্বিগুণ বা তিনগুণও হয়ে যাবে। সেইজন্যে আমি আমার সঞ্চিত অর্থ মদের ওপর খাটাব। আমি যদি এখন বিশ হাজার ডলার লাগাতে পারি, তাহ'লে দু-তিন বছরের মধ্যে তিরিশ চল্লিশ হাজার ডলার লাভ হতে পাবে। অবশ্য এতে বিপদের সম্ভাবনাও আছে; তবে বুদ্ধি থাকলে এবং কখন থামতে হয় তা' জানা থাকলে কোনো ভয নেই।..."

যত রকম বে-আইনী কাজ ইতালীয় ঔপনিবেশিকদের প্রলুব্ধ করেছিল, তার মধ্যে বে-আইনী মদ চোলাইযের কারবার তার বিবেককে সব চেয়ে কম দংশন ক'রত। কেননা তার কাছে নিবারক আইনের কোনো নৈতিক ভিত্তি ছিল না। মদ্যপানের রীতি তার জীবন এবং ধর্মের অঙ্গ ছিল। কেনাবেচার মধ্য দিয়ে বা সোজা বিনিময়ের দ্বারা সে মদের বদলে রুটি পেত। আর অতীতকাল থেকে ধর্মীয় ভোজোৎসবের জন্যে সে সবচেয়ে ভালো মদটি আলাদা ক'রে রেখে দিত।

কাজেই কোনো রকম অপরাধ বোধ না ক'রেই গুইডো সেলা তার নতুন ব্যবসা শুরু ক'রে দিয়েছিল। গোপন মদের কারবারে নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করলে সে কখনই মদের চোরাকারবারী হ'তে পারত না।

কারবারে লাভ হয়েছিল খুব। লুকোনো মদ বেচে সে তার প্রত্যাশিত

অর্থের প্রায় দ্বিগুণ লাভ ক'রেছিল। পঁচাত্তর হাজার ডলার হাতে নিয়ে সে তার বাবাকে লিখেছিল যে, সে তার ব্যবসা বেচে দিয়ে ইতালীতে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করছে ; কিন্তু এ চিঠি তার বাপের কাছে পৌছোনর আগেই গুইডো আরও বছর খানেক বা ভুয়েক আমেরিকাতে থেকে যাবে ব'লে ঠিক করেছিল। সে চট ক'রে টাকা করবার আর একটি স্বযোগ দেখতে পেয়ে গ্রহণ করেছিল।

সে গোড়ায় কিসমিসের কারবার আরম্ভ করেছিল। দোকান থেকে যখন মদ কেনা বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমেরিকায় বসবাসকারী চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ ইতালীয় কিসমিসের থেকে মদ তৈরী করতে আরম্ভ ক'রে দিল। এও বেশ কড়া স্বরাসার জাতীয় পানীয় এবং সেইজন্যে যে-সব মার্কিনী আগে পানাসক্ত ছিল না, এমন কি তাদের মধ্যেও এর খুব চাহিদা হ'ল।

ফলে কিসমিসের সরবরাহ যত, চাহিদা হয়ে গেল তার থেকে বেশী। প্রতিযোগীদের থেকে সহজেই বেশী দাম দিয়ে গুইডো সেলা তার আড়ত ভর্তি করে ফেলল এবং পরে প্রচুর লাভে তা' বেচল। ১৯২২ সালে কিসমিস এবং খাত্তদ্রব্যে সে মোট যে-পরিমাণ ব্যবসা করেছিল, তা ১৯২০ সালের দ্বিগুণ। আইনসঙ্গত ব্যবসাতেই সে যথেষ্ট টাকা করছিল ; কিন্তু আরও বেশী রোজগার করবার স্বযোগ সে দেখতে পেল। কিসমিস তো তার ছিলই ; তার থেকে সে নিজেই মদ তৈরী করবে না কেন ?

তার নিজেই মদ তৈরী করবার এই সিদ্ধান্ত থেকেই বে-আইনী মদের বিরাট কারবারের সূত্রপাত। সে শিগ্‌গিরই আবিষ্কার করল যে, ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী মদ তৈরী করা একার পক্ষে সম্ভব নয়। তার নিজের তেমন সময় এবং সরঞ্জাম ছিল না ব'লে সে মতলব খাটিয়েছিল, যাতে তারই কিছু খরিদ্দার—বিশেষ ক'রে যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে—তার হয়ে মদটা তৈরী করবে। সে তাদের কিসমিস সরবরাহ করত; তারা মদ তৈরী করে প্রতি একশো গ্যালনে নিজেদের জন্যে কয়েক গ্যালন রেখে দিত। ছ'মাসের মধ্যে অন্ততঃ এক ডজন সেলা "মদের কারখানা" চালু হয়ে গিয়েছিল ; এতে প্রতি ছ' সপ্তাহ অন্তর পিপে পিপে মদ তৈরী হ'ত।

টাকা হচ্ছিল ব'লে সেলা আনন্দে ছিল। ১৯২৩ সালে তার বয়েস হয়েছিল একচল্লিশ। সতেরো বছর আমেরিকায় থেকে সে প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার সঞ্চয় করেছে।

কিন্তু যতই সে বেশী টাকা করতে লাগল, ততই আরও বেশী রোজগারের

ইচ্ছে তার হতে থাকল। এক পাউণ্ড মাংস বেচে শতকরা তিরিশ টাকা লাভ এক গ্যালন মদ বেচে শতকরা পাঁচশো টাকা লাভের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হতে লাগল। খাদ্য সরবরাহের ব্যবসা প্রথম প্রথম উপেক্ষিত হয়ে শেষ পর্যন্ত শস্যজাত মদের ব্যবসাযে পরিণত হ'ল। ১৯২৩ সালের শেষে ছোট ছোট মদ চোলাইয়েব কারখানাগুলি মদের ভাটিখানায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তখন সেলা পাইকারীভাবে তিরিশ ডলার গ্যালন দরে ভুট্টার মদ বিক্রেতা। মদটা ভাল জাতেব, ভালভাবে তৈরী এবং বেশ কড়া। ভালো জিনিস তৈরীর ব্যাপারে সেলা কখনও ফাঁকি দিত না।

এর পর সে চেষ্টা কবেছিল বে-আইনী মদের খুচরো কারবার করতে। সে কতকগুলো ক্লাব খুলে তাদের ক্লাব লিডো, ক্লাব রোমা, ক্লাব নেপোলি গোছের ইতালীয় নামকরণ কবেছিল। সামনে "তামাক, মৃদুপানীয়" বিজ্ঞাপনের আড়ালে প্রতিটি ক্লাবেই খুচবো এবং বোতলভর্তি ভুট্টার মদ বিক্রী হ'ত। পেছনেব ঘবে জুয়ার আড্ডা ছিল। দু'টি তিনটি ক্লাব খাদ্য সরববাহ ক'রে প্রচুর রোজগাব করত।

সে এমন চালে চলছিল, যাতে সে পুবোপুবি আত্মরক্ষা করতে পারে। ভাটিখানাগুলি যে-সব লোক চালাত, তাদের সে লাভের খানিকটা বখরা দিত। যে-লোক ক্লাবের পরিচালনা করত, তারই নামে ছিল ক্লাবের মালিকানা। সেও লাভেব বখরা পেত। কোনো লোককে পুলিশে ধরলে সেলা খরচ-খরচা দিত। যদি কখনও জেল হ'ত, যে জেলে যেত, সে দৈনিক হিসেবে পারিশ্রমিক পেত। কাজ করার শর্তগুলি খোলাখুলি পরিষ্কার ছিল এবং সেলা কখনও কোনো শর্ত অমান্য করেনি। যারা তাব হয়ে কাজ করত তারা জানত যে, কি তারা করছে এবং জেনেশুনেই বিপদের ঝুঁকি নিত। এইভাবে যে-ব্যবসাযে সে বড়লোক হচ্ছে, সেই ব্যবসার সঙ্গে তার যে কোনো রকম সম্পর্ক আছে, তার কোনোই প্রমাণ থাকত না।

১৯২৬ সালের শীতকালে সেলা ইতালীতে তার দুই ভাইপো, মার্কো এবং রবার্টো সেলাকে আমেরিকায় গিয়ে তার হয়ে কাজে যোগ দেবার জন্যে চিঠি লিখল।

চিঠিতে লেখা ছিল, "আমি তোমাদের মাসে তিনশো ডলার ক'রে দেব, তার ওপর বিনা খরচায় খাওয়া, থাকা এবং যাতায়াতের জন্যে একটি গাড়ী। তোমরা ভদ্রলোকের পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমার একটি ক্লাবে দিনে ঘণ্টা

কয়েক ক'রে কাজ করবে। যতদিন আমার এখানে কাজ করবে, ততদিন তোমরা বছরে তিন হাজার ডলার ক'রে সঞ্চয় করতে পারবে।"

মার্কো এবং রবার্টোর লেখাপড়ার জন্যে গুইডোই খরচ দিত। উনিশ এবং একুশ বছর বয়সে ঐ দুই যুবক তাদের জীবিকার্জন শুরু করে। একজন হয় শিক্ষক এবং অপরজন ফ্লোরেন্সে বাড়ীর নক্সা তৈরী করত। গুইডো প্রায়ই গর্বের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধে কথা কইত।

মার্কো এবং রবার্টো এই আকর্ষণীয় প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল। তাদের ভালোবাসার পাত্রী এবং কয়েকজন বন্ধু ছিল, এদের ছেড়ে যেতে তাদের মন চায়নি। সুখেই তাদের জীবন কাটছিল এবং ইতালীতেই তারা ভবিষ্যতে সাফল্য অর্জন করা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় ছিল। শিক্ষিত, আত্মসম্মান-বিশিষ্ট যুবক হিসেবে তারা তাদের জীবিকা ত্যাগ করতে প্রথমটা ইতস্ততঃ করেছিল। কিন্তু মাসে তিন শো ডলার মাইনে এবং তার সঙ্গে থাকা-খাওয়া ও মোটর গাড়ী—এ যে ধনীর পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্যে আমন্ত্রণ। কাজেই যুবক দু'টি গুইডোর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারল না। অবশ্য এই চাকুরী স্বীকার করায় তাদের কি ধরণের জীবন যাপন করতে হবে, এ-সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। ভাইপোদের কতখানি ক্ষতি স্বীকার করতে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে কাকার নিজেরই কি কোনো জ্ঞান ছিল?

এক বছরের কিছু ওপর ছেলে দু'টি সেলার একটি (নৈশ) ক্লাবে কাজ করেছিল। তারপর এক সন্ধ্যায় রবার্টো তার কাকাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানিয়েছিল যে, তারা ইতালীতে ফিরে যেতে মনস্থ করেছে।

ভাইপোরা ফিরে যেতে ইচ্ছুক শুনে বিস্মিতভাবে সেলা জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা কি সুখী নও?"

"সত্যি কথা বলতে কি, গুইডো কাকা, আসার দিন থেকেই মার্কো আর আমি অসুখী বোধ করছি। পাছে তুমি এবং গেলসুমিনা কাকী অসন্তুষ্ট হও, সেই ভয়েই আমরা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি। তুমি আমাদের আরামে থাকতে দিয়েছ; এমন আরামে আমরা আগে কখনও থাকিনি। তা ছাড়া কিছু অর্থ সঞ্চয়েরও সুযোগ ক'রে দিয়েছ। এর জন্যে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। কিন্তু আমাদের আর ভালো লাগছে না। আমরা বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে তোমার অনুমতি চাইছি।"

"অবশ্যই তোমাদের অনুমতি দেব কিন্তু যেহেতু তোমাদের আমেরিকায়

আসার জন্যে আমিই দায়ী, সেই হেতু তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ, তোমার কথাগুলো শুনতে আমার কি রকম খারাপ লাগছে। তোমাদের অসুবিধেটা কি হচ্ছে ?"

"আমরা যে অসুখী, এর জন্যে তুমি নিজেকে দায়ী মনে কোরো না, গুইডো কাকা। এটা সত্যি যে, তুমিই আমাদের আসতে বলেছিলে, আমাদের আসবার খরচ দিয়েছিলে এবং আমাদের কাজে লাগিয়েছিলে। তুমি ভেবেছিলে এবং আমরাও ভেবেছিলুম, এতে আমাদের ভালই হবে। কিন্তু, না, আমাদের সকলেরই ভুল হয়েছিল।"

"তোমরা নিশ্চয়ই যাবে ব'লে সঙ্কল্প করেছ ?"

"তোমাকে আগেই বলেছি, গুইডো কাকা, আমাদের ভালো লাগছে না। তোমার স্বার্থের আমরা অংশীদার হ'তে পারি না। তোমার বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আমরা কোনো আনন্দ পাই না। আমরা যে-কাজ করি, তার অপমান আমরা আর বইতে পারছি না। যে-পরিবেশের মধ্যে আমরা বাস করছি, তার সবটাই মিথ্যে এবং তা আমাদের দুঃখ দেয়। আর কাকা, তোমারও এ ছেড়ে চলে আসা উচিত ; নইলে তোমার সর্বনাশ হবে।"

গুইডো প্রস্তাব করেছিল : "গিয়ানেটার বিয়ে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থেকে যাও ; তারপর আমরা ইতালীতে ফেরবার বিষয়ে আলোচনা করব—সকলে মিলে ফেরবার কথা।"

"আমাদের বোনের বিয়ের জন্যে থেকে যাবার কথাও আমরা চিন্তা করেছি। সাধারণত এ-রকম একটা উৎসব থেকে আমরা বাদ পড়তে চাই না ; বিশেষ ক'রে যখন ওকে আর কখনও দেখতে নাও পেতে পারি। কিন্তু আমাদের মন বলছে, গিয়ানেটাকে বলি দেওয়া হচ্ছে এবং সেইজন্যেই আমরা ওর বিয়ে দেখতে চাই না। গিনো পিনোলির বয়েস ওর দ্বিগুণের চেয়েও বেশী ; তার ওপর ভদ্রলোক আচার ব্যবহার পর্যন্ত জানেন না। তুমিই এ বিয়ের ব্যবস্থা করেছ—তাই নয় ?"

"গিয়ানেটা সম্বন্ধে দুর্ভাবনা করতে হবে না। গিনো লোক ভালো এবং ওর প্রচুর টাকা আছে।"

"আমরা জানি, ভদ্রলোকের টাকা আছে এবং আশা করি, তোমার ধারণা মত তিনি ভালোই ; তবু আমরা বিয়েটা পছন্দ করতে পারছি না এবং এই উৎসবে কোনোরকম অংশগ্রহণ না করলেই সুখী হব। যাই হোক, আমরা

এই প্রস্তাব করতে চাই : আমরা এই বিবাহ উৎসব পর্যন্ত থাকব, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, বিয়েটা চুকে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি সব বেচে দিয়ে ইতালী ফিরে যাবে।"

"না, সে-রকম প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারি না," সেলা বলেছিল।

রবার্টো জবাবে বলেছিল, "তাহ'লে আমরা মাসের শেষেই রওনা হব।"

১৯২০ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গুইডো সেলা স্বামী এবং বাপ হিসেবে ভাল ব্যবহার করেছিল। তার খাদ্য সরবরাহের দোকানের সাফল্যের আমলে সে একটি ভদ্রপল্লীতে একখানি বাড়ী কিনেছিল। বাড়ীখানা বড়, সাদা চৌকো কাঠামোর—বেশ প্রশস্ত বাড়ী।

বছর বারো ধ'রে ঐ বড় সাদা বাড়ীটা ছেলেবুড়ো সব সুখী মানুষের হাসিতে জীবন্ত ছিল। গুইডো সেলা স্বামী হিসেবে হাসিখুশী—কথা কইতে ভালোবাসত আর বাপ হিসেবে বাড়ীর বাইরে কখনো রাত্রি কাটাত না। ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করত এবং তার আমেরিকাবাসের প্রথম কয়েক বছরের অদ্ভুত গল্প তাদের বারংবার বলত। তার অনেক বন্ধু ছিল ; তারা সহজেই তার বাড়ীর প্রতি আকৃষ্ট হ'ত ; কেননা তারা জানত, সেখানে তাদের জন্যে সব সময়েই অভ্যর্থনার দরজা খোলা এবং সেখানে সে মুক্ত হস্তে রুটি এবং মদ বিলোত। গেলসুমিনা মেয়েদের নিয়ে বসবার ঘরে বসে সেলাই করতে করতে কফিতে চুমুক দিত।

গুইডোর সামাজিক জীবন এইভাবেই কাটছিল, যতদিন না সে বে-আইনী মদের কারবারে ঘোরতর ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার বে-আইনী ব্যবসা যেমন বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন বন্ধুর দল জুটতে লাগল। তার সেই রেলপথের বিভাগীয় দলের যুগের পুরোণো বন্ধুদের জন্যে সে আর সময় দিতে পারল না ; তার বাড়ীতে তাদের স্থান এখন অধিকার করেছিল পুলিসের বড়কর্তা এবং অপর পদস্থ কর্মচারীরা, যাদের সাহায্যের এখন প্রয়োজন ছিল। সাহায্যের জন্যে এদের অর্থ ত' দেওয়া হ'তই, তার ওপর এদের পানাহারও করাতে হ'ত। ইতালীয় সান্ধ্যভোজ তারা ভালোবাসত। গুইডো সেলা এবং তার বন্ধুরা নিজেরাই ভালো খেতে ভালোবাসত ব'লে সানন্দে ভোজোৎসবের বন্দোবস্ত করত। গেলসুমিনা এবং অপরাপর স্ত্রীরা গর্বভরা এবং খুশী করবার জন্যে উৎসুক মন নিয়ে তাদের চতুর স্বামীদের ও তাদের মাননীয় অতিথিদের ইতালীয় খাদ্য, ভাজা মুরগী ও রোস্ট, শাক-সব্জী

ও ফলের পাত্র এবং চীজ পরিবেশন ক'রত। যথেষ্ট ক্ষমতা থাকতেও তারা পরিবেশনের জন্যে কোনো ভাড়াকরা লোক রাখত না। স্বামী এবং স্বামীর বন্ধুদের খাওয়ানো তারা স্ত্রী এবং মা হিসেবে তাদের কর্তব্য ও ভালোবাসার অঙ্গ হিসেবে মনে করত।

এই জাতীয় ভোজে সব সময়ে প্রচুর মদ্যপান চলত। ভোজের আগে তারা "যুদ্ধপূর্ব যুগের মদ" কয়েক পাত্র খেয়ে শুরু করত। প্রধান খাদ্যের সঙ্গে সেলা সব সময়ে বহুদিন আগে তার ব্যক্তিগত ভাঁড়ারে সরিয়ে রেখে দেওয়া মদ পরিবেশন করত। কফি খাবার সময়ে আবার তারা মদ খেতে শুরু করত এবং তারপর পুরোপুরি মদ খাওয়াই চলত, তখন মেয়ে-পুরুষ সকলেই তাদের ভদ্রতাজ্ঞান ভুলে যেত।

সেলা নিজে মদ্যপ ছিল না। সে সান্ধ্যভোজের সঙ্গে এক বোতল মদ খেত; তা' ছাড়া কোনো দিন ভালো মদ তৈরী হ'লে দু'এক পাত্র খেত; কিন্তু পরে সে বেশী দিন পুলিশের বড়কর্তা এবং অপর পদস্থ কর্মচারীদের অনুরোধ এড়াতে পারল না, এঁরা সকলেই প্রচুর মদ্যপান করতেন।

এইভাবে তার নিজের তৈরী মদের প্রতি তার আস্থা আছে, এইটি প্রমাণ করার জন্যে গুইডো মদ খেতে শুরু করেছিল। তারপর সে মদ্যপানের অভ্যাস বজায় রেখেছিল; কেন না তখন তা তার নতুন জীবনধারার অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেও শিষ্টাচার ভুলে গিয়েছিল।

সেলার সান্ধ্যভোজের আসরে জনকয়েক অতিথি তাঁদের সঙ্গে মেয়ে-বন্ধু নিয়ে আসতেন; পয়সার বিনিময়ে এদের সঙ্গ পাওয়া যেত। বে-আইনী মদের কারবারীদের জীবনের এরাও একটা অঙ্গ ছিল। এরা যে-লোকের সবচেয়ে বেশী অর্থ আছে, তার অনুগ্রহ পাবার জন্যে প্রতিযোগিতা করত। যখন সকলেই কম বেশী মাতাল, তখন মেয়ে বন্ধুরা অনায়াসেই একজনের বাহুবন্ধন থেকে অন্যজনের বাহুতে আশ্রয় নিত। গেলসমিনা এবং তার ইতালীয় বান্ধবীরা সরলচিত্ত কৃষক-রমণী। এরা এই দৃশ্য দেখে ঘৃণা বোধ করলেও চুপ করে থাকত। কেননা তাদের পুরুষেরা তাদের চুপ ক'রে থাকতেই শিখিয়েছে।

এই রকম একটা সান্ধ্যভোজের আসরে সেলা তার জীবনে প্রথম একজন অপর স্ত্রীলোককে চুম্বন করেছিল। সে তখন মাতাল এবং চুম্বনটাও অদ্ভুত ধরণের হয়েছিল। তার ঠোঁট দুটোকে বিশ্রীভাবে একটি অল্পবয়সী মেয়ের

মুখের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। গেলসুমিনার উপস্থিতিতেই কাজটা হয়েছিল। সেই সময় তার অনুজ্জ্বল চোখের দীপ্তি গেলসুমিনাকে ভীত করেছিল। এতে মনের মধ্যে সে যে আঘাত পেয়েছিল, তার থেকে সে কোনোদিনই সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়নি।

গোয়েন্দা পুলিসবাহিনী, গুইডো সেলার পিছনে অনেকদিন ধ'রেই ঘুরছিল। সে যে বে-আইনী মদের কারবার করছে, এ খবর তারা জানত; কিন্তু তাদের হাতে প্রমাণ ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে যা সত্যিই করেনি, তারই জন্যে তাকে তারা শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সালের মে মাসে ধরেছিল।

গিয়ানেটার বিয়ের এক বছর আগে গুইডো সেলা এমন একটা ব্যবসা কেনে, যা তার পতনের কারণ হয়। সে একটা ছোট সস্তা হোটেল কেনে। এর দুটি ঘর সে নিজের জন্যে খুব দামী আসবাবপত্র দিয়ে সাজায়; একখানা ঘর হবে তার আফিস; আর অন্যটা সে বিকেলে প্রয়োজন হ'লে বিশ্রাম নেবার জন্যে কিংবা রাত্রে ব্যস্ততার জন্যে বাড়ী যেতে না পারলে ব্যবহার করবে। বাকী খান-বারো ঘর সে বে-আইনী মদের কারবারী, জুয়াড়ী এবং বারাঙ্গনাদের ভাড়া দিয়েছিল।

যে সময়ে সে হোটেলটা কেনে, সে সময়ে সেলা বেশীর ভাগ বে-আইনী মদের কারবারীর মত এবং তাদেরই সঙ্গে থাকতে শুরু করেছিল। সে তার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরা রাজনৈতিক বিবাদ এবং বে-আইনী ব্যবসার ক্রমবর্ধমান চাপের জালে জড়িয়ে পড়ে ক্রমেই তাদের নিজেদের বাড়ীর দিকে তাকাবার জন্যে সময় কম পেতে লাগল। কয়েকজন—সেলাও তাদের মধ্যে একজন—তাদের ছেলেদের বোর্ডিং ইস্কুলে ভর্তি করে দিল। বাকী সবাই তাদের টাকা দিয়ে তাদের কথা ভুলে গেল; এই ভাবেই তারা নিজেদের স্ত্রীর কথাও ভুলে গিয়েছিল। তাদের সমস্ত জীবনটা মদ্যপানে এবং বন্য আমোদে ব্যয়িত হতে লাগল। একটানা ভোজন, মদ্যপান এবং তাসের জুয়াখেলার জীবন। টাকা তারা যেমন সহজে উপার্জন করত, ঠিক তেমনি বোকার মত তারা খরচও করত। যে সব চক্‌চকে মোটরগাড়ি চ'ড়ে তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, বা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সজোরে চালিয়ে নিয়ে যেত, সেগুলি তারা প্রায়ই দুর্ঘটনায় ভেঙেচুরে ফেলত। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল জমকালো এবং দামী। তারা তাদের চাবাড়ে মোটা মোটা আঙুলে হীরের আংটি পরত এবং রেশমী টাইয়ে হীরের পিন

আটকাত। পকেটভর্তি টাকা নিয়ে তারা এর-ওর ক্লাবে যেত এবং এর-ওর লুকোনো পেছন দিকের ঘরে তাসের জুয়া খেলত। তারা তাসের টেবিলে পঞ্চাশ বা একশো ডলারের পাওনাকে সেই অনায়াস ভঙ্গীতে মেটাত, যেমন অনায়াসে তারা সকালের খবরের কাগজের জন্যে পাঁচ সেণ্ট ছুঁড়ে দিত।

তার ব্যবসায়ী বন্ধু এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে এই ধরণের জীবন যাপন করতে গিয়ে গুইডো সেলা ক্রমে ক্রমে নিজেকে তার বাড়ী থেকে আলাদা করে ফেলেছিল। সান্ধ্যভোজের জন্যে বাড়ী যাওয়াটা কম করতে করতে সে ক্রমে সারা রাতই বাড়ীর বাইরে কাটাতে লাগল। এর জন্যে সে কারণ দেখাত যে, হয় কোনো না কোনো ক্লাবে তার দরকার ছিল, আর নয় বাইরে সান্ধ্যভোজ খাবার পর সে বিশ্রাম নেবার জন্যে একটু শুতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে, সে মিলড্রেড সেলার্স-এর সঙ্গে রাত্রি কাটাত।

মিলড্রেড সেলার্স সেলার হোটেলে একটি গণিকালয় চালাত। সে নিজে একজন চড়া দামের অল্পবয়সী মেয়ে, এবং তার অধীনে ছিল ছ'টি নারী। যে-সব লোক এক রাত্রির জন্যে পাঁচ শো ডলার দিত, তেমন খরিদ্দারকে সে নিজেই আপ্যায়িত করত।

যুবতী মিলড্রেডের বয়স কুড়ির কোঠার শেষের দিকে। সে তার ব্যবসায়ে এমনই দক্ষ ছিল যে, কোনো মধ্যবয়সী খরিদ্দার যদি তার সঙ্গে একটা রাত্রি কাটাতো, তাহ'লে অন্য কেউই তাকে আর সন্তুষ্ট করতে পারত না। সে সব সময়ে তাকেই চাইত।

তার পদ্ধতি ছিল শয়তানীতে ভরা। তার সম্ভাব্য খরিদ্দারদের মধ্যে সব চেয়ে ধনবান এবং খ্যাতিসম্পন্ন ছিল গুইডো সেলা। কাজেই সে প্রথমেই সেলাকে জয় করেছিল। প্রকাশ্যে সে হয়েছিল তার মেয়ে বন্ধু, এবং এই সম্পর্কটিকে মূলধন ক'রে অন্য যারা তার অনুগ্রহপ্রার্থী হবার জন্যে প্রতিযোগিতা করত, তাদের কাছে সে তার দাম চড়াত।

সে এমনই সুচারুরূপে তার খেলা খেলেছিল যে, প্রায় বছর দুই ধ'রে সেলা সন্দেহ করতে পারেনি যে মিলড্রেড সম্পর্কে তার কেউ ভাগীদার আছে। অথচ আরও চারজন তার শয্যাসুখ উপভোগ করেছে। এর মধ্যে দু'জন ছিল সেলার প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আর একজন তারই সঙ্গে ব্যবসা করত। প্রেমিকদলের মধ্যে চতুর্থ জন ছিল তার নিজের জামাই গিনো পিনোলি।

পিনোলি মনে মনে আশা করত, কোনো দিন, কোনো না কোনো উপায়ে, সে একাই মিলড্রেডের মালিক হবে।

১৯২৯ সালে তার গণিকালয়ের জন্যে মিলড্রেডের জন-কয়েক তাজা, মোহিনী, নতুন মেয়ের দরকার হয়েছিল। সে কালিফোর্ণিয়াতে এই রকম মেয়ের জন্যে অনুসন্ধান করবে ব'লে ঠিক করেছিল এবং সেইজন্যে তার বড় মোটরটায় ক'রে তাকে সানফ্রান্সিস্কোতে নিয়ে যাবার জন্যে গুইডোকে অনুরোধ করেছিল।

ওরা একটি সর্বোৎকৃষ্ট হোটেলে একখানি ঘর নিয়েছিল এবং সব জিনিবই বেশ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। গুইডো মুক্তহস্তে টাকা খরচ করেছিল এবং কৃতজ্ঞ মিলড্রেড তার সাধ্যমত ভালভাবে ছিল।

তিনজন রোদে তামাটে-বর্ণ-হয়ে-যাওয়া তরুণীকে মোটরের পিছনের আসনে বসিয়ে তারা খুশী মনে বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছিল। কিন্তু তারা কালিফোর্ণিয়ার সীমান্ত পার হওয়া মাত্র একখানি বড় কালো গাড়ী পিছন দিক থেকে এগিয়ে এসে তাদের সামনে পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

বোঝা গেল যে, এরা (গোয়েন্দা) পুলিস বাহিনীর লোক। গণিকাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মেয়ে নিয়ে সীমান্ত পেরুনোর অপরাধে গুইডো এবং মিলড্রেডকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করেছিল গিনো পিনোলি।

রাজকর্মচারীরা সেলাকে জেলে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। এ সত্ত্বেও ওর চতুর আইনজীবিরা হয়ত' ওকে বাঁচাতে পারত। খালি তাদের দরকার ছিল যে, মিলড্রেড তার সপক্ষে একটা জবানবন্দী দেবে, এতে সে বলবে যে, মেয়েভাড়া করা ব্যাপারে গুইডোর কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না এবং গণিকালয়ের সঙ্গ তার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু মিলড্রেড সেলার্স নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। তাই রাজ কর্মচারী-দের নিকট সদয়ব্যবহার প্রাপ্তির প্রতিদান স্বরূপ সে বলেছিল যে, সে এবং গুইডো সেলা অংশীদার হিসাবে গণিকালয় চালাত।

১৯২৯ এর অক্টোবর মাসে গুইডো সেলার বিচার হয় এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তার বহু বৎসরের জেল হয়।

১৯৫২ সালের শরৎকালে আর্ম্যাণ্ডো গ্রীলি "উত্তর প্রশান্ত রেলরাস্তা" থেকে অবসর গ্রহণের পরই ডাহোর একটি ছোট্ট শহরে তার বাড়ীতে সপ্ততিতম

জন্মবার্ষিকী উৎসব পালন করছিল। জন্মোৎসবের সান্ধ্যভোজে আঠারো জন উপস্থিত ছিল ; টেবিলের ওপর গৃহস্বামী ও তার পরিবারের প্রস্তুত খাবার রাখা ছিল—নরম মাছটি সে নিজেই ধরেছিল এবং সব্জি তারই বাড়ীর পেছনের বাগানে জন্মেছিল। বাস্তবিক পক্ষে গৃহস্থের কল্যাণের জন্যে বাড়ীটার চারিদিকেই খাদ্য জন্মাবার ব্যবস্থা ছিল। উত্তর দিকে শাক-সব্জি ও গুটিকয়েক ফলের গাছ ; দক্ষিণে ফুলের বাগান, পেছন দিকে খরগোশ ও মুরগীর ঘর এবং কয়লা ও কাঠের স্তূপ। জন্মোৎসবের ভোজের টেবিলের চারপাশে বসেছিল আর্ম্যাণ্ডো এবং তার স্ত্রী, তাদের তিনটী ছেলে এবং বৌ আর পাঁচটী নাতিনাতনী। এর জন্যে ছিল কয়েকজন বন্ধু—এদের মধ্যে গুটিকয়েককে আর্ম্যাণ্ডো তার আমেরিকায় আসার গোড়ার যুগ থেকে চেনে।

খেতে বসে এদেরই মধ্যে একজন প্রথম কথা বলেছিল।

প্রকাশ্যভাবে দুঃখ ক'রে সে বলেছিল, "আজকের দিনে গুইডো সেলা যদি এখানে উপস্থিত থাকত। বহুকাল আগে থাকতেই এই ধরনের উৎসব উপভোগের ক্ষমতা যদি সে সম্পূর্ণ না হারিয়ে ফেলত তাহ'লে সে নিশ্চয়ই আজকের উৎসবটি উপভোগ করত। একদিন গুইডো সেলা আমাদেরই একজন ছিল।"

আর্ম্যাণ্ডো ধীরে ধীরে তার মাথা নেড়ে ছিল এবং এক সঙ্গে দুঃখ ও ঘৃণা-ব্যঞ্জকভাবে তার ঠোঁট দুটোকে বিকৃত করেছিল।

প্রথম বক্তা বলে চলেছিল, "আমি তাকে দু'মাস আগে দেখেছি। একটা নোংরা জায়গায় থেকে সে ভিখিরীদের খুচরো মদ বিক্রী করে। মরা মাছি আর নোংরা জানলাওলা ছোট্ট জায়গা। কাঁচের ওপর লেখা সাইনবোর্ড আছে—"তামাক, হাল্কা পানীয়"—এই লেখাই ১৯২০র দশকে তার ক্লাবে থাকত।

"তার মুখ রক্তবর্ণ। গায়ের চামড়ায় দাগ। দাঁত নেই। নাকটা ফুলে দ্বিগুন হয়ে গেছে। পিছনের ঘরে একখানি খাট, একটি ছোট টেবিল এবং একটি গ্যাসের উনুন। এই হচ্ছে গুইডো সেলার বাড়ী। লোকে বলে, মদ খেয়ে সে অর্ধেক সময় অচৈতন্য থাকে। মনে হয়, সেটাই ওর পক্ষে ভাল।"

মুহূর্তের জন্যে সে নীরব হয়েছিল, তারপর আবার বলেছিল, "মনে পড়ছে গুইডো এক সময়ে তার বাপ-মার লেখা একখানা চিঠি আমাকে দেখিয়েছিল ; তাতে তাঁরা জানিয়েছিলেন, কেন তাঁরা আমেরিকাতে আসতে পারেন না। তার একটা জায়গা আমার মনে গেঁথে রয়েছে : 'দুঃখ এবং দারিদ্র্যকে জানবার

ও সহ্য করবার জন্তেই আমাদের জন্ম; সুখ সম্পদ কি, তা' বোঝবার ও জানবার জন্তে আমরা জন্মাইনি। টাকা-কড়ির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি, এ মনোবল আমাদের নেই।"

সত্তর বছরের বৃদ্ধ আর্য্যাণ্ডোর তখন চমৎকার স্বাস্থ্য; উচ্চাশা তাকে কোনো দিন ব্যতিব্যস্ত করেনি। তার মুখে চিন্তিত ভাব ফুটে উঠেছিল।

সে বলেছিল, "তাই হবে, তাই হবে।"